CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-139 ■ 18 February, 2026 ■ আগরতলা ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ইং ■ ৬ ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মন্ত্রিসভায় ২৫ মন্ত্রী ও ২৪ প্রতিমন্ত্রী

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জিয়া পুত্র তারেক

ঢাকা, ১৭ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস)।। তারেক রহমান মঙ্গলবার বাংলাদেশের ১১তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন। তাঁর দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ১৩তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয়ের পর তিনি সরকার গঠন করেন। ঢাকার জাতীয় সংসদ ভবন-এর সাউথ প্লাজায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান। তারেক রহমান শপথ নেওয়ার পর মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যরাও শপথ গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সালাহউদ্দিন আহমেদ, ইকবাল হাসান মাহমুদ ও হাফিজ উদ্দিন আহমেদ-সহ একাধিক শীর্ষ বিএনপি নেতা। ৫০ সদস্যের মন্ত্রিসভায় ২৫ জন পূর্ণমন্ত্রী, ২৪ জন প্রতিমন্ত্রী এবং তিনজন টেকনোক্র্যাট রয়েছেন। দেশের শীর্ষ বাংলা দৈনিক প্রথম আলো জানিয়েছে, মন্ত্রিসভায় বেশ কয়েকজন নতুন মুখ রয়েছেন, যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ প্রথমবার নির্বাচিত হয়েই মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব পেয়েছেন।

এদিন সকালে বিজয়ী ২০৯ জন বিএনপি প্রার্থী সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নিলেও তাঁরা সংবিধান সংস্কার পরিষদের শপথ নিতে অস্বীকার করেন। বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন আহমেদ জানান, দলীয় প্রধানের নির্দেশে নবনির্বাচিত এমপিদের সংবিধান সংস্কার পরিষদের ফর্মে স্বাক্ষর না করতে বলা হয়েছে, কারণ তাঁরা ওই পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হননি। এই খবর প্রকাশ করেছে।

এর জেরে ১১ দলীয় জোটের শরিক দলগুলিযার মধ্যে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন ও ন্যাশনাল সিটিজেন্স পার্টি (এনসিপি) রয়েছেপ্রথমে সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নিতে অস্বীকার করে। তবে পরে জামায়াত নেতৃত্বাধীন জোটের প্রার্থীরা, নির্দল প্রার্থীরা এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সদস্যরা শপথ নেন। পরবর্তীতে এনসিপি-র ছয়জন নবনির্বাচিত সাংসদও শপথ গ্রহণ করেন।

দেশের সংবিধান অনুযায়ী প্রধান নির্বাচন কমিশনার এএমএম নাসির উদ্দিন নবনির্বাচিত সাংসদদের শপথবাক্য পাঠ করান। দেশের ইতিহাসে এই প্রথম প্রধান নির্বাচন কমিশনার সরাসরি এমপিদের শপথবাক্য পাঠ করালেন।

১২ ফেব্রুয়ারি দেশের ৩০০টির মধ্যে ২৯৯টি আসনে ১৩তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, যা জুলাই জাতীয় সনদ সংক্রান্ত গণভোটের সঙ্গেও একযোগে হয়। নির্বাচনে বিএনপি ২০৯টি আসনে জয়ী হয় এবং জামায়াতে ইসলামী পায় ৬৮টি আসন।

দুটি আসন থেকে জয়ী হওয়ায় তারেক রহমান বগুড়া-৬ আসনটি উপনির্বাচনের জন্য ছেড়ে দিয়ে ঢাকা-১৭ আসন থেকে সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নেন।

প্রায় ৩৫ বছর পর বাংলাদেশে কোনও পুরুষ প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব নিলেন। তবে বিশ্লেষকদের মতে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারপ্রধান মুহাম্মদ ইউনূস-এর নেতৃত্বাধীন ১৮ মাসের মেয়াদে যে অস্থিরতা ও উগ্রপন্থার উত্থান দেখা গিয়েছিল, তা কাটিয়ে ওঠাই নতুন সরকারের সামনে বড়

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নিচ্ছেন তারেক রহমান।

তারেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ওম বিড়লার

জনগণের কল্যাণে দু'দেশ একযোগে কাজ করবে

ঢাকা, ১৭ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস)।। বাংলাদেশের নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান-এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন ভারতের লোকসভা স্পিকার ওম বিড়লা। মঙ্গলবার ঢাকায় বিএনপি সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

সাক্ষাতের পর এক্সে পোস্ট করে বিড়লা জানান, "প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের নতুন সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে আনন্দিত। একটি গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্র গঠনে বাংলাদেশের প্রচেষ্টায় ভারত পাশে রয়েছে।"

বৈঠকে বিড়লা নতুন দায়িত্ব গ্রহণের জন্য রহমানকে শুভেচ্ছা জানান এবং তাঁকে ভারত সফরের আমন্ত্রণও জানান। দুই নেতা ভারত ও বাংলাদেশের জনগণের কল্যাণে একযোগে কাজ করার বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লাহ এক্সে দেওয়া বিবৃতিতে জানান, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ভারতের

ভারত সফরের আমন্ত্রণ

জনগণ ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, দুই দেশের জনগণের কল্যাণে মানুষকেন্দ্রিক সহযোগিতার ভিত্তিতে একসঙ্গে কাজ করার বিষয়ে উভয় পক্ষ আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

এর আগে মঙ্গলবার ১৩তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয়ের পর বাংলাদেশের ১১তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন তারেক রহমান। ঢাকার জাতীয় সংসদের সাউথ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফটিকরায়ে বিজেপি'র জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী

চেয়ারের জোরে সাংবাদিকদের সঙ্গে অভদ্র আচরণ আমাদের সংস্কৃতি বিরোধী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। বর্তমান সরকার সাংবাদিক বান্ধব। অনেকেই নিজেদের চেয়ারের জোরে সাংবাদিকদের উল্টোপাল্টা কথা বলেন এবং অভদ্র ভাষা ও মিথ্যা কথার আশ্রয় নেন। এটা আমাদের সংস্কৃতি নয়। সেসব কোন অবস্থায় বরদাস্ত করা হবে না। আগামীদিন আমরা যা করার করবো। আমরা সবাইকে সম্মান দিতে চাই। আমরা সবাইকে নিয়ে চলতে চাই। একটা নতুন ত্রিপুরা তৈরি করতে চাই। আজ উনকোটি জেলার ফটিকরায়ের ডেমডুমে ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে আয়োজিত এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে গনতন্ত্রের চতুর্থস্তম্ভের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা আরো বলেন আলোচনায় বলেন, রাজ্য সরকার সকলের কাছে স্বচ্ছ সুশাসন পৌঁছে দেওয়ার জন্য কাজ করছে। এজন্য ইতিমধ্যে প্রতি ঘরে সুশাসন কার্যক্রম দুই পর্যায়ে করা হয়েছে। আর জনজাতি অংশের মানুষের উন্নয়নের জন্য এডিসিকে বিভিন্ন সময়ে কোটি কোটি টাকা আর্থিক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। যদিও সেসবের হিসেবে মিলেনি। মানুষের জন্য কাজ করার কোন দৃষ্টিভঙ্গি নেই তাদের। শুধু নিরাপত্তা রক্ষী নিয়ে আরাম আয়াসে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ভিলেজ নির্বাচন নিয়ে রাজ্য সরকার প্রস্তুত রয়েছে।

তিনি আরো বলেন, ককবরক সহ অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষার উন্নয়নের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে বর্তমান সরকার। স্বচ্ছতার সঙ্গে রাজ্যকে পরিচালিত করার চেষ্টা করছে আমাদের সরকার। রাজ্য সরকার চায় সব অংশের মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন। আমরা রাজ্যের সব অংশের মানুষকে নিয়ে একটা নতুন ত্রিপুরা তৈরি করতে চাই।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আজ এই সভায় যারা ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছেন আমি তাদের সকলকে স্বাগত জানাই। তারা সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আজ এই জনসভায় যে পরিমাণে জনজাতি অংশের ভাই বোনেরা উপস্থিত হয়েছেন সেটা দেখে আমি সত্যিই আপ্লুত। এই বিপুল সংখ্যায় উপস্থিতির অর্থ হচ্ছে তাদের ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি সমর্থন এবং আমাদের যিনি অভিভাবক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস। প্রধানমন্ত্রীর সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস এর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমাদের সরকার সবার উন্নয়নে কাজ করছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ককবরক ভাষাকে কিভাবে উন্নয়ন করা যায় তার চেষ্টা চলছে। সেই সঙ্গে অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষার উন্নয়নের জন্যও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সরকার। ডাঃ সাহা বলেন, ত্রিপুরায় একটা অদ্ভুত একটা অবস্থা চলছে। সারা ভারতবর্ষে যে রাজনীতি চলেছিল এতদিন সেটা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পাল্টে দিয়েছেন। আগের রাজনীতি মানে গদি দখল করা, লুটপাট করা, দুর্নীতি

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিবিএসই পরীক্ষা শুরু চলবে ১১ মার্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। আজ প্রথম দিন অংক পরীক্ষা। সকাল ১০.৩০ মিনিট থেকে দুপুর ১.৩০ মিনিট পর্যন্ত চলে এই পরীক্ষা। একই দিনে দ্বাদশ শ্রেণীর বায়োটেকনোলজি বিষয়ের পরীক্ষা ছিল।

প্রসঙ্গত, রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলকে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের মাধ্যমে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। এই স্কুলগুলোর ছাত্রছাত্রীরাও সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের আওতাধীন প্রশ্ন পত্রে পরীক্ষা দিচ্ছেন। এদিন রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলের পরীক্ষা হলের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন অভিভাবকরা। এদিন ছাত্রছাত্রী সহ অভিভাবকদের মধ্যে উৎসাহ লক্ষ্য করা গিয়েছে। অভিভাবকরা আশাবাদী, তাদের ছেলে মেয়েরা পরীক্ষায় ভালো

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ম্যাক্রোঁর সঙ্গে বৈঠকে

ভারত-ফ্রান্স সম্পর্ক বিশ্ব স্থিতিশীলতার শক্তি ঃ মোদি

মুম্বই, ১৭ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস)।। অনিশ্চয়তায় ঘেরা বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে ভারত-ফ্রান্স সম্পর্ক 'বিশ্বস্থিতিশীলতার এক শক্তি' বলে মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার মুম্বইয়ে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রন-এর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর দেওয়া যৌথ বিবৃতিতে তিনি এ কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত-ফ্রান্স অংশীদারিত্ব এখন কেবল কূটনৈতিক পরিসরে সীমাবদ্ধ নেই, বরং তা 'জনগণের অংশীদারিত্বে' পরিণত হয়েছে। তিনি বিশেষভাবে ২০২৬ সালকে 'ইন্ডিয়া-ফ্রান্স ইয়ার অব ইনোভেশন' হিসেবে ঘোষণার কথা উল্লেখ করেন।

মোদীর কথায়, এই অংশীদারিত্ব শান্তির জন্য এক 'বিশ্বস্ত নোঙর'। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ফ্রান্সকে তিনি 'অপরিহার্য অংশীদার' বলেও বর্ণনা করেন। তাঁর মতে, ২০২৬ সালের রোডম্যাপের কেন্দ্রবিন্দু হবে উদ্ভাবন। তিনি বলেন, "উদ্ভাবন একা সম্ভব নয়,

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যাত্রীবাহী অটো উল্টে আহত শিশু সহ তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। যাত্রীবাহী অটো উল্টে গুরুতর আহত হলেন শিশু সহ তিনজন। ওই ঘটনায় বিশালগড় নবীনগর চকবাজার এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, দ্রুতগতিতে চলছিল অটোটি। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেটি উল্টে যায় বলে দাবি। দুর্ঘটনার পর অটোতে থাকা যাত্রীরা রাস্তায় ছিটকে পড়েন। গুরুতর আহত অবস্থায় এক শিশু সহ তিনজনকে স্থানীয় লোকজন দ্রুত উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে পাঠান।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ প্রশাসন। এদিকে, ওই এলাকায় যান চলাচল কিছু সময়ের জন্য ব্যাহত হয়।

নির্মাণের কয়েক বছরের মধ্যেই অস্তিত্ব সংকটে রাস্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। চড়িলাম ব্লকের বাঁশতলী এডিসি ভিলেজের একাধিক এলাকার মানুষ চরম ভোগান্তির মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। জোটতলী, ননজলা, বয়ড়ামুড়া, গর্জনতলী ও জাঙ্গালিয়া এলাকার সংযোগকারী রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকায় ক্ষোভে ফুঁসছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, ২০১৮ সাল থেকেই রাস্তাটির অবস্থা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধবার মৃত সন্তান প্রসব অভিযুক্তের আত্মসমর্পণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। উত্তর চেবরী এলাকায় এক বিধবা মহিলার মৃত সন্তান প্রসবের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকাজুড়ে। ঘটনায় অভিযুক্ত অনুকূল পাল অবশেষে শুক্রবার সকালে খোয়াই মহিলা থানায় আত্মসমর্পণ করেছেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

অভিযোগ, গত প্রায় দেড় বছর ধরে অনুকূল পাল ওই বিধবা মহিলার সঙ্গে অবৈধ শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন। এর ফলস্বরূপ মহিলা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েন। পরবর্তীতে গর্ভপাত ঘটানোর জন্য অভিযুক্ত দীর্ঘদিন ধরে মানসিক চাপ সৃষ্টি করেন বলে অভিযোগ। প্রায় ১৫ দিন ধরে জোরপূর্বক গর্ভপাতের ওষুধ সেবনে বাধ্য করা হয় বলেও দাবি করেন নির্যাতিতা।

অভিযোগ অনুযায়ী, অভিযুক্তের দেওয়া ট্যাবলেট সেবনের পর মহিলার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। বাধ্য হয়ে তিনি চেবরী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি হন। প্রথমে বিষয়টি গোপন রাখলেও চিকিৎসকদের সন্দেহ হলে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় জানা যায় তিনি অন্তঃসত্ত্বা। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি মৃত সন্তান প্রসব করেন।

ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্তকে খোঁজাখুঁজি শুরু করলে তিনি গা ঢাকা দেন। অবশেষে শুক্রবার সকালে খোয়াই মহিলা থানায় এসে আত্মসমর্পণ করেন অনুকূল পাল।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চলছে।

অবৈধ ভাবে পাথর আমদানি ঘিরে চাঞ্চল্য সাব্রুম রেল স্টেশনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। গোপন খবরের ভিত্তিতে বন দপ্তরের একটি বিশেষ দল গতকাল দুপুরে রেল স্টেশনে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অবৈধ পাথর বাজেয়াপ্ত করেছে। গতকাল দুপুরে মোট ২১টি ওয়াগনে করে পাথর এসে পৌঁছায় সাব্রুম রেল স্টেশনে। জিরানীয়ার কুখ্যাত পাথর ব্যবসায়ী প্রদীপ দাসের মাধ্যমে এই পাথর আনা হয়েছিল বলে জানা গেছে। বন দপ্তরের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে নথিপত্র যাচাই শুরু করলে দুর্নীতির বিষয়টি সামনে আসে।

বন দপ্তরের দাবি অনুযায়ী, ওই ব্যবসায়ী মোট ৬৫০ কাম পাথর নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু বৈধ ট্রানজিট পাস চাইলে তিনি মাত্র ৪০০ কাম পাথরের নথি দেখাতে সক্ষম হন। বাকি ২৫০ কাম পাথরের কোনো বৈধ কাগজ দেখাতে না পারায় বন দপ্তরের কর্মীরা আজ ওই পাথর বাজেয়াপ্ত করেন।বাজেয়াপ্ত করা পাথরগুলো বর্তমানে মনুবাজার ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রেলপথে পাথর মাফিয়াদের এই দৌরাত্ম্য রুখতে বন দপ্তর আগামী দিনে আরও কঠোর নজরদারি চালাবে বলে জানানো হয়েছে।

কর্পোরেটদের স্বার্থে মনরেগা বাতিলের সিদ্ধান্ত ঃ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। বিজেপি সরকার ধাপে ধাপে এমজিএনরেগাকে দুর্বল করেছে। মনরেগা বাতিলের সিদ্ধান্ত কর্পোরেটদের স্বার্থে নেওয়া হয়েছে। যার ফলে গ্রামীণ মানুষ অনিশ্চয়তার মুখে পড়ছে। আজ মনরেগা পুনর্বহালের দাবিতে রাজ্যপাল নিবাস অভিযান শেষে এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা।

আজ স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান থেকে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে রাজ্যপাল

নিবাস অভিযান কর্মসূচি পালন করেছে প্রদেশ কংগ্রেস। কংগ্রেসের দাবি, এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ে সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ জানাচ্ছেন এবং অবিলম্বে এমজিএনরেগা পুনর্বহালের দাবি তুলছেন। এদিনের কর্মসূচিতে কংগ্রেসের নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সভাপতি আশিস কুমার সাহা বলেন, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল মানুষের অধিকার ও কল্যাণ রক্ষার লক্ষ্যেই আজকের আন্দোলন।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 18-02-2026, 00:43

জাগরণ
আগরতলা,১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ইং
৫ ফাল্গুন, বুধবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

এআই কি জীবিকা কাড়িয়া নিবে ?

এআই-এর উত্থানের পর থেকেই বিশ্বজুড়িয়া একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খাইতেছেযন্ত্র কি এবার মানুষের জায়গা নিবে? বেকারত্বের আশঙ্কা কি গ্রাস করিবে যুবসমাজকে? 'ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬'-এর প্রাক্কালে এই জ্বলন্ত প্রশ্নেরই উত্তর দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী । তিনি স্পষ্ট জানাইলেন, এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কোনো ভয়ের কারণ নয়, বরং এটি মানুষের মেধার 'অংশীদার'। তাঁহার কথায়, "ভয়ের সেরা প্রতিষেধক হইলো প্রস্তুতি।"প্রধানমন্ত্রী ইতিহাসের পাতা থেকে উদাহরণ টানিয়া বলেন, শিল্প বিপ্লব থেকে ইন্টারনেটের আগমনপ্রতিটি প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সময় মানুষ কাজ হারানোর ভয় পাইয়াছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে, প্রযুক্তি কাজ কাড়েনি, বরং কাজের ধরন বদলাইয়া দিয়াছে এবং অকল্পনীয় সব নতুন পেশার জন্ম দিয়াছে। এআই হইলো এক বিশাল 'ফোর্স মাল্টিপ্লায়ার। এটি ডাক্তার, শিক্ষক বা আইনজীবীদের প্রতিস্থাপন করিবে না; বরং তাঁহাদের কর্মক্ষমতা বহুগুণ বাড়াইয়া দিবে। একঘেয়ে বা রুটিন কাজগুলো যখন যন্ত্র সামলাইবে, তখন মানুষ তাহার সৃজনশীলতা এবং আবেগকে কাজে লাগাইয়া আরও উন্নতমানের কাজ করিতে পারিবে।

রোমেশ ওয়াদওয়ানির মতো প্রযুক্তিবিদরা যখন এআই-এর সম্ভাব্য ঝুঁকি নিয়া সতর্ক করিয়াছেন, তখন ভারত সরকার একে দেখিতেছে এক সুবর্ণ সুযোগ হিসাবে। ভারতের বিশাল যুবশক্তির বা 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড'-এর কথা মাথায় রাখিয়া প্রধানমন্ত্রী 'স্কিলিং এবং রি-স্কিলিং'-এর ওপর জোর দিয়াছেন। তিনি গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করেন 'স্ট্যানফোর্ড গ্লোবাল এআই ভাইব্রেন্সি ইনডেক্স ২০২৫'-এর কথা, যেখানে ভারত বিশ্বের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। এটি প্রমাণ করে যে, ভারত কেবল দর্শক নয়, বরং এই ডিজিটাল বিপ্লবের অন্যতম চালিকাশক্তি। প্রধানমন্ত্রীর বার্তা স্পষ্টএআই বিপ্লবকে এড়াইয়া যাওয়া সম্ভব নয়। তাই 'ইন্ডিয়া এআই মিশন'-এর সহায়তায় নিজেদের দক্ষ করিয়া তোলাই একমাত্র পথ। মোদী আশ্বস্ত করিয়াছেন, সঠিক প্রস্তুতির মাধ্যমে ভারতের যুবসমাজ কেবল এআই যুগে টিকিয়াই থাকিবে না, বরং বিশ্বজুড়িয়া কাজের নতুন সংজ্ঞাও তৈরি করিবে।

এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের জীবিকা কাড়িয়া নিবে কি না, তাহা নিয়া বিশেষজ্ঞ মহলে দুই ধরণের জোরালো মত রহিয়াছে। তবে বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞই মনে করেন, এআই কাজ "কাড়িয়া নেওয়া"র চাইতে কাজের "ধরন বদলাইয়া দেওয়া"র দিকেই বেশি ঝুঁকিতেছে। নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম সহ অনেক সংস্থা মনে করে, এআই ব্যবহারের ফলে কিছু পুরোনো কাজ হারাইয়া গেলেও বিপুল সংখ্যক নতুন কাজের ক্ষেত্র তৈরি
হইবে। যেমন আগে কম্পিউটারের উদ্ভাবনে টাইপিস্টের কাজ হারাইয়া গেলেও সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার বা ডেটা এন্টির মতো লক্ষ লক্ষ নতুন কাজ তৈরি হইয়াছিল। এআই মানুষের উৎপাদনশীলতা বাড়াইয়া দিবে, ফলে কম সময়ে বেশি কাজ করা সম্ভব হইবে। উচ্চ ঝুঁকির পেশাসমূহ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি বা গোল্ডম্যান স্যাকস-এর মতো প্রতিষ্ঠানের গবেষণায় বলা হইয়াছে যে, কিছু রুটিনমাফিক বা ডেটা-ভিত্তিক কাজ ঝুঁকির মুখে পড়িতে পারে। বিশেষ করিয়া অ্যাডমিন এবং ক্লারিক্যাল কাজ।ডেটা এন্টি এবং সাধারণ হিসাবরক্ষণ।সহজ কাস্টমার সাপোর্ট বা চ্যাটবট দিয়া প্রতিস্থাপনযোগ্য কাজ।বিশেষজ্ঞরা একমত যে, এআই কখনোই এমন কাজ পুরোপুরি দখল করিতে পারিবে না যেখানে আবেগ , সৃজনশীলতা এবং জটিল বিচারবুদ্ধি   প্রয়োজন। যেমন:চিকিৎসক ও নার্সিং (মানুষের সেবা)।শিক্ষকতা (ব্যক্তিগত মেন্টরিং)।নেতৃত্ব এবং কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।শিল্পকলা ও উচ্চতর গবেষণা।বিখ্যাত প্রযুক্তিবিদদের মতে, 'এআই আপনার চাকরি নিবে না, বরং যে ব্যক্তি এআই ব্যবহার করিতে জানে, সে আপনার চাকরিটি নিয়া নিতে পারে।' তাই টিকিয়া থাকিবার চাবিকাঠি
হইলো নিজেকে সময়ের সাথে মানাইয়া নেওয়া।

মণিপুরে নাগা-কুকি সংঘর্ষ: উখরুল থেকে ৫১ কুকি পড়ুয়াকে সরাল পুলিশ

ইম্ফল, ১৭ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): নাগা ও কুকি সম্প্রদায়ের মধ্যে চলমান উত্তেজনার প্রেক্ষিতে মণিপুর পুলিশ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে নাগা-অধ্যুষিত উখরুল জেলা থেকে কুকি সম্প্রদায়ের ৫১ জন ছাত্রছাত্রীকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। মঙ্গলবার এক পুলিশ আধিকারিক এ তথ্য জানান। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে উখরুল জেলায় তাংখুল নাগা ও কুকি সম্প্রদায়ের মধ্যে হামলা-পাল্টা হামলা ও উত্তেজনা অব্যাহত রয়েছে। জেলার লিতান সারেইখং গ্রামে সংঘর্ষে ৩০টিরও বেশি বাড়িতে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ উঠেছে। উখরুল জেলার সীমানা নাগাল্যান্ড ও মায়ানমারের সঙ্গে যুক্ত। ইম্ফলের এক পুলিশ আধিকারিক জানান, উখরুল জেলার রামভা এলাকার জওহর নবোদয় বিদ্যালয় (জেএনভি) থেকে ৫১ জন কুকি ছাত্রছাত্রীকে নিরাপদে সরিয়ে সাইকুল থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পরে তাঁদের জওহর নবোদয় বিদ্যালয় কংপোকপি-এ স্থানান্তরিত করা হয়েছে। পুলিশের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, উদ্ধার হওয়া ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ২০ জন ছাত্রী ও ৩১ জন ছাত্র রয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কারণে ১৮ জনের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার কেন্দ্র জেএনভি কাংপোকপিতে স্থানান্তর করা হয়েছে। পাশাপাশি রামভা জেএনভি-র কুকি সম্প্রদায়ভুক্ত অন্যান্য পড়ুয়াদেরও সতর্কতামূলকভাবে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

উদ্ধার প্রক্রিয়ার সময় স্থানীয় কিছু বাসিন্দা প্রথমে ছাত্রছাত্রীদের দুষ্কৃতী ভেবে ভুল করেন। তবে বিভিন্ন স্থানীয় সংগঠনের সহায়তায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। শাংশাক, রামভা, শোকভাও, টি এম কাসোম ও এস লাহো এলাকায় গ্রামবাসীদের বোঝানোর মাধ্যমে লিতান থানায় নিরাপদে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে।

মণিপুর পুলিশ সকল সম্প্রদায়কে সংযম বজায় রাখার এবং গুজব রটানো থেকে বিরত থাকার আবেদন জানিয়েছে।

গত ৭ ফেব্রুয়ারি লিতান গ্রামে তাংখুল নাগা সম্প্রদায়ের এক সদস্যের ওপর হামলার অভিযোগের পর থেকেই সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। এর জেরে গত সপ্তাহ থেকে ইম্ফল-উখরুল সড়কে যান চলাচল, বিশেষত গণপরিবহণ পরিষেবা, মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে।

পরিস্থিতির উন্নতির লক্ষণ দেখা দেওয়ায় রাজ্য সরকার উখরুল জেলা এবং কামজং ও কাংপোকপি জেলার কিছু অংশে জারি থাকা পাঁচ দিনের ইন্টারনেট নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে। এছাড়া ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (বিএনএসএস), ২০২৩-এর ১৬৩ ধারায় জারি নিষেধাজ্ঞাও গত সপ্তাহে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

মণিপুরের উপমুখ্যমন্ত্রী লসী দিখো, যিনি নিজেও নাগা নেতা, বলেন রাজ্য সরকার শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পাশাপাশি ক্রীড়া ও যুব কার্যক্রমের মাধ্যমে অঞ্চলে ইতিবাচক পরিবেশ গড়ে তোলার প্রচেষ্টাও চলছে।

বগুলার 'কুশোর বিদ্রোহ', ইতিহাসের বিস্মৃত অধ্যায়

গৌতম অধিকারী

ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, নীল বিদ্রোহের আগুন ১৮৫৮ সালে প্রথম জ্বলেছিল নদিয়া জেলার বগুলা নীলকুঠিকে কেন্দ্র করে। তার আগে এখানে-সেখানে নীলকরদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠলেও তা প্রতিরোধের স্তরে উন্নীত হয়নি। অর্থাৎ বিক্ষোভ সরাসরি বিদ্রোহে পরিণত হবার উপাচারে সমৃদ্ধ হয়নি। শ্যামনগর, গাড়াপোতা, ছোটো চুপড়িয়া, বড়ো চুপড়িয়া প্রভৃতি এলাকার চাষীরা বগুলা নীলকুঠির ভারপ্রাপ্ত টুইডের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে বিদ্রোহে সংগঠিত করতে শুরু করে। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট', 'সংবাদপ্রভাকর'-এর পাতায় সেই বিদ্রোহের সংবাদ রয়েছে। বিদ্রোহের আগুন সাময়িকভাবে স্তিমিত হলেও বেশিদিন তা থামিয়ে রাখা যায়নি। উপযুক্ত সমিধের জোগান হতেই ১৮৫৯ সালে চৌগাছার দিগম্বর বিশ্বাস, পোড়াগাছার বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও হাঁসখালি-গোবিন্দপুরের গোপাল তরফদারের নেতৃত্বে সেই আগুন কার্যকরীভাবে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। এবং নীল বিদ্রোহ একটা সাফল্যজনক পরিণতির সীমানা স্পর্শ করে। খানিকটা কাকতালীয় ঘটনা হলেও সত্য যে এর ঠিক আশি বছর পরে রাজনৈতিক চেতনাসমৃদ্ধ কৃষক সংগঠন 'সারা ভারত কৃষক সভা'র পতাকাতলে বাংলাদেশে প্রথম কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয় বগুলাকেই কেন্দ্র করে। আখচাষীদের এই বিদ্রোহ আঞ্চলিক ভাষায় 'কুশোর বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। (নদিয়া-যশোর জেলায় 'আখ' কুশোর নামে পরিচিত।) কোথাও কোথাও বিদ্রোহের সামান্য উল্লেখ থাকলেও কখনও পরবর্তী কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্ব কিংবা ইতিহাস-রচয়িতাদের কাছে কোনো এক অজানা কারণে তা উপেক্ষার অন্ধকারে রয়ে গেছে।

১৯৩৬ সালে সারা ভারত কৃষক সভা গঠনের পরে বাংলা প্রদেশের প্রথম সংগঠন তৈরি হয় ১৯৩৭ সালে বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়রে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের মধ্য দিয়ে। সম্মেলনে প্রবাদপ্রতিম কমিউনিস্ট নেতা কমরেড মুজাফর আহমেদ কৃষক সভার কাজ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা উপস্থিত করেন। এগুলোর মধ্যে প্রধান ছিল কৃষক সমিতিগুলো গ্রামে গ্রামে তাঁদের নেতৃত্বেই তাঁদের জীবনের সঙ্কট, চাহিদা সম্পর্কে সচেতন থেকে জোতদার-জমিদারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলবে। এই সম্মেলনে বগুলার মামজোয়ান বা বড়ো মুড়াগাছা থেকে কোনো প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন কি না আমরা জানি না। কিন্তু ১৯৩৮ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে এইসব অঞ্চলে কৃষকরা সংগঠিত হতে শুরু করে কতকগুলো বাস্তব সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে। কারণ এ-বৎসরেই দর্শনাতে কেরু এণ্ড কোম্পানির চিনিকল প্রতিষ্ঠিত হয়। চিনিকলের কাঁচামাল হিসেবে আখ বা ইক্ষু, নদিয়ার আঞ্চলিক ভাষায় যাকে বলা হয় 'কুশোর' তা প্রচুর পরিমাণে দরকার হয় কোম্পানির।

মাথাভাঙা- চূর্ণী- ইছামতী- গোরাগাঙনি- ডিঙিটানা বিধৌত নদিয়ার এই অঞ্চলের মাটি কুশোর চাষের উপযোগীও বটে। ফলে কোম্পানি স্থানীয় জমিদারের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে দাদন প্রথার মাধ্যমে চাষীকে আখ বা কুশোর চাষে বাধ্য করতে চায়।

কেরু এ্যাণ্ড কোম্পানি স্থানীয় জমিদার ও জোতদারদের কাছ থেকে জমির মালিকানা স্বত্ব নিয়ে আখচাষের ফার্ম তৈরি করতে উদ্যোগ গ্রহণ করে। এইসব জমির নব্বই শতাংশ ভাগচাষীরা উটবন্দী ও শস্য কড়ারে ভাগচাষ করত। আবার অনেক জমি ছিল যার স্বত্বই ছিল চাষীদের। ছিল চাষীদের নিজস্ব মালিকানাধীন বাগান। এসব কোম্পানি জোর করে দখল করে এবং সেখানে নামানো হয় যন্ত্রচালিত লাঙল বা ট্রাক্টর। ফলে ক্ষোভ বাড়তে থাকে। আন্দোলন সংগঠিত হয় কতকগুলো ন্যায্য দাবি সামনে রেখে। তাঁরা চাইলেন দখলকৃত জমির বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ হিসেবে চাষীর জন্য আবাদী জমি। আখ চাষে ইচ্ছুক চাষীদের ন্যায্য দামে ভালো আখবীজ প্রদান ও আখের ন্যায্য দাম। এবং কোম্পানির কর্মচারীদের আখের ওজন-সংক্রান্ত কারচুপি বন্ধ করা।

দীর্ঘস্থায়ী এই আন্দোলনের সূত্রপাত বগুলা-মুড়াগাছাতে। সমসাময়িক এই কৃষক আন্দোলনের সর্বক্ষণের কর্মী ও অগ্রণী নেতা সেদিনের তরুণ কমিউনিস্ট অমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'প্রথমে হাঁসখালি থানার মুড়াগাছা কৃষককর্মী অফিসকে কেন্দ্র করে হাঁসখালি থানার বিভিন্ন গ্রামে আন্দোলন গড়ে ওঠে। পরে এই আন্দোলন দর্শনাকে কেন্দ্র করে সমগ্র দামুরহুদা থানা, কৃষ্ণগঞ্জ থানার ব্যাপক অঞ্চল, চুয়াডাঙ্গা থানার নীলমণিগঞ্জ, আলমডাঙা থানার বিভিন্ন গ্রামে প্রসারিত হয়।' (কৃষক আন্দোলনে নদীয়া জেলা, 'পশ্চিমবঙ্গ', নদীয়া জেলা সংখ্যা, ১৯৯৭)। সম্প্রতি 'Communist Movement in Nadia' শীর্ষক একটি গবেষণাপত্রে এই কথা উল্লেখ করে অধ্যাপক ভবানন্দ রায় লিখেছেন, "At first– a movement was formed in different villages of the Hanskhali police station through the farmers organization of Muragachha village of the Hanskhali police station. Later," দুর্ভাগ্যের বিষয় কুমুদনাথ মল্লিকের 'নদীয়া কাহিনী' নতুন করে সম্পাদনা করতে গিয়ে সংযোজন অংশে সম্পাদক মোহিত রায় 'কৃষক আন্দোলনে কুষ্টিয়া'র বিস্তৃত বিবরণে নদিয়া জেলার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস বিবৃত করলেও বগুলার এই আন্দোলন সম্পর্কে একটি কথাও বলেননি। অমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর রচনায় সবিশেষ গুরুত্বসহ এই ঘটনার কথা উল্লেখ করলেও বিস্তারিত বিবরণ দেননি। কিন্তু তাঁর লেখা থেকে এটাও পরিষ্কার যে 'প্রথমে হাঁসখালি থানার মুড়াগাছা কৃষককর্মী অফিসকে কেন্দ্র করে হাঁসখালি থানার বিভিন্ন গ্রামে আন্দোলন গড়ে ওঠে'। স্বাভাবিকভাবেই এই 'কৃষককর্মী অফিস' গড়ে ওঠার ইতিহাসটি একটা স্বতন্ত্র গুরুত্ব দাবি করে। সেই দাবির সঙ্গে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে ১৯৩৮ সালে ১০ ডিসেম্বর সংখ্যার 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত ইন্দ্রজিৎ গুপ্তের একটি লেখা 'বগুলায় গিয়া কি দেখিলাম?' আপাতত আমাদের নজর সেই লেখা অথবা একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিলের দিকে।

২

সদ্য বিলেত-ফেরত তরুণ কমিউনিস্ট কর্মী ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত এবং আরও অনেকেই হাজির হন বগুলায় চাষীদের কাছে। এবং এখানে থেকে কৃষকদের সংগঠিত করে আন্দোলন শুরু করেন। সঙ্গে পেলেন নদিয়ার অবিসংবাদী কৃষক নেতাদের, যাঁরা তখন বয়সে তরুণ সেই সুশীল চট্টোপাধ্যায়, অমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায়, মাধবেন্দু মোহন্তসহ অনেককেই। ১৯৩৮ সালের ১০ ডিসেম্বর সংখ্যার 'দেশ' পত্রিকায় ইন্দ্রজিৎ লিখেছেন 'বগুলায় গিয়া কী দেখিলাম' শিরোনামে একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন। তিনি লিখেছেন, "দর্শনার চিনির কলের কতৃপক্ষের স্বার্থ আর স্থানীয় জমিদারের স্বার্থ একত্র মিলিত হয়ে চাষীদের একেবারে সর্বস্বান্ত করবার উপক্রম করেছে। ব্যাপারটা কী— ভালো করে জানবার জন্য বিগত ৩রা ডিসেম্বর কলিকাতা থেকে রওনা হলাম। বিকেলবেলায় ট্রেন বগুলা স্টেশনে আমাদের পৌঁছে দিলো। গ্রামের মধ্যে গিয়ে শুনলাম, নিকটেই এক আমবাগানে উৎপীড়িত কৃষকদের সভা বসেছে। সভায় গিয়ে প্রজাদের অভিযোগের যে বিবরণ শুনলাম, তার মর্ম হচ্ছে, দীর্ঘকাল ধরে কৃষকেরা যে সব জমিতে চাষ করে আসছিল--- সেগুলিকে তাদের অধিকার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে দর্শনার চিনির কলের মালিকদের কাছে দিয়ে দেওয়া হয়েছে।" খুব স্বাভাবিকভাবেই নীল বিদ্রোহের সূতিকাগার বগুলাতে নতুন করে কৃষক-নিপীড়নের এই ঘটনার সঙ্গে নীলকর-নিপীড়কদের একটা সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। ইন্দ্রজিৎও লিখেছেন, "আমার চোখের সামনে অতীত দেখা দিলো তার নীলকর সাহেব আর নীলকুঠগুলি নিয়ে। সে-দিনও বাঙলার পল্লীগুলি বিদেশী কোম্পানীর ধনলিপ্সার নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে বোধহয় আজিকার মত পরিত্রাহি ডাক ছেড়েছিল।" এই তুলনা বা প্রতিতুলনায় কোনো অতিশয়োক্তি নেই। কারণ বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোম্পানি এবং কেরু এণ্ড কোম্পানি নামে আলাদা হলেও শোষণ-নিপীড়ন-নির্যাতনের চরিত্রে এক। এবং উভয়েই স্থানীয় জমিদারদের সমর্থন পেয়েছে। নীলকরদের সঙ্গে জমিদারীর সীমানা প্রভৃতি নিয়ে জমিদারদের কারো কারো সংঘাত তৈরি হলেও এক্ষেত্রে জমিদাররা ছিলেন সম্পূর্ণভাবেই কেরু এণ্ড কোম্পানির পাশে। তাঁরাই উদ্যোগী হয়ে চাষীর জমি কেড়ে নিয়ে কেরু এণ্ড কোম্পানির হাতে তুলে দেয়। এবং কোম্পানি জোর করে চাষীদের ফসলের জমিতে নামিয়ে দেয় ট্রাক্টর; যন্ত্রচালিত লাঙল। বগুলা থেকে হাঁসখালি যাবার পথের পাশের গ্রাম মুড়াডাছায় পৌঁছে ইন্দ্রজিৎ প্রত্যক্ষ করেছেন সেই যন্ত্রদানবকে, যা আসলে ভেঙেচুরে দিচ্ছে চাষীদের বুকের পাঁজর "এক জায়গায় দেখি, বিদেশী কোম্পানীর কলের লাঙল রবিশস্যগুলিকে নিষ্পেষিত করে মাঠের মধ্যে ইতস্তত মাতালের মতো যাতায়াত করছে। যে দুর্ভাগা কৃষকের রবিশস্য এমন নির্দয়ভাবে বিনষ্ট হয়েছে, তার অন্তহীন বেদনার কথা ভেবে মন বিচলিত হয়ে উঠলো।

নিষ্পেষিত গাছগুলির সঙ্গে হতভাগা চাষীর কত যে আশা নির্মূল হয়ে গেছে।" ঈষৎ কাব্যিক ভাষায় ইন্দ্রজিৎ আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন, "এই কি আমার চিরপরিচিত বাঙালাদেশ? বাঙলাই যদি হবে তবে মাঠে বাঙালি কৃষক কই? সেই লাঙল কই? বলদ কই? বাঙালি কৃষকের কণ্ঠে সেই আকুল করা বাউলের সুর কই? মাথার উপরে জেগে আছে সোনার বাঙলার চির-নির্মল আকাশ! কিন্তু আকাশের সেই নীরবতা কোথায়? ট্র্যাক্টরের গগনবিদারী গর্জন শ্যামলবনানীপরিবৃত প্রান্তরের মধুর নীরবতাকে ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে।" এই আক্ষেপ এক স্বদেশপ্রেমিক তরুণের আবেগের প্রকাশ তো বটেই! কিন্তু সেখানে দেশপ্রেমের ধর্মবাদী মেরুকরণ নেই, আছে বাঙালির চিরায়ত ঐতিহ্যের পরম্পরার উত্তরাধিকার "বগুলার মাঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবল এই কথায় মনে হতে লাগল চণ্ডীদাসের আর বিদ্যাপতির, বঙ্কিমচন্দ্রের আর মধুসূদনের, হেমচন্দ্রের আর রবীন্দ্রনাথের বাঙলা পর্দার ছবির মতো মিলিয়ে যাচ্ছে, আর যে বাঙলা চোখের সামনে উঠেছে সে কবির বাঙলা নয়, অর্থলোলুপ ধনকুবেরের বাঙলা।" তবুও বলতে হবে, সেদিনের তরুণ কমিউনিস্ট ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত আবেগের চূড়ায় উঠে তদানীন্তন বাংলাদেশ ও বাঙালি কৃষকের সমস্যার কাব্যিক সমাধানের পথ বাড়াননি। বরং সমস্যার গভীরকে দেখার চেষ্টা করেছেন তাঁর কিশোরবয়সের মার্কসবাদ-অনুশীলিত মন ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। ব্যাখ্যা করেছেন সমস্যার মূলকে। লিখেছেন, "সরল কৃষকেরা জমিজমা হারিয়ে শহরের কলকারখানায় দিনমজুরে পরিণত হচ্ছে এবং পুরাকালের দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদারগণের বংশধরেরা জমিকে মিলের মালিকের কাছে জমা দিয়ে সাধারণ সুদখোরের পর্যায়ে নেমে গিয়েছে।"

ইন্দ্রজিৎ গুপ্তের এই লেখাটি 'ইতিহাস' নয়, তবে ইতিহাসের উপকরণ তো বটেই। সাল-তারিখ মেনে ইতিহাসের মতো বর্ণনা দিলেও তিনি উল্লেখ করেননি, মামজোয়ানে কোন বন্ধুর পরামর্শক্রমে তিনি বগুলা এসেছিলেন! জমিদারদের উল্লেখ সত্ত্বেও অন্তত পারিবারিকভাবে কোন জমিদার হিসেবে তাদের চিহ্নিত করা যায়, তার সুলুক-সন্ধান নেই। এইসব তথ্য পেতে আমাদের খানিকটা সম্ভাবনার সত্যের উপর জোর দিতে হয়। মামজোয়ানে ওই সময়ে বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে, এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলনে ততদিনে দীক্ষা নিয়েছেন বিপ্লবী মহাদেব সরকার। মূলত জাতীয় কংগ্রেস-ঘরানায় তাঁর রাজনৈতিক জীবন অতিবাহিত হলেও জীবনের প্রাথমিক পর্বে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের বলশেভিক পার্টির দ্বারা খানিকটা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। বিশেষ করে ইন্দ্রজিৎ গুপ্তের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা অবিদিত নয়। আবার রাজনৈতিক জীবন থেকে তিনি যখন অনেকদূরে তখন কাকাবাবু মুজাফর আহমেদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের যে সাক্ষ্য পাওয়া যায়, তাতে বামপন্থী আন্দোলনের শুরুর এই সময়কালে (১৯৩৮-৩৯) মামজোয়ানে রাজনৈতিকভাবে এতটা এগিয়ে থাকা মানুষ হিসেবে মহাদেব সরকার ছাড়া আর কাউকে কল্পনা করাও মুশকিল। ফলে এই কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে বিপ্লবী মহাদেব সরকারের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার কথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। কৃষকদের প্রতিপক্ষ হিসেবে কেরু এণ্ড কোম্পানিকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হলেও জমিদারদের বংশধর সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কথা ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত বলেননি। কিন্তু এলাকার পরিচয় বুঝে এটা চিহ্নিত করা অসম্ভব নয়। স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে মামজোয়ান পরগণার জমিদারী কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির হাত থেকে বারহাট্টা বিশ্বাসদের হাতে এসে পৌঁছায়। আর মুড়াগাছার জমিদার ছিলেন বিতর্কাতীতভাবে ঘোষেরা। অন্যদিকে বগুলা কুঠিপাড়া, শিবচন্দ্রপুর, ময়ূরহাট, কৌতুকনগর, বংশীনগর, পায়রাডাঙা, গৌরনগরসহ বিভিন্ন গ্রামে নতুন জমিদার রামগোপাল চেৎলাঙ্গীর বংশধর বদ্রীনারায়ণ চেৎলাঙ্গীর দাপটে পরিত্রাহি রব তুলেছে। শক্তপোক্ত প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াইটা সহজ এবং স্বল্পসময়ের নয়, এটা বুঝতে পেরেছিলেন সংগঠকেরা। ফলে স্থায়ী আন্দোলনের সংগ্রামী শক্তি বা প্লাটফর্ম হিসেবে কৃষক সমিতি গড়ে উঠেছিল, এমন ইঙ্গিত কিন্তু রয়েছে ইন্দ্রজিৎ গুপ্তের লেখাটিতে। গড়ে তোলা হলো একটি কার্যালয়। কারণ, বিভিন্ন এলাকা থেকে কর্মীরা আসতে শুরু করেছে এবং অনেকেই আসবেন। তাঁদের থাকার জন্য আশ্রয় একটা দরকার বাগান পরিষ্কার করে একটা পরিত্যক্ত বাড়িকে ব্যবহারোপযোগী করে তোলা হলো। ইন্দ্রজিৎ লিখেছেন, "গ্রামের মাঝে জঙ্গলে-ঢাকা একটা পুরনো বাড়ী ছিলো। গ্রামবাসীরা সেই পুরনো বাড়ী কর্মীদের থাকার জন্য দিতে চাইল। দেখতে দেখতে গ্রামের ছেলে-বুড়ো সবাই দা, কুড়োল, কোদাল ইত্যাদি নিয়ে উপস্থিত হলো। আমাদের চারণদলের যিনি সর্দার তিনিই সর্বপ্রথম দা দিয়ে জঙ্গলের গায়ে আঘাত করলেন। তারপর আরম্ভ হয়ে গেলো বন আর আগাছার উপর গ্রামবাসীদের প্রবল আক্রমণ।" এভাবেই অব্যবহৃত ঘরবাড়ির ঝুল ঝেড়ে বসবাসের উপযোগী করে তোলা হলো সেদিন। আন্দোলনে মুড়াগাছায় তৈরি হওয়া অফিসটির গুরুত্ব সম্পর্কে নদিয়ার কৃষক আন্দোলনের অগ্রণী মানুষ ও এই আন্দোলনের সর্বক্ষণের নেতা কমরেড অমৃতেন্দু মুখার্জি (গদাইদা) লিখেছেন, "প্রথমে হাঁসখালী থানার মুড়াগাছা গ্রামে কৃষককর্মী অফিসকে কেন্দ্র করে হাঁসখালী থানার বিভিন্ন গ্রামে আন্দোলন গড়ে ওঠে, পরে এই আন্দোলন দর্শনাকে কেন্দ্র করে সমগ্র দামুরহুদা থানা, কৃষ্ণগঞ্জ থানার ব্যাপক অঞ্চল, চুয়াডাঙা থানার নীলমণিগঞ্জ, আলমডাঙা থানার বিভিন্ন গ্রামে প্রসারিত হয়।" আর প্রচণ্ড প্রাণস্ফূর্তির এই প্রকাশ দেখে কিশোর ইন্দ্রজিৎ অনুমান করতে পারছিলেন, "বগুলার সমস্যা অচিরে সারা বাঙলার সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে।" এবং তিনি মনে করেছিলেন, "এই সমস্যার সমাধান হবে জনসাধারণের অন্তর্নিহিত শৌর্যকে জাগিয়ে তোলার পথে এবং শৌর্যের এই জাগরণ একান্তভাবেই নির্ভর করছে মধ্যবিত্ত সমাজের শিক্ষিত যুবকদের সঙ্গে গ্রামের জনসাধারণের মিলনের উপরে।" বলা বাহুল্য, এই ভাবনার বাস্তবায়ন হতে খুব বেশিদিন আমাদের দেরি করতে হয়নি। অতীত এবং চলমান বাস্তবতা অচিরেই এনে দিয়েছিল দাবি আদায়ের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হবার চেতনা। বলা যেতে পারে নদিয়া জেলার বামপন্থী চেতনাসমৃদ্ধ কৃষক আন্দোলনের সূত্রপাত হলো এখানেই, মুড়াগাছার সেই অচিহ্নিত 'কৃষককর্মী' অফিসটিই হয়ে উঠলো বগুলার বাম আন্দোলনের সূচনাপীঠ।

৩

নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও বিদ্রোহ ঘোষণার মধ্য দিয়ে অত্যাচার ও অত্যাচারীর মুখোমুখি দাঁড়াবার একটা উত্তরাধিকার নদীয়ার মাটি বোধহয় অর্জন করেছিল অনেক আগেই। রক্তের মধ্যে কথা বলে গেছে বারবার সেই ভাষা। ১৮৭০-এ পাবনা প্রজাবিদ্রোহের আঁচ এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল লাগোয়া নদিয়া জেলার কুষ্টিয়া অঞ্চলে। লক্ষ্যনীয় বিষয় ১৯২০ সালেই; অর্থাৎ নীল বিদ্রোহের মাত্র ষাট বছরের মুখে জেলার কৃষকদের সংগঠিত হতে দেখা যাচ্ছে। ১৯২০ সালে দামুরহুদা থানার কাপাসডাঙাতে বলা যায় কৃষকের সংগঠন গড়ে তোলার প্রথম প্রক্রিয়া শুরু হয় পাদ্রী ফাদার রাবেত-এর নেতৃত্বে। উত্তর-পূর্ব নদিয়ার কুষ্টিয়া অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকা থেকে বেশিরভাগ কৃষক এই সম্মেলনে যোগদান করেন, এবং বলা যায় নদিয়া জেলার কৃষক আন্দোলনের এটাই প্রথম বিশশতকীয় উদ্যোগ। ফাদার বারেত এই সম্মেলনে কৃষকদের সংগঠিত হবার আহ্বান জানিয়েছেন বারবার, এবং লক্ষ্য করা গেছে গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠছে 'কৃষক সমিতি'র সংগঠন। কিন্তু এই সংগঠনের কর্মপ্রয়াস কতদিন পর্যন্ত চলেছিল, স্পষ্টভাবে তা বলা যাচ্ছে না।

অনেকটাই রাজনৈতিক সাংগঠনিক উদ্যোগে বঙ্গীয় প্রজা সম্মেলনের জন্ম ১৯২৫ সালে। তার দ্বিতীয় অধিবেশন বসে নদিয়ার কৃষ্ণনগর শহরে ১৯২৯-এর ৩-৪ ডিসেম্বর। প্রধান উদ্যোক্তা হেমন্তকুমার সরকার। এই অধিবেশনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গীয় বিধান পরিষদে প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনীতে রায়ত, কৃষক ও প্রজার মতামত প্রদানের অধিকার প্রতিষ্ঠা। বলা যায় এই ১৯২৯-এই নদিয়ার কৃষক আন্দোলনের মধ্যে একটা অভিমুখ পরিবর্তনের সূচনা ঘটে যায় বলা চলে। এই বৎসরের ফেব্রুয়ারি মাসে কুষ্টিয়ায় যে কৃষক সম্মেলন হয় মূলত কমিউনিস্ট কর্মী ও নেতাদের উদ্যোগে, সেখানে যোগ দেন গ্রেট বৃটেন কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম সদস্য ফিলিপ স্প্রাট। এই সম্মেলনে জননেতা হেমন্তকুমার সরকার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মুজাফফর আহমেদ, কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও ত্রিপুরার কৃষক নেতা ওয়াসিমউদ্দিন। এই সম্মেলনে 'বঙ্গীয় কৃষক লীগ' গঠনের সিদ্ধান্ত হলেও মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হিসেবে মুজাফফর আহমেদ ও অন্য কয়েকজন কমিউনিস্ট কর্মী গ্রেফতার হবার জন্য সেই সিদ্ধান্ত ফলপ্রসূ করা যায়নি। তখনও সারা ভারত কৃষক সভা তৈরি হয়নি বটে, কিন্তু বাংলার কমিউনিস্ট কর্মীরা কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারে নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা চালিয়ে গেছেন এবং তার ফলশ্রুতিতে মেদিনীপুরের ঘাটালে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে কৃষকনেতা বঙ্কিম মুখার্জির সভাপতিত্বে কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এখানেও নদিয়া জেলার কুষ্টিয়া থেকে হেমন্তকুমার সরকারের উদ্যোগে কৃষক প্রতিনিধিদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে।

১৯৩৬ সালে সারা ভারত কৃষক সভা প্রতিষ্ঠিত হবার মধ্য দিয়ে ভারতের কৃষক আন্দোলনে একটা রাজনৈতিক অভিপ্রায় যুক্ত হয় বলা যেতে পারে। ১৯৩৭-এ বাঁকুড়ার পাত্রসায়রে অনুষ্ঠিত হয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন, সারা ভারত কৃষক সভার পতাকাতলে। তখন পর্যন্ত নদিয়া জেলার কৃষকরা এই সংগঠনের পতাকাতলে সংগঠিত হয়নি ঠিক, কিন্তু কর্মীরা নিজেদের উদ্যোগে সম্মেলনে প্রতিনিধি পাঠান। ১৯৩৮ সালের ২-৩ ডিসেম্বর হুগলির বড়া গ্রামে কৃষক সভার দ্বিতীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের পরে ১৯৩৮ সালেই কুষ্টিয়ার মোমিনপুর গ্রামে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা, নদিয়া জেলার প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নদিয়া জেলার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে ঘটনাটি গুরুত্বপূর্ণ। নদিয়া জেলার কৃষক আন্দোলনের এই তারিখ ও স্থান নিয়ে কিঞ্চিৎ মতান্তর লক্ষ্য করা যায়। মোহিত রায় 'নদীয়া কাহিনী' সম্পাদনা করতে গিয়ে সংযোজন অংশে তারিখটি বলেছেন ডিসেম্বর ১৯৩৮। কিন্তু অমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "নদিয়া জেলা কৃষক সম্মেলন সংগঠিত হয় ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, তিলকপুর গ্রামে।" তিনি খুব স্পষ্টভাবে লিখেছেন, "তিলকপুর জেলা কৃষক সম্মেলনে নদিয়া জেলা কৃষক সমিতি গঠিত হয়। ব্রহ্মনগর গ্রামে কৃষক সমিতির অফিস খোলা হয়।" নির্বাচিত জেলা কমিটিতে ছিলেন সভাপতি : সুশীল চ্যাটার্জি, সহসভাপতি : পূর্ণ পাল, অনন্ত ঘোষ, সদরুদ্দিন বিশ্বাস, মাধবেন্দু মোহন্ত; সম্পাদক : অমৃতেন্দু মুখার্জি, সহ-সম্পাদক : বিপুল পাল, মুরারী গোস্বামী; কোষাধ্যক্ষ : অমিয় রায়। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার অন্যতম নেতা কমরেড আব্দুল মোমিন। সম্মেলনে কৃষকদের উৎসাহ সম্পর্কে অমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'ছয় জোড়া (১২ বলদের) গাড়িতে কমরেড আব্দুল মোমিনকে সম্মেলনে আনা হয়।' নদীয়া জেলার প্রথম কৃষক সম্মেলনের সাল-তারিখ ও সময় নিয়ে যে বিভ্রান্তি সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই আমরা জেলার প্রথম সম্পাদক অমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায়ের প্রদত্ত তথ্যকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। এবং কোনো সংশয় নেই, জেলার এই সম্মেলন জেলার কৃষক আন্দোলনে একটা ধারাবাহিক আন্দোলনের পরম্পরায় সংগঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলনের আগে আগেই নবদ্বীপ থানার মাজদিয়া, সজিনপুর, তিওড়খালি, বামনপুকুর এবং কোতোয়ালি থানার ব্রহ্মনগর, উসিদপুর, নিজামপুর, কাশীবাস, গঙ্গাবাসে সংগঠিত হয়েছে তাদের দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে। গঙ্গার চরজমিতে কৃষকের দখল প্রতিষ্ঠা, হাট-বাজারে আইন বহির্ভূত তোলা আদায় বন্ধ করা, আবাদী জমির জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি। এই সঙ্গে যুক্ত হয় মৎস্যজীবীদের দাবি, শ্লোগান ওঠে 'জাল যার, জল তার।' জঙ্গি আন্দোলন গড়ে ওঠে চাপড়া থানার তিলকপুর, পুকুরিয়া, মহৎপুর, জামিরডাঙায়। এবং অবশ্যই হাঁসখালি থানার মুড়াগাছায়।

কিন্তু মুড়াগাছার কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠার ইতিহাস কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। প্রথমত কেরু এণ্ড কোম্পানির চিনিকল মালিক ও জমিদারদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এখানে কৃষকদের এতকালের অধিকারে হাত পড়ে। আক্রমণটা তাৎক্ষণিক এবং সরাসরি। দ্বিতীয়ত, প্রথমদিকে এই আন্দোলন ছিল এই এলাকার কৃষকদের নিজস্ব উদ্যোগ, এবং সীমাবদ্ধ ছিল ছোট্ট এলাকার মধ্যেই। পরবর্তীতে কমিউনিস্ট কর্মীরা ও জেলার কৃষক আন্দোলনের কর্মীরা এই আন্দোলনে যুক্ত হয়ে গোটা জেলাব্যাপী না হলেও জেলার একটা বৃহৎ অংশে ছড়িয়ে দিতে পারে। কেরু এণ্ড কোম্পানির ভূমিকার মধ্যে দেখা গেল, তাঁরা স্থানীয় জমিদার ও জোতদারদের কাছ থেকে আবাদী জমি মালিকানা স্বত্ব খরিদ করে আখচাষের ফার্ম তৈরি করার জন্য দখল নেয়। যেসব জমিতে চাষীর নিজস্ব স্বত্ব ছিল, সেগুলো; বিশেষ করে বাগানগুলো ধ্বংস করে আখচাষের জন্য চাষযোগ্য করে তোলে। কিন্তু কোনো ক্ষতিপূরণ তাঁরা দিতে রাজি নন, ন্যায্য দরে আখের বীজ প্রদানের ব্যবস্থা করবেন না এবং দাদনের টাকার সুদের নির্দিষ্ট পরিমাণ ঠিক করবেন না। এই আক্রমণ আকস্মিক এবং প্রত্যক্ষ। এই প্রত্যক্ষ আন্দোলনে কৃষক সভার জেলার কর্মী ও নেতারা যুক্ত হয়ে দর্শনা চিনিকলের সঙ্গে পরোক্ষভাবে যুক্ত চাষীদের এলাকায় ছড়িয়ে দেন। অমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায় কৃষক সভার জেলা সম্পাদক হিসেবে ছিলেন আন্দোলনের সর্বক্ষণের দায়িত্বে। সঙ্গে ছিলেন সন্তোষ পাল, বিমল পাল, পাঁচু বিশ্বাস, ধীরেন দাশগুপ্ত প্রমুখ।

দেখা যায় একটা পর্যায়ে মুড়াগাছার কৃষক আন্দোলন যেমন মুড়াগাছা এলাকায় যেমন সীমাবদ্ধ নেই, তেমনই তা শুধু কৃষকের আন্দোলন হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে না। তা ক্রমশ কৃষক ও শ্রমিকদের যৌথ আন্দোলন হিসেবে একটা স্বতন্ত্র চেহারা নিতে শুরু করেছে। কেরু এণ্ড কোম্পানির চিনিকলে ততদিনে গড়ে উঠেছে কারখানা শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন। ফলে দুই শক্তির সমবেত আন্দোলনের ফলে কৃষকদের দাবির বেশিরভাগটাই আদায় হয় এবং শ্রমিকদের বেশকিছু দাবিও মেনে নেওয়া হয়। আন্দোলনের সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে সংগঠন শক্তিশালী করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দিকটা লক্ষ্য রেখে ১৯৩৯-এর জুন মাসে দর্শনাতে অনুষ্ঠিত হয় নদিয়া জেলা কৃষক সমিতির বিশেষ কনভেনশন। এই কনভেনশনে মোজাফফর আহমেদ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জ্যোতি বসু, মহম্মদ ইসমাইল প্রমুখ প্রকৃত প্রস্তাবে মুড়াগাছা কৃষক অফিসকে কেন্দ্র করে যে উদ্দীপনা তৈরি হয়, তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত নদিয়া জেলার কৃষক আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে কুষ্টিয়া মহকুমার হরিনারায়ণপুরে জেলা কৃষক সভার দ্বিতীয় সম্মেলনের মধ্য দিয়ে যার নতুন পর্বের সূচনা বলা যায়। ঘটনা পরম্পরা নিশ্চিত করে যে সারা ভারত কৃষক সভার কোনো জেলা সংগঠন গড়ে ওঠার আগেই বগুলার কুশোর বিদ্রোহ সংঘটিত হয় বামপন্থী কম্যুনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্বে। জেলার বাম কৃষক আন্দোলনে এই বিদ্রোহ 'ভ্যানগার্ড'।

মঙ্গলবার আগরতলায় বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে প্রচারণার বাহন চালু করল টিসিপিসিআর। ছবি নিজস্ব।

মিজোরামে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ১,০৪৭ কোটির বেশি টাকার মাদক বাজেয়াপ্ত

আইজল, ১৭ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে মিজোরামে ১,০৪৭ কোটিরও বেশি মূল্যের মাদকদ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের রাজ্যপাল ভিজয় কুমার সিং (অবসরপ্রাপ্ত)। পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ অবৈধ সুপারি, মদ, আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক ও জাল মুদ্রা উদ্ধার হয়েছে এবং বহু গ্রেপ্তারি হয়েছে।

মঙ্গলবার নবম মিজোরাম বিধানসভার ষষ্ঠ অধিবেশনের (বাজেট অধিবেশন) সূচনা দিনে ভাষণ দিতে গিয়ে রাজ্যপাল বলেন, সক্রিয় পুলিশি তৎপরতা ও নিরবচ্ছিন্ন নজরদারির ফলে ২০২৫-২৬ সালে রাজ্যের সামগ্রিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ ছিল। আন্তঃরাজ্য ও আন্তর্জাতিক সীমান্তে আসাম রাইফেলস ও বিএসএফের সঙ্গে সমন্বয়ে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে বলেও তিনি জানান।

রাজ্যপাল বলেন, মাদক পাচার ও নেশাজাত দ্রব্যের অপব্যবহার এখনও সরকারের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। আবগারি ও মাদকদ্রব্য দফতরের ধারাবাহিক অভিযানে চলতি অর্থবর্ষে ৬৫২ জন মাদক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে ৪৮৭.১২৮ কেজি নিষিদ্ধ মাদক এবং ৩৫টি গাঁজা গাছ।

মিজোরাম মদ (নিষেধ) আইন, ২০১৯ কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ২০২৫ সালের ৬ অক্টোবর সংশোধনী আইন ও বিধি জারির পর ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ৪,৫৩২ জনকে গ্রেপ্তার এবং ৪,৯১৫টি মামলা রুজু হয়েছে।

স্বাস্থ্যখাতে সাফল্যের কথা তুলে ধরে রাজ্যপাল জানান, আয়ুষ্মান কার্ডের আওতায় ১০০ শতাংশ কভারেজ অর্জন করেছে মিজোরামএর ফলে ২.২২ লক্ষ পরিবার ও ৫.৯১ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত হয়েছেন।

এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত পর্যটকের সংখ্যা রেকর্ড ৬, ৭৯,৬০৭-এ পৌঁছেছে, যার মধ্যে ৯,৬০৬ জন বিদেশি পর্যটক। এতে উত্তর-পূর্বে দ্রুত বর্ধনশীল পর্যটন গন্তব্য হিসেবে মিজোরামের অবস্থান আরও শক্ত হয়েছে।

ক্রীড়াক্ষেত্রে 'এমপাওয়ারিং মিজোরাম স্পোর্টস' কর্মসূচির অধীনে অলিম্পিক সম্ভাবনাময় আটটি শাখাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। ১৫ জানুয়ারি ২০২৬-এ ক্রীড়া ও শারীরিক শিক্ষার প্রসারে 'সেরা উদীয়মান রাজ্য' পুরস্কারও পেয়েছে মিজোরাম। এছাড়া ইন্ডিয়া স্কিলস নর্থইস্ট আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা ২০২৫-২৬-এ সামগ্রিক চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রাজ্যটি। ইন্ডিয়াএআই-এর সহযোগিতায় ডেটা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ল্যাব স্থাপন করা হচ্ছে, যেখানে আগামী তিন বছরে ৩৬০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

রাজ্যপাল জানান, সম্পত্তি কার্ড বিতরণে উত্তর-পূর্বে প্রথম হয়েছে মিজোরাম। আইজল জেলায় ইতিমধ্যে ৪,০৪১টি কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। সাইতুয়াল, কোলাসিব ও খাওজাওল জেলার ৭১টি গ্রামে আরও ১০,৪০১টি কার্ড বিতরণের কাজ চলছে। চলতি অর্থবর্ষে এমজিএনরেগার অধীনে সক্রিয় জব কার্ডধারীদের গড়ে ৫৭.৫৯ দিন কর্মসংস্থান দেওয়া হয়েছে।

গ্রামীণ উন্নয়নে 'প্রজেক্ট রোটলিং — হমাসাওনা রহবি থার'-এর অধীনে ১৫টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ)-এ অনুমোদিত ২৯, ৯৬৭টি বাড়ির মধ্যে ২৫,৩০৩টির নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৩০টি নতুন পঞ্চায়েত ভবনের কাজ চলছে। রাজ্যের ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প 'মিজোরাম বানাহ কাইহ' (হ্যান্ড হোল্ডিং স্কিম)-এর দ্বিতীয় পর্যায় বাস্তবায়নাধীন।

মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ প্যাকেজ সাধারণ মানুষের কাছে আরও সহজলভ্য করতে সহায়তার ঊর্ধসীমা কমিয়ে ৫০ হাজার টাকা করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

গত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫-এ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৈরাবি-সাইরাং নতুন রেললাইন উদ্বোধন করেন। এই প্রকল্পের ফলে প্রথমবারের মতো আইজল ভারতের রেল মানচিত্রে স্থান পেয়েছে, যা বহুমুখী উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

এছাড়া ২০ মে ২০২৫-এ মিজোরামকে দেশের প্রথম পূর্ণ সাক্ষর রাজ্য (পঠন ও লিখন দক্ষতার নিরিখে) ঘোষণা করা হয়েছে বলেও রাজ্যপাল জানান। বাজেট অধিবেশন চলবে আগামী ১৬ মার্চ পর্যন্ত।

পাঞ্জাবে 'মঞ্চস্থ এনকাউন্টার'-এ ৯২৪ জন নিহত, বিচারবহির্ভূত হত্যার অভিযোগ: এইচআরসিপি

ইসলামাবাদ, ১৭ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে গত বছর 'মঞ্চস্থ এনকাউন্টার'-এর মাধ্যমে ৯২৪ জন সন্দেহভাজনকে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে পাকিস্তানের মানবাধিকার কমিশন (এইচআরসিপি)। সংগঠনটি পাঞ্জাবের ক্রাইম কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্ট (সিসিডি)-এর বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে বিচারবহির্ভূত হত্যার নীতি অনুসরণের অভিযোগ এনে তীব্র নিন্দা জানিয়েছে।

বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন উদ্ধৃত করে এইচআরসিপি জানায়, ২০২৫ সালের আট মাসে সিসিডি-নেতৃত্বাধীন অন্তত ৬৭০টি এনকাউন্টার নথিভুক্ত হয়েছে। এতে ৯২৪ জন সন্দেহভাজনের মৃত্যু হয়েছে, একই সময়ে নিহত হয়েছেন দু'জন পুলিশকর্মীও।

সংগঠনটির বক্তব্য, প্রতিদিন গড়ে দু'টিরও বেশি প্রাণঘাতী নকাউন্টার এবং বিভিন্ন জেলায় একই ধরনের অভিযান-পদ্ধতি অনুসরণএসব থেকে বোঝা যায় এটি বিচ্ছিন্ন অনিয়ম নয়, বরং প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা। তাই ঘটনাগুলির উপর জরুরি ভিত্তিতে উচ্চ পর্যায়ের বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে।

এইচআরসিপি আরও জানায়, নিহতদের পরিবারগুলির মধ্যে ভয়ের পরিবেশ বিরাজ করছে। এক পরিবার অভিযোগ করেছে, পুলিশ দ্রুত দাফন সম্পন্ন করতে চাপ দেয় এবং মামলা এগোলে পরিবারের অন্য সদস্যদেরও হত্যা করা হতে পারে বলে হুমকি দেয়। সংগঠনের মতে, এ ধরনের ভয় দেখানো নিজেই ফৌজদারি অপরাধ এবং ন্যায়বিচার প্রক্রিয়ায় বড় বাধা।

সংগঠনটি উল্লেখ করে, অপরাধ দমনের পদ্ধতি হিসেবে 'পুলিশ এনকাউন্টার'-এর দীর্ঘ ও উদ্বেগজনক ইতিহাস রয়েছে পাকিস্তানে। বিশেষত পাঞ্জাব ও সিন্ধ প্রদেশে বিভিন্ন সময় প্রাদেশিক সরকারগুলি অপরাধ, জঙ্গিবাদ বা বিচারব্যবস্থার অকার্যকারিতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের যুক্তিতে এ ধরনের পদক্ষেপকে সমর্থন করেছে।

তবে পাকিস্তানের আদালত, নাগরিক সমাজ ও মানবাধিকার সংস্থাগুলি বারবার বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, জবাবদিহিতার অভাব এবং সংবিধানের ৯ অনুচ্ছেদে নিশ্চিত জীবনের অধিকারের লঙ্ঘন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বলে জানায় এইচআরসিপি।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সিসিডির অভিযান জাতিসংঘের আইনপ্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের বল ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের মৌলিক নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সেখানে বলা আছে, প্রাণঘাতী বলপ্রয়োগ অবশ্যই চূড়ান্ত প্রয়োজনীয় ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে এবং লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে দায়ীদের জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে।

এইচআরসিপি দাবি করেছে, সিসিডির প্রায় সব প্রেস বিজ্ঞপ্তি ও এফআইআরে একই বয়ান দেখা যায়সন্দেহভাজনরা আগে গুলি চালিয়েছে, পুলিশ আত্মরক্ষায় গুলি চালিয়েছে এবং নিহতরা 'পাকা অপরাধী'। অধিকাংশ ঘটনায় একই বয়ান পুনরাবৃত্ত হওয়ায় এটি পরিকল্পিত বার্তা বলেই মনে হচ্ছে, স্বতন্ত্র ঘটনার ফল নয়।

সংগঠনটির মতে, তদন্ত, বিচার ও আইনি জবাবদিহি এড়িয়ে প্রাণঘাতী 'শর্টকাট' গ্রহণ করে টেকসই জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

প্রতিবেদনে অবিলম্বে সমগ্র প্রদেশে সব ধরনের এনকাউন্টার অভিযান স্থগিতের (মরাটোরিয়াম) আহ্বান জানানো হয়েছে, যতক্ষণ না পূর্ণাঙ্গ আইনি সুরক্ষা ও স্বাধীন নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে।

এইচআরসিপি সতর্ক করে বলেছে, বাধ্যতামূলক স্বাধীন তদন্ত, দায়ীদের জবাবদিহি ও সাংগঠনিক সংস্কারসহ অবিলম্বে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা না নিলে রাষ্ট্রীয় সহিংসতার স্বাভাবিকীকরণ পাকিস্তানের আইনব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের ভাবমূর্তিকে স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

গুজরাটে ১৮২ কোটির বহু-রাজ্য সাইবার জালিয়াতি চক্র ভেঙে চার গ্রেপ্তার

গান্ধিধাম, ১৭ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): গুজরাটের পূর্ব কচ্ছের সাইবার ক্রাইম পুলিশ ১৮২ কোটিরও বেশি টাকার বহুরাজ্য সাইবার জালিয়াতির একটি সংগঠিত 'মিউল অ্যাকাউন্ট' চক্রের হদিস পেয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ৮১টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ১৮২,৩৭, ৬৮,৮৬২ টাকা লেনদেন করা হয়েছে।

এই ঘটনায় যশ ভাটিয়া, সিদ্ধার্থ সোনি, সাহিল শর্মা এবং অলপেশ লুহারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আরও এক অভিযুক্ত অন্য একটি মামলায় হিম্মতনগর জেলে বন্দি রয়েছে। ইন্দ্রুভা জাদেজা, বিশ্বরাজসিংহ ওরফে বিশ্বুভা বালুভা জাদেজা, বিজয় রানা এবং হার্দিক রাজগোর নামে চার অভিযুক্ত পলাতক।

পূর্ব কচ্ছের পুলিশ সুপার সাগর বাগমার জানান, গান্ধিধাম সাইবার ক্রাইম থানায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস)-এর একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। তাঁর কথায়, "এই চক্রটি মিউল অ্যাকাউন্ট খুলে প্রতারণার টাকা বিভিন্ন জনের মধ্যে কমিশনের ভিত্তিতে বণ্টন করত। মূল অভিযুক্ত যশ ভাটিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন দল গঠন করে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হতো।" তদন্তে উঠে এসেছে, চক্রটি বিভিন্ন গ্রামের দরিদ্র, স্বল্পশিক্ষিত ও আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষদের কমিশন ও বেশি আয়ের প্রলোভন দেখিয়ে টার্গেট করত। তাদের পরিচয়পত্র ব্যবহার করে গান্ধিধাম ও আদিপুরে দোকান ভাড়া নেওয়া হয় এবং তাদের অজান্তেই সংস্থার নামে ফার্ম খোলা হয়। ওই ব্যক্তিদেরই মালিক (প্রোপ্রাইটর) হিসেবে দেখানো হতো।

পুলিশ জানায়, এক কর পরামর্শকের মাধ্যমে উদ্যম রেজিস্ট্রেশন করানো হয় এবং ভুয়ো বিল তৈরি করে আর্থিক লেনদেন সহজ করা হতো। প্যান ও আধার কার্ডের তথ্য ব্যবহার করে বিভিন্ন ব্যাঙ্কে সেভিংস ও কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খোলা হয়। নতুন সিম কার্ড ও ব্যাঙ্ক কিট সংগ্রহ করে সেই অ্যাকাউন্টগুলি পরিচালনা করা হতো।

কিছু দোকানের ক্ষেত্রে বিক্রয় চুক্তি ছিল, কিছু ক্ষেত্রে ছিল না। তবে অ্যাকাউন্ট খোলা ও পরিচালনার জন্য কমিশন নেওয়া হতো বলে অভিযোগ। পরে এই অ্যাকাউন্টগুলির মাধ্যমে দেশজুড়ে সাইবার জালিয়াতির টাকা গ্রহণ ও স্থানান্তর করা হতো। চক্রের সদস্যরা ব্রোকার বা কমিশন এজেন্ট হিসেবে কাজ করত।

মোট জমাকৃত টাকার মধ্যে ৫, ০০,৫৩২ টাকা চেকের মাধ্যমে তোলা হয়েছে, যা প্রতারণার অর্থ জেনেও নিজেদের কাছে রাখা হয়েছিল বলে দাবি পুলিশের।

জাতীয় সাইবার অপরাধ রিপোর্টিং পোর্টাল 'সমন্বয়'-এ অনুসন্ধানে দেখা গেছে, এই অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে দেশজুড়ে ৭৪টি অভিযোগ নথিভুক্ত রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, দিল্লি, হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশ-সহ একাধিক রাজ্যে এই চক্র সক্রিয় ছিল বলে অভিযোগ।

তদন্তে আরও জানা গেছে, রাপার, আদেসর, ভুজ ও ওয়াঙ্কানারের বাসিন্দাদের নামে ফার্ম খোলা হয়েছিল, যাঁদের অনেকেই জানতেন না যে তাঁদের নামে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে।

পুলিশ একাধিক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করেছে এবং নথিপত্র ও পাঁচটি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করেছে। ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

চা-জনজাতি ও আদিবাসীদের জন্য সরকারি চাকরিতে ৩ শতাংশ সংরক্ষণ অনুমোদন করল অসম মন্ত্রিসভা

গুয়াহাটি, ১৭ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : হিমন্ত বিশ্ব শর্মা-র নেতৃত্বাধীন অসম মন্ত্রিসভা মঙ্গলবার চা-জনজাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য রাজ্যের ক্লাস-জ্জ এবং ক্লাস-জ্জজ্জ সরকারি চাকরিতে ৩ শতাংশ সংরক্ষণ অনুমোদন করেছে। দীর্ঘদিন ধরে প্রান্তিক অবস্থানে থাকা এই সম্প্রদায়ের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

দিসপুরে অবস্থিত অসম বিধানসভা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতদিন চা-জনজাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য ক্লাস-জ্জজ্জজ্জ ও ক্লাস-জ্জঝপদে সংরক্ষণ থাকলেও, এবার তা উচ্চপদস্থ সরকারি পরিষেবাতেও সম্প্রসারিত হল।

মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান, এই পদক্ষেপের মাধ্যমে নীতি-নির্ধারণ ও প্রশাসনিক স্তরে চা-জনজাতি ও আদিবাসী যুবকদের প্রতিনিধিত্ব বাড়বে। অসমের অর্থনীতিতে, বিশেষত চা শিল্পে, উল্লেখযোগ্য অবদান থাকা সত্ত্বেও এই সম্প্রদায় দীর্ঘদিন ধরে উচ্চপদে পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব পায়নি বলেও তিনি উল্লেখ করেন।মন্ত্রিসভার মতে, ক্লাস-জ্জ ও ক্লাস-জ্জজ্জ পদে সংরক্ষণ চালু হলে শিক্ষিত যুবকদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি হবে, উচ্চশিক্ষায় উৎসাহ বাড়বে এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈষম্য কমাতে সহায়ক হবে।

এছাড়াও, ২০২৬—২৭ অর্থবর্ষের প্রাথমিক মাসগুলির জন্য ভোট-অন-অ্যাকাউন্ট বাজেট বিবৃতি বিধানসভায় পেশের অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা।

একই সঙ্গে, ''মুখ্যমন্ত্রী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান' (এমএমইউএ) প্রকল্পের অধীনে আরও ১,০৭,৫৩২ জন যোগ্য মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর (এসএইচজি) সদস্যকে উদ্যোক্তা মূলধন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রেও একাধিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। কার্বি আংলংয়ের লাংভোকুতে দ্বিতীয় সৈনিক স্কুল নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, যা প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের ডিপিআর অনুমোদনের পর চূড়ান্ত হয়েছে। এছাড়া, ধেমাজি জেলায় ৩১ বিঘারও বেশি জমি ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য আসাম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন-এর অনুকূলে বন্দোবস্তের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

জোরহাটের বরভেটি ক্যাম্পাসের সমন্বিত উন্নয়নের জন্য ২০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে, যাতে ঐতিহ্যভিত্তিক পর্যটনকে উৎসাহ দেওয়া যায়। পাশাপাশি, স্কুল শিক্ষকদের অর্জিত ছুটি বাড়িয়ে ১৫ দিন করা এবং অসম কৃষি পরিষেবা বিধিতে সংশোধন এনে পদোন্নতির নিয়ম শিথিল করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন, এই সমস্ত সিদ্ধান্ত সামাজিক ন্যায়, কর্মসংস্থান, পরিকাঠামো উন্নয়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির প্রতি রাজ্য সরকারের অঙ্গীকারকেই তুলে ধরে।

সাত এআরও-র চাকরি যাবে না, অন্য দফতরে কাজে লাগানো হবে: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় গাফিলতির অভিযোগে ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) কর্তৃক সাময়িক বরখাস্ত হওয়া সাতজন সহকারী নির্বাচন নিবন্ধন আধিকারিক (এআরও)-এর চাকরি যাবে না বলে জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মঙ্গলবার দুপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "ওঁদের আর কোনও নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্বে রাখা হবে না। তবে রাজ্য সরকার অন্য দফতরে তাঁদের কাজে লাগাবে। আমি নিশ্চিত, সেখানে তাঁরা ভালো কাজ করবেন।"

এদিন তিনি ইসিআই-র বিরুদ্ধে একতরফাভাবে পদক্ষেপ নেওয়ার অভিযোগও তোলেন। তাঁর দাবি, বরখাস্ত হওয়া আধিকারিকদের নিজেদের বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেওয়া হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "কমিশন লাগাতার নির্বাচন আধিকারিকদের হুমকি দিচ্ছে এবং রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারে হস্তক্ষেপ করছে। কমিশনকে আরও গণতান্ত্রিকভাবে কাজ করার অনুরোধ করছি।অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের (সিইও) দফতরের এক সূত্র দাবি করেছে, এসআইআর সংক্রান্ত ইসিআই নির্ধারিত নির্দেশিকা লঙ্ঘনের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়াতেই ওই সাত এআরও-কে বরখাস্ত করা হয়েছে। সূত্রের বক্তব্য, "কাউকে অবাধ ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। বারবার গাফিলতির অভিযোগে আইনানুগ বিধান মেনেই তাঁদের সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।"

সিইও দফতরের ওই সূত্র আরও জানায়, এসআইআর প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত পর্যবেক্ষক ও মাইক্রো-অবজারভাররা সংশ্লিষ্ট এআরও-দের সতর্ক করেছিলেন। "কিন্তু সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে তাঁরা নিজস্ব পদ্ধতিতে কাজ চালিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত তাঁদের বরখাস্ত করতে হয়েছে," বলে দাবি ওই সূত্রের।এদিন মুখ্যমন্ত্রী আরও অভিযোগ করেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে প্রকৃত ভোটারদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। তিনি সরাসরি নাম না করে ইসিআই-র তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের এক শীর্ষ আধিকারিকের বিরুদ্ধেও ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বিজেপি দ্বারা রোপিত এক মহিলা আধিকারিক এআই ব্যবহার করে প্রকৃত ভোটারদের নাম মুছে দিচ্ছেন। এই বিষয়ে সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশও মানা হচ্ছে না।"

তাঁর আরও অভিযোগ, অন্যান্য রাজ্যে যে নথিগুলি পরিচয়পত্র হিসেবে গ্রহণযোগ্য, পশ্চিমবঙ্গে সেগুলি মানা হচ্ছে না। "পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সবকিছু আলাদাভাবে করা হচ্ছে," বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

মানহানি মামলা: দোষী সাব্যস্তের বিরুদ্ধে সঞ্জয় রাউতের আপিল শুনানি স্থগিত মুম্বই আদালতে

মুম্বই, ১৭ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): শিবসেনা (ইউবিটি) সাংসদ সঞ্জয় রাউত-এর দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বিরুদ্ধে দায়ের করা আপিলের শুনানি মঙ্গলবার স্থগিত করল মুম্বইয়ের একটি সেশনস কোর্ট। প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ কিরিট সোমাইয়া-র স্ত্রী মেধা কে. সোমাইয়া দায়ের করা মানহানি মামলায় এই আপিল করা হয়েছিল।সেশনস কোর্টে মেধা সোমাইয়ার পক্ষে কোনও আইনজীবী উপস্থিত না থাকায় শুনানি পিছিয়ে দেওয়া হয়। রাউতের আইনজীবী মনোজ পিঙ্গলে জানান, "আজ চূড়ান্ত শুনানি হওয়ার কথা ছিল। তবে প্রতিপক্ষের কেউ উপস্থিত হননি। আমরা বাকি যুক্তি উপস্থাপন করেছি এবং সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ভিত্তিতে কিছু নজির পেশ করেছি। এখন মাননীয় বিচারক যে সিদ্ধান্ত দেবেন, আমরা তা মেনে নেব।"উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাজগাঁও মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ২০২২ সালে দায়ের হওয়া মানহানি মামলায় রাউতকে দোষী সাব্যস্ত করে ১৫ দিনের কারাদণ্ড এবং ২৫,০০০ টাকা জরিমানা করে। পরে তিনি আদালতে আবেদন জানালে তাঁর জেল-সাজা স্থগিত করা হয় এবং আপিল করার সুযোগ দিয়ে জামিন মঞ্জুর করা হয়।মেধা সোমাইয়ার আইনজীবী বিবেকানন্দ গুপ্তা জানিয়েছিলেন, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০০ ধারায় রাউতকে দোষী সাব্যস্ত করে ১৫ দিনের কারাদণ্ড ও ২৫,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়েছে।

দুই বছর আগে দায়ের হওয়া এই মানহানি মামলার সূত্রপাত রাউতের করা একটি অভিযোগকে কেন্দ্র করে। তিনি মিরা রোড (ঠানে)-এ একটি শৌচালয় নির্মাণ প্রকল্পে ১০০ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন, যা সোমাইয়া দম্পতির পরিচালিত একটি এনজিওর সঙ্গে যুক্ত বলে দাবি করেছিলেন। তবে অভিযোগের পক্ষে প্রয়োজনীয় নথি তিনি আদালতে পেশ করতে পারেননি।মুম্বইয়ের রুইয়া কলেজের জৈব রসায়নের অধ্যাপক মেধা সোমাইয়া তাঁর ও তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে "মানহানিকর অভিযোগ"-এর জেরে রাউতের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। সোমাইয়া দম্পতি প্রথমে মুলুন্ড থানায় অভিযোগ দায়ের করেন, পরে মাজগাঁও মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মানহানি মামলা করেন। তাঁদের দাবি, "এক টাকাও দুর্নীতি হয়নি।"দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর রাউত দাবি করেন, তিনি সরকারি নথির ভিত্তিতে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তুলেছিলেন মাত্র। "আমি কোথায় মানহানি করেছি? এটা আমাকে জেলে পাঠানোর একটি চক্রান্ত," মন্তব্য করেন তিনি।

রাউতের দণ্ডের পর এনসিপি (এসপি)-র কার্যনির্বাহী সভাপতি সুপ্রিয়া সুলে এবং শিবসেনা (ইউবিটি)-র উপনেত্রী সুষমা অন্ধারে এই মামলাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে সমালোচনা করেন।

অন্যদিকে রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করে মেধা সোমাইয়া বলেন, "আমি একজন সাধারণ গৃহবধূ, সমাজসেবা ও শিক্ষামূলক কাজে যুক্ত। কিন্তু আমার পরিবারের ক্ষতি করার চেষ্টা হলে আমি লড়াই করব। আদালতের রায়ে আমি সন্তুষ্ট। এতে ভবিষ্যতে কেউ এ ধরনের ভিত্তিহীন অভিযোগ করতে সাহস পাবে না।"

আগরতলা পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে সিবিএসই বোর্ডের পরীক্ষা শুরু। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

চিনি ছাড়াই মিষ্টি সুখ 'রাগি মোকা মিল্ক কেক'

রাগি, যাকে অনেকে নাচনি বা মাড়োয়া বলেও চেনেন, বহু প্রজন্ম ধরে ভারতীয় খাদ্যতালিকার অংশ। এই শস্যে রয়েছে প্রচুর আঁশ, যা হজম ধীর করে এবং দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখে। ফলে অকারণ খিদে কমে, ওজন কমানোতেও সাহায্য করে। রাগির গুঁড়ো ব্যবহারের জন্য কেকের গঠন হয় একটু ঘন ও ভারী, যা ছোট টুকরো করে খেতে সুবিধা হবে। লো ফ্যাট মিল্ক কেককে নরম ও মোলায়েম করে তোলে। তার সঙ্গে কফি ও কোকোর মিশ্রণের সঙ্গে গুড় বা খেজুর বাটা চিনি না থাকলেও স্বাদে একটুও ঘাটতি পড়ে না।

মিষ্টি খেতে ইচ্ছে করছে, অথচ ডায়েটের কড়া শাসন! এমন দ্বন্দ্বে অনেকেই পড়েন। মিষ্টির জন্য যাঁদের মন খারাপ তাঁরা বানাতেই পারেন রাগি মোকা মিল্ক কেক। চিনি ছাড়াই পাবেন মিষ্টির স্বাদ, আবার বাড়তি ক্যালরির ভয়ও নেই। কীভাবে বানাবেন 'রাগি মোকা মিল্ক কেক'?

উপকরণ খুবই সাধারণ রাগির আটা আধ কাপ, লো ফ্যাট মিল্ক লাগবে দেড় কাপ, সামান্য কফি ও কোকো গুঁড়ো, গুড়ের পাউডার বা খেজুর বাটা, এলাচ, এক চিমটি খাবার সোডা ও নুন। প্রথমে দুধ গরম করে তাতে কফি-কোকো পাউডার মিশিয়ে নেবেন, তারপর ধীরে ধীরে রাগি মিশিয়ে নাড়তে হবে যাতে দলা না বাঁধে। ঘন হলে এলাচ, লবণ ও গুড় বা খেজুর বাটা মেশাতে হবে। শেষে খাবার সোডা দিয়ে ভালো করে নেড়ে ঘি মাখানো পাত্রে ঢেলে আধঘণ্টা রেখে দিলেই তৈরি 'রাগি মোকা মিল্ক কেক'।

এই কেককে আরও আকর্ষণীয় করতে পারেন উপর থেকে গুঁড়ো বাদাম বা আখরোট ছড়িয়ে। সামান্য কোকো ছিটিয়েও বাড়াতে পারেন কেকের স্বাদ। কলা বা স্ট্রবেরির পাতলা টুকরো দিলে প্রাকৃতিক মিষ্টতা বাড়বে। কুমড়ো বা সূর্যমুখীর বীজ ছড়ালেও টেক্সচারে আসবে চমক। কী এই রাগি? রাগি বহু প্রজন্ম ধরে ভারতীয় খাদ্যতালিকার অংশ। এই শস্যে রয়েছে প্রচুর আঁশ, যা হজম ধীর করে এবং দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখে। ফলে অকারণ খিদে কমে, ওজন কমানোতেও সাহায্য করে। রাগির গুঁড়ো ব্যবহারের জন্য কেকের গঠন হয় একটু ঘন ও ভারী, যা ছোট টুকরো করে খেতে সুবিধা হবে। লো ফ্যাট মিল্ক কেককে নরম ও মোলায়েম করে তোলে। তার সঙ্গে কফি ও কোকোর মিশ্রণের সঙ্গে গুড় বা খেজুর বাটা চিনি না থাকলেও স্বাদে একটুও ঘাটতি পড়ে না। শিশুদের জন্যও এটি উপযোগী, তবে ছোটদের ক্ষেত্রে কফির পরিমাণ কম রাখা ভালো। ফ্রিজে এয়ারটাইট পাত্রে রেখে দু'দিন পর্যন্ত ভালো থাকে। তাহলে রেসিপি তো জেনেই নিলেন, চটপট বানিয়ে ফেলুন 'রাগি মোচা মিল্ক কেক'।

চিকেন পক্স থেকে বাঁচতে হলে অবশ্যই খান এই খাবার গুলো

ভিটামিন এ সমৃদ্ধ খাবার: গাজর, মিষ্টি কুমড়ো, পালং শাক অবশ্যই খাওয়া উচিৎ। ভিটামিন এ ত্বক ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিকে (শরীরের অভ্যন্তরীণ গহ্বর এবং অঙ্গগুলোর যেমন- মুখ, নাক, ফুসফুস, পাকস্থলীর ভেতরের আস্তরণ, যা শ্লেষ্মা বা মিউকাস নামক পিচ্ছিল তরল উৎপন্ন করে) সুস্থ রাখে।

বসন্তকাল আসা মানেই ঘরে ঘরে চিকেন পক্সের আতঙ্ক দেখা যায়। সকলেই চান, চিকেন পক্স যেন না হয়। বিজ্ঞান বলছে, সঠিক খাবার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, সংক্রমণের ঝুঁকি ও জটিলতা অনেকটাই কমাতে পারে। ভ্যারিসেলা-জস্টার ভাইরাসের আক্রমণে চিকেন পক্স হয়। এই ভাইরাস বাতাসে ছড়ায়। তাই শরীরকে আগে থেকেই প্রস্তুত রাখা জরুরি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, সুষম পুষ্টি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অপুষ্টি থাকলে সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে।

চিকেন পক্স থেকে বাঁচার জন্য কী কী খাবেন?

ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল: আমলকি, কমলা, পেয়ারা, লেবুএসব ফল শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ভিটামিন সি শ্বেত রক্তকণিকার কার্যক্ষমতা বাড়ায়, যা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করে।

ভিটামিন এ সমৃদ্ধ খাবার: গাজর, মিষ্টি কুমড়ো, পালং শাক অবশ্যই খাওয়া উচিৎ। ভিটামিন এ ত্বক ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিকে (শরীরের অভ্যন্তরীণ গহ্বর এবং অঙ্গগুলোর যেমন- মুখ, নাক, ফুসফুস, পাকস্থলীর ভেতরের আস্তরণ, যা শ্লেষ্মা বা মিউকাস নামক পিচ্ছিল তরল উৎপন্ন করে) সুস্থ রাখে।

প্রোটিন: শরীরের প্রতিরোধী কোষ তৈরি ও মেরামতে প্রোটিন অত্যন্ত জরুরি। তাই ডিম, ডাল, ছানা, মাছ প্রতিদিন খাবার রুটিনে রাখতে হবে। বহু পুষ্টিবিজ্ঞান গবেষণা থেকে জানা গিয়েছে, প্রোটিনের ঘাটতি থাকলে সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে। দই ও প্রোবায়োটিক খাবার: অন্ত্র রোগ প্রতিরোধে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। ভালো ব্যাকটেরিয়া সমৃদ্ধ খাবার অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখে, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

বাদাম ও বীজ: কাঠবাদাম, আখরোট, সূর্যমুখী বীজ এগুলোতে ভিটামিন ই আছে। যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়

কী কী খাবার এড়াবেন?

অতিরিক্ত চিনি, প্রক্রিয়াজাত খাবার ও অতিরিক্ত ভাজাভুজি একেবারেই খাওয়া উচিৎ নয়। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, অতিরিক্ত চিনি শ্বেত রক্তকণিকার কার্যক্ষমতা সাময়িকভাবে কমিয়ে দিতে পারে। তবে শুধু খাবার খেয়ে চিকেন পক্স শতভাগ আটকানো সম্ভব নয়। টিকা নেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। তবে সঠিক পুষ্টি শরীরকে এমনভাবে তৈরি রাখে, যাতে সংক্রমণ হলেও জটিলতার ঝুঁকি কম থাকে।

রান্নাঘরেই রয়েছে রূপটানের সরঞ্জাম

তিনি আরও বলেন, অনেক সময় আমরা ত্বকের ওপর বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করি। এতে লাভের বদলে ক্ষতিই হয়। না জেনে যেকোনও প্রোডাক্ট মাখার বিরোধী অভিনেত্রী। মাঝে মাঝে কিছুই না লাগিয়ে ত্বককে বিশ্রাম দেওয়াও দরকার বলে মনে করেন তিনি। দিনের শেষে ভালো করে মুখ পরিষ্কার করা আর রোদে বেরোলে সানস্ক্রিন মেখে বেরোনো। এই সাধারণ নিয়মগুলোই তিনি মানেন।

পর্দায় তাঁকে দেখলেই চোখে পড়ে স্বাভাবিক একটা উজ্জ্বলতা। যেকোনও অনুষ্ঠানেও তাঁকে খুব কম মেক আপেই দেখা যায়। ভারী সাজ না থাকলেও অদিতি রায় হায়দারির গ্ল্যামারে মজেছেন অনেকেই। অনেকের মনেই প্রশ্ন এই সুন্দর ত্বকের রহস্য কী? সেই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন অদিতি নিজেই। অদিতি হাসতে হাসতেই বলেছেন, "আমি তো আমার রান্নাঘরটাই মুখে মাখি!" কথাটা মজা করে বললেও, এর ভেতরে লুকিয়ে রয়েছে তাঁর সৌন্দর্যের আসল রহস্য। তিনি নাকি ত্বকের যত্নে ভরসা করেন ঘরের সাধারণ জিনিসের ওপর। বেসন, হলুদ, দই, মধু এইসব উপাদান দিয়েই বানান মুখে লাগানোর প্যাক। ছোটবেলা থেকে বাড়িতে এইভাবেই ত্বকের যত্ন নেন অভিনেত্রী। এখনও সেই সহজ পদ্ধতিই মেনে চলেন। তাঁর মতে, শুধু বাইরে কিছু লাগালেই হবে না। ভেতর থেকেও শরীরকে ভালো রাখতে হবে।

তাই নিয়ম করে জল খান, ঠিকমতো ঘুমোন, আর বাড়ির রান্না করা খাবার খান অভিনেত্রী। অদিতির বিশ্বাস, যেটা খাওয়ার জন্য নিরাপদ নয়, সেটা মুখে লাগানোও উচিত নয়। তাই যতটা সম্ভব প্রাকৃতিক জিনিস ব্যবহার করেন।

তিনি আরও বলেন, অনেক সময় আমরা ত্বকের ওপর বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করি। এতে লাভের বদলে ক্ষতিই হয়। না জেনে যেকোনও প্রোডাক্ট মাখার বিরোধী অভিনেত্রী। মাঝে মাঝে কিছুই না লাগিয়ে ত্বককে বিশ্রাম দেওয়াও দরকার বলে মনে করেন তিনি। দিনের শেষে ভালো করে মুখ পরিষ্কার করা আর রোদে বেরোলে সানস্ক্রিন মেখে বেরোনো। এই সাধারণ নিয়মগুলোই তিনি মানেন।

সব মিলিয়ে অদিতির সৌন্দর্যের রহস্য খুব সাধারণ। দামি প্রসাধনী নয়, নিয়মিত যত্ন আর সহজ জীবনযাপনই তাঁর ভরসা। তাঁর কথায়, "নিজের ত্বককে ভালোবাসুন, অতিরিক্ত কিছু করার দরকার নেই।"

পাঙ্গাস মাছ নিয়ে এত ভয় কেন?

তাঁদের জন্য এটি প্রোটিনের সহজ বিকল্প হতে পারে। এতে কিছু পরিমাণ ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডও আছে। যদিও ইলিশ বা সামুদ্রিক মাছের মতো বেশি নয়, তবু হৃদ্যন্ত্র ভালো রাখতে, রক্তে খারাপ কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। এছাড়া পাঙ্গাসে আয়রন, ফসফরাসের মতো খনিজও থাকে, যা রক্ত ও হাড়ের স্বাস্থ্য ভালো রাখে। তাহলে কেন এই মাছ নিয়ে বিতর্ক?

বাজারে গেলেই চোখে পড়ে বরফের উপর সারি সারি কাটা পাঙ্গাস মাছ। দাম কম, কাঁটা কম, রান্নাও সহজ। তাই মধ্যবিত্ত বাঙালির রান্নাঘরে এই মাছের দাপট কম নয়, বিশেষত বাঙাল বাড়িতে পাঙ্গাস মাছের চাহিদা প্রবল। কিন্তু ইদানীং সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা কথা ঘুরছে পাঙ্গাস নাকি বিষে ভরা, নাকি এতে কোনও পুষ্টি নেই! আদৌ কি এটা সত্যি? পাঙ্গাস মূলত চাষের মাছ। দ্রুত বাড়ে, তাই উৎপাদনও বেশি। আর সেই কারণেই দাম তুলনায় কম। তবে দাম কম মানেই গুণ কম, এটা ঠিক নয়। পাঙ্গাসে ভালো পরিমাণে প্রোটিন থাকে, যা শরীরের পেশি গঠন, কোষ মেরামতি এবং শক্তি জোগাতে সাহায্য করে। যাঁরা নিয়মিত ডিম বা মাংস খান না, তাঁদের জন্য এটি প্রোটিনের সহজ বিকল্প হতে পারে। এতে কিছু পরিমাণ ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডও আছে।

যদিও ইলিশ বা সামুদ্রিক মাছের মতো বেশি নয়, তবু হৃদ্যন্ত্র ভালো রাখতে, রক্তে খারাপ কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। এছাড়া পাঙ্গাসে আয়রন, ফসফরাসের মতো খনিজও থাকে, যা রক্ত ও হাড়ের স্বাস্থ্য ভালো রাখে।

তাহলে কেন এই মাছ নিয়ে বিতর্ক?

অনেক সময় মাছ দ্রুত বড় করতে চাষে অ্যান্টিবায়োটিক ও রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়। যদি সঠিক নিয়ম না মানা হয়, তা শরীরের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। দীর্ঘদিন দূষিত খাবার খেলে হজমের সমস্যা, অ্যালার্জি এমনকি ওষুধে প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ার আশঙ্কাও থাকে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, চোখ বুজে বিশ্বাস নয়বিশ্বাসযোগ্য দোকান থেকে মাছ কিনুন। খুব তাজা মাছ নিন, ভালো করে ধুয়ে সেদ্ধ বা ঝোলে রান্না করুন। অতিরিক্ত তেলে ভেজে খেলে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি।

গর্ভবতী মহিলা বা শিশুদের ক্ষেত্রেও মাঝেমধ্যে সঠিকভাবে রান্না করা পাঙ্গাস খাওয়া যায়। তবে প্রতিদিন একটাই মাছ খাওয়ার বদলে বিভিন্ন ধরনের মাছ খেলে পুষ্টির ভারসাম্য বজায় থাকে। এই মাছ খেয়ে কোনওরকমের সমস্যা হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

সন্ধ্যার জলখাবার মসুর ডালের—পনির টিক্কি

কিংবা বাচ্চাদের টিফিনে নতুন কিছু দিতে চান তাঁদের জন্যও ভালো বিকল্প। বাইরে থেকে মচমচে, ভেতরে নরম, পুদিনা চাটনি বা টক দইয়ের সঙ্গে পরিবেশন করলে স্বাদ আরও বাড়বে।

প্রথমে মসুর ডাল ভালো করে সেদ্ধ করে জল ঝরিয়ে নিন। ডাল যেন একেবারে গলে না যায়, সেদিকে খেয়াল রাখুন। একটি বড় পাত্রে সেদ্ধ ডাল ও চটকানো পনির একসঙ্গে নিন। তার মধ্যে পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা, আদা, ধনেপাতা ও সব মশলা মিশিয়ে দিন।

সন্ধ্যাবেলায় চা হাতে কিছু মুচমুচে খেতে ইচ্ছে করেই। কিন্তু প্রতিদিন ভাজা চপ, পকোড়া খেলে শরীরের বারোটা বাজে। তাই সহজ, পুষ্টিকর আর সুস্বাদু একটি রেসিপি বানিয়ে নিতে পারেন ঝটপট। আর সেটি হল মসুর ডাল ও পনিরের টিক্কি। বাড়িতেই অল্প উপকরণে বানাতে পারেন এই প্রোটিনসমৃদ্ধ জলখাবার। মনও ভালো থাকবে, আর পেট ও শান্তি পাবে।

উপকরণ ১ কাপ মসুর ডাল (ভিজিয়ে সেদ্ধ করা) ১ কাপ চটকানো পনির ১টি মাঝারি পেঁয়াজ কুচি ১—২টি কাঁচালঙ্কা কুচি ১ চা চামচ আদা কুচি ধনেপাতা কুচি আধা চা চামচ লাল লঙ্কাগুঁড়ো আধা চা চামচ ভাজা জিরাগুঁড়ো স্বাদমতো নুন প্রয়োজনমতো বেসন বা চালের গুঁড়ো (বাঁধনের জন্য) অল্প তেল ভাজার জন্য

প্রণালী প্রথমে মসুর ডাল ভালো করে সেদ্ধ করে জল ঝরিয়ে নিন। ডাল যেন একেবারে গলে না যায়, সেদিকে খেয়াল রাখুন। একটি বড় পাত্রে সেদ্ধ ডাল ও চটকানো পনির একসঙ্গে নিন। তার মধ্যে পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা, আদা, ধনেপাতা ও সব মশলা মিশিয়ে দিন। মিশ্রণ খুব নরম হলে সামান্য বেসন বা চালের গুঁড়ো দিন, যাতে টিক্কি ভাঙবে না। এবার হাতে গোল বা চ্যাপটা আকারে টিক্কি গড়ে নিন। কড়াইতে অল্প ব্রাশ করে তেল গরম করে মাঝারি আঁচে দু'পিঠ সোনালি করে ভেজে নিন। চাইলে ওভেন বা এয়ার ফ্রায়ারেও কম তেলে বানাতে পারেন।

কেন খাবেন?

মসুর ডাল শরীরকে দেয় উদ্ভিজ্জ প্রোটিন সরবরাহ করে। পনির যোগ করে বাড়তি প্রোটিন ও ক্যালসিয়াম। ফলে এটি শুধু মুখরোচক নয়, পেট ভরানো ও পুষ্টিকরও। ব্যায়াম করেন যারা,

চুলের যত্নে সঠিক শ্যাম্পু বাছবেন কীভাবে?

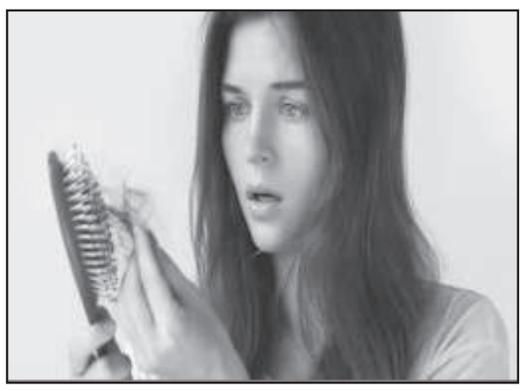

চুল রং করা থাকলে বা নিয়মিত স্টাইলিং করলে আলাদা যত্ন দরকার। রাসায়নিক ব্যবহারে চুলের প্রাকৃতিক তেল নষ্ট হয়। সে ক্ষেত্রে কোমল, রং-রক্ষাকারী শ্যাম্পু ব্যবহার করলে চুলের ক্ষতি কম হয়। অনেকেই কেবল বিজ্ঞাপন দেখে পণ্য কেনেন। কিন্তু লেবেলে কী লেখা আছে, সেটাও পড়া জরুরি। খুব বেশি ক্ষতিকর রাসায়নিক থাকলে তা এড়িয়ে চলাই ভালো। বাথরুমের ড্রেন ভর্তি চুল, আঁচড়ালেই গোছা গোছা চুল উঠে আসছে এই দৃশ্য এখন অনেকেরই চেনা। চুল পড়া শুরু হলে অনেকেই তাড়াহুড়ো করে নতুন শ্যাম্পু কিনে ফেলেন। কিন্তু জানেন কি, ভুল শ্যাম্পু সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে দিতে পারে? তাই চুল পড়া নিয়ন্ত্রণে আনতে হলে প্রথমেই বুঝতে হবে আপনার চুলের ধরণ কী, আর স্ক্যাল্প কী চাইছে। কীভাবে বুঝবেন? প্রথমেই মাথার ত্বককে গুরুত্ব দিন। যদি ত্বক খুব তেলতেলে হয়, তাহলে হালকা, গভীরভাবে পরিষ্কার করে এমন শ্যাম্পু বেছে নিন। এতে অতিরিক্ত তেল জমে চুলের গোড়া দুর্বল হবে না। আর যদি ত্বক শুষ্ক হয়, তাহলে আর্দ্রতা বজায় রাখে এমন উপাদান আছে কি না দেখুন। শুষ্ক মাথায় বেশি কড়া পরিষ্কারক উপাদান ব্যবহার করলে চুলের বারোটা বাজতে পারে। চুল রং করা থাকলে বা নিয়মিত স্টাইলিং করলে আলাদা যত্ন দরকার। রাসায়নিক ব্যবহারে চুলের প্রাকৃতিক তেল নষ্ট হয়। সে ক্ষেত্রে কোমল, রং-রক্ষাকারী শ্যাম্পু ব্যবহার করলে চুলের ক্ষতি কম হয়। অনেকেই কেবল বিজ্ঞাপন দেখে পণ্য কেনেন। কিন্তু লেবেলে কী লেখা আছে, সেটাও পড়া জরুরি। খুব বেশি ক্ষতিকর রাসায়নিক থাকলে তা এড়িয়ে চলাই ভালো। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলপ্রোটিন বা পুষ্টিকর উপাদান আছে কি না সেটা দেখে শ্যাম্পু কিনুন। দুর্বল চুলে এমন শ্যাম্পু দরকার যা গোড়া মজবুত করতে সাহায্য করে। তবে অতিরিক্ত প্রোটিনও সব সময় ভালো নয়। তাই ভারসাম্য বজায় রাখা জরুরি। খুশকির সমস্যাও অনেক সময় চুল পড়ার বড় কারণ। স্ক্যাল্পে সংক্রমণ বা অতিরিক্ত খুশকি থাকলে সাধারণ শ্যাম্পুতে কাজ নাও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে বিশেষ চিকিৎসামূলক শ্যাম্পু ব্যবহার করতে হয়। তবে দীর্ঘদিন ব্যবহার করার আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া ভালো। সবচেয়ে বড় কথা, শ্যাম্পু একা চুল পড়া বন্ধ করতে পারে না। সঠিক খাবার, মানসিক চাপ কমানো আর নিয়মিত যত্নসব মিলিয়েই চুল সুস্থ থাকে। তাই সমস্যা বাড়ার আগেই নিজের চুলকে বুঝুন, তারপর পণ্য বেছে নিন। অতিরিক্ত সমস্যা দেখা গেলে অবশ্যই ডার্মাটোলজিস্ট এর পরামর্শ নিন।

বেশিদিন ধরে একই টুথব্রাশ ব্যবহার করলেই মুশকিল

কারণ পুরনো ব্রাশে থেকে যাওয়া জীবাণু পুনরায় সংক্রমণের ঝুঁকি তৈরি করতে পারে এমন সতর্কবার্তাও দিয়েছেন চিকিৎসকেরা। শিশুদের ক্ষেত্রে আরও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। তারা অনেক সময় বেশি জোরে ব্রাশ করে, ফলে ব্রিসল দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। তাই অভিভাবকদের নিয়মিত নজর রাখা উচিত।

একটি ছোট অভ্যাস বদলালেই বড় সমস্যার হাত থেকে বাঁচা যায়। দামি টুথপেস্ট ব্যবহার করলেই হবে না, কার্যকর ব্রাশও সমান জরুরি। তাই সময় হলেই বদলে ফেলুন টুথব্রাশ।

আপনি যদি সর্দি-কাশি, ভাইরাল জ্বর বা মুখের সংক্রমণে ভুগে থাকেন, তাহলে সুস্থ হওয়ার পরই ব্রাশ বদলে নেওয়া উচিত বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। কারণ পুরনো ব্রাশে থেকে যাওয়া জীবাণু পুনরায় সংক্রমণের ঝুঁকি তৈরি করতে পারে এমন সতর্কবার্তাও দিয়েছেন চিকিৎসকেরা।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই দাঁত মাজা, রাতে শোয়ার আগে আবার দাঁত মাজা এই অভ্যাস প্রায় সবারই আছে। কিন্তু যে টুথব্রাশ দিয়ে এত যত্ন করে দাঁত মাজছেন, সেটি শেষ কবে বদলেছেন মনে আছে? অনেকেই বছরের পর বছর একই ব্রাশ ব্যবহার করেন। আর সেখানেই শুরু হয় সমস্যা।

দাঁতের চিকিৎসকদের মতে, সাধারণভাবে প্রতি ৩ থেকে ৪ মাস অন্তর টুথব্রাশ বদলানো উচিত। আমেরিকান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন সহ একাধিক আন্তর্জাতিক সংস্থাও একই পরামর্শ দিচ্ছেন। কারণ, নির্দিষ্ট সময় পর ব্রাশের ব্রিসল নরম হয়ে বেঁকে যায়। তখন তা দাঁতের ফাঁক থেকে জমে থাকা প্লাক ঠিকমতো পরিষ্কার করতে পারে না।

দন্তচিকিৎসকরা বলছেন, "ব্রিসল ছড়িয়ে গেলে বা বা ব্রাশের মাথা ফোলা দেখলে বুঝতে হবে ব্রাশ তার কার্যকারিতা হারিয়েছে।"

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ক্ষয়প্রাপ্ত ব্রিসল দাঁতের এনামেল ও মাড়ির সুরক্ষায় আগের মতো কার্যকর থাকে না। ফলে দাঁতে প্লাক জমে ক্যাভিটি, মাড়ির প্রদাহ বা রক্তপাতের ঝুঁকি বাড়ে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল জীবাণু। আমাদের মুখের ভিতর স্বাভাবিকভাবেই অসংখ্য ব্যাকটেরিয়া থাকে। প্রতিবার ব্রাশ ব্যবহারের পর সেই জীবাণুর কিছু অংশ ব্রাশের লোমে থেকে যায়। ঠিকভাবে শুকোতে না দিলে সেখানে ব্যাকটেরিয়া বাড়তে পারে। তাই বিশেষজ্ঞরা বলেন, ব্রাশ ব্যবহারের পর ভালো করে ধুয়ে খোলা জায়গায় শুকোতে দিতে হবে। ঢাকনা দিয়ে ভেজা অবস্থায় রাখা ঠিক নয়।

রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে বিজেপি সদর দপ্তরে দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ অভিযানের আয়োজন করেছে।

সংবিধান সংস্কার বিতর্কে শপথ নিল জামায়াত নেতৃত্বাধীন জোটের সাংসদরা

ঢাকা, ১৭ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): সংবিধান সংস্কার ইস্যুতে রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যেই জামায়াত নেতৃত্বাধীন জোটের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যরা মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকার জাতীয় সংসদ ভবনে শপথ গ্রহণ করেছেন। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

দেশের সংবিধান অনুযায়ী প্রধান নির্বাচন কমিশনার এএমএম নাসির উদ্দিন নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান।

বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় এক দৈনিক---এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জামায়াতের আমির শফিকুর রহমান---এর সঙ্গে পরামর্শ করে শপথের দুটি বাক্য পাঠ করা হয়।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টির (এনসিপি) ছয়জন সংসদ সদস্য শপথ গ্রহণের সময় কক্ষে উপস্থিত ছিলেন না।

শপথপত্রে স্বাক্ষর পর্ব শেষ হওয়ার পর সদস্যরা সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবেও দ্বিতীয়বার শপথ নেন বলে জানা গেছে। টেলিভিশনে সম্প্রচারিত দৃশ্যে দেখা যায়, দ্বিতীয় শপথের সময় স্বতন্ত্র সাংসদ রুমিন ফারহানা এবং বিএনপির ইশরাক হোসেন কক্ষ ত্যাগ করেন।

সংবিধান সংস্কার পরিষদে অংশগ্রহণ নিয়ে চলমান রাজনৈতিক আলোচনা ও মতভেদের প্রেক্ষাপটেই জাতীয় সংসদ ভবনে এই শপথ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

এর আগে দিনের শুরুতে ১১-দলীয় জোটের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যরাযাদের মধ্যে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামি ও ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি (এনসিপি) রয়েছেসংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নিতে অনীহা প্রকাশ করেছিলেন। বিএনপি সংবিধান সংস্কার পরিষদের শপথ থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় তারা এই অবস্থান নেন বলে জানা যায়।

অন্যদিকে, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যরা সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নিলেও সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন।

শপথ অনুষ্ঠানের শুরুতে বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন আহমেদ জানান, দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান—এর নির্দেশে বিএনপির নবনির্বাচিত সব সংসদ সদস্যকে সংবিধান সংস্কার পরিষদের ফরমে স্বাক্ষর না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কারণ তারা ওই পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হননি।

তিনি আরও বলেন, "আমাদের কেউই সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত নই। সংসদে বিষয়টি সাংবিধানিকভাবে গৃহীত হলে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।"

এদিকে, ১৩তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় পাওয়ার পর বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান বাংলাদেশের নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত হচ্ছেন। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ক্ষমতা হস্তান্তর পর্বে দেশে অস্থিরতা ও রাজনৈতিক সংঘাত বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

দূষিত জলে মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তাল এমপি বিধানসভা, জরুরি আলোচনার দাবি কংগ্রেসের

ভোপাল, ১৭ ফেব্রুয়ারি: ইন্দোরের ভাগীরথপুরা এলাকায় দূষিত জল পান করে একাধিক মৃত্যুর ঘটনাকে ঘিরে মঙ্গলবার মধ্যপ্রদেশ বিধানসভায় তুমুল বিক্ষোভ দেখাল কংগ্রেস বিধায়করা। অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে বিরোধী দলনেতা উমং সিংহারের নেতৃত্বে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি হয়।

কংগ্রেস বিধায়করা বিধানসভা চত্বরে মহাত্মা গান্ধীর মূর্তির সামনে প্রতীকী অবস্থান-বিক্ষোভে অংশ নেন। তাঁদের হাতে ছিল ঘোলা জলে ভরা বোতল ও বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান তুলে মৃতদের ন্যায়বিচার এবং নগরোন্নয়ন ও আবাসনমন্ত্রী কৈলাস বিজয়বর্গীয়-র অবিলম্বে পদত্যাগের দাবি তোলেন তাঁরা।বিরোধী দলনেতা উমং সিংহার বলেন, "ভাগীরথপুরায় দূষিত জল পান করে মানুষের মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখজনক ও উদ্বেগজনক। সরকার এই ঘটনায় দায় এড়াতে চাইছে।" তিনি নৈতিক দায় স্বীকার করে মন্ত্রী বিজয়বর্গীয়র পদত্যাগ এবং দোষী আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।

সিংহার আরও বলেন, "রাজ্যপালের ভাষণে বিশুদ্ধ পানীয় জলের দাবি করা হয়েছে, কিন্তু বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। আমরা জনস্বার্থে এই বিষয়টি উত্থাপন করেছি। সরকার জানাক, বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আলোচনায় আনা হবে কি না। কংগ্রেস চায়, বিধানসভায় পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হোক।"

এদিন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী জগদীশ দেবদা চলতি অর্থবর্ষের তৃতীয় সম্পূরক বাজেট পেশ করার কথা রয়েছে। প্রস্তাবিত বরাদ্দ প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা হতে পারে বলে জানা গেছে। একইসঙ্গে অর্থনৈতিক সমীক্ষা রিপোর্টও পেশ করা হবে।

সোমবার কংগ্রেস রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি তোলে।

বিরোধীদের অভিযোগের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব বলেন, সরকার বিধানসভায় উত্থাপিত প্রতিটি বিষয় নিয়ে আলোচনায় প্রস্তুত। তিনি বাজেট অধিবেশন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিরোধীদের সহযোগিতাও কামনা করেন।

এদিকে কংগ্রেস জানিয়েছে, চলতি বাজেট অধিবেশনে উপমুখ্যমন্ত্রী রাজেন্দ্র শুক্লা, নগরোন্নয়নমন্ত্রী কৈলাশ বিজয়বর্গীয় এবং তফসিলি কল্যাণমন্ত্রী বিজয় শাহ-র উপস্থিতির বিরোধিতা করবে তারা।

দূষিত জলকাণ্ডকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোরে সরগরম মধ্যপ্রদেশের রাজনীতি।

কংগ্রেস এখন বিভাজনমূলক শক্তির কবলে: মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ১৭ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): কংগ্রেস আদর্শিক দিশা হারিয়ে বিভাজনমূলক শক্তির কবলে পড়েছে বলে মঙ্গলবার তীব্র আক্রমণ শানালেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি দাবি করেন, কংগ্রেস এখন "বিএম পার্টি"-তে পরিণত হয়েছে। তাঁর কথায়, "বিএম" বলতে তিনি "বাংলাদেশি মুসলিম" বোঝাতে চেয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, বিরোধী দল এমন কিছু শক্তিকে উৎসাহ দিচ্ছে, যারা অসমের স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, কংগ্রেসের অভ্যন্তরে একাধিক নেতা বিভাজনের রাজনীতি করছেন। ধুবরির কংগ্রেস সাংসদ রকিবুল হুসেন-এর প্রসঙ্গ টেনে তিনি মন্তব্য করেন, "দলের মধ্যে অনেক ছোট ছোট রকিবুল হুসেন জন্ম নিয়েছে।" মুখ্যমন্ত্রী আরও অভিযোগ করেন, কংগ্রেসের বৈঠকগুলিতে এমন কিছু কার্যকলাপ দেখা যাচ্ছে, যা রাজ্যের সাংস্কৃতিক চেতনাবিরোধী। শ্রীভূমি-হাইলাকান্দি অঞ্চলে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত দলীয় বৈঠকের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি দাবি করেন, সেখানে আপত্তিকর ঘটনা ঘটেছে, যদিও নির্দিষ্ট কোনও বিবরণ দেননি।তিনি আরও বলেন, সোমবার অনুষ্ঠিত এক কংগ্রেস বৈঠকে অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গৌরব গগৈ-কে তাঁর নিজের দলের দুই নেতা হুমকি দিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। গৌরব গগৈকে "প্যারাস্যুট নেতা" বলেও কটাক্ষ করেন মুখ্যমন্ত্রী, ইঙ্গিত করেন যে তাঁর মাটির সঙ্গে যোগসূত্র নেই।হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, "সৌভাগ্যবশত আমি কংগ্রেস থেকে মুখ্যমন্ত্রী হইনি। তা হলে সারা জীবন কলঙ্কিত হয়ে থাকত।" তিনি দাবি করেন, কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার তাঁর সিদ্ধান্তই সঠিক ছিল।

Scholarship সম্পির্কিত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাসকারী সমস্ত ছাত্র/ছাত্রীদের অবগতির জন্যে জানানো যাইতেছে যে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে Post Matric Pre- Matric scholarship and Pre Matric Health Hazard Scholarship এর জন্য যারা আবেদন করতে পারেনি তাদের জন্যে NSP 2.0 Portal টি পুনরায় ২৫/০২/২০২৬ ইং তারিখ পর্যন্ত Application Submission করার জন্য Open করা হইয়াছে। ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাসকারি সমস্ত তপশীলি জাতি ভূক্ত ছাত্র/ছাত্রীদের উক্ত তারিখের মধ্যে Online Application Submission করার কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। যদি উক্ত তারিখ এর মধ্যে কোন ছাত্র/ছাত্রী নিজ নিজ Application Online NSP 2.0 Portal এর মাধ্যমে জমা করতে না পারে তাহলে দপ্তর কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না এবং বহিঃরাজ্যে পাঠরত ছাত্র /ছাত্রীদের দ্বারা Online Application করার পর ২৮/০২/২০১৬ ইং তারিখ এর মধ্যে নিজ নিজ Online Application এর hard Copy সঙ্গে অন্যান্য Document এর Hard Copy, ত্রিপুরা রাজ্যের SC Welfare Dept. PN Complex, Gurkhabasti, স্থিত দপ্তরে ছাত্র /ছাত্রী অথবা রেশন কার্ডে উল্লেখিত অভিবাবক দ্বারা জমা করতে হইবে। তা না হইলে Online Application টি অবৈধ বলে গন্য করা হইবে এবং তাহার জন্য SC Welfare Department এর কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবে না। বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য SC Welfare Deptt. Govt. of Tripura এর web site (https://scwtripura.gov.in) visit করতে পারেন।

অধিকর্তা
তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

ICA/D-1998/26

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION,
AGARTALA: TRIPURA

Notice inviting e-tender.

PNIe-T-No: 22/EE/DIV-I/AMC/2025-26 Dated: 13/02/2026

The Executive Engineer, Division No-I, AMC on behalf of Hon'ble Mayor, AMC invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works:-

Sl No.	DNIET No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	Renovation of Bikram Sagar (Agiye Chala Pond) Under Agartala Municipal Corporation. D.N.L.E.T No. 49/EE/DIV-I/AMC/ 2025-26	20,44,509	40,890	60(Sixty) days
2	Development and beautification Maddhapara Pond near Chalaman Sangha Club at Maddhapara under Ward No-20, AMC D.N.L.E.T No. 50/EE/DIV-I/AMC/2025-26	1,29,32,418	2,58,648	540(Five Hundred Forty) days

1. Last date and time for document downloading/bidding: 19-02-2026 at 14.00 Hrs / 15.00 Hrs
2. Time and date of opening of bid: 19-02-2026 at 16.00 Hrs (if possible)
3. Bid forms and other details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

Executive Engineer,
PW Division-I
Agartala Municipal Corporation.

আরএসএস বুঝতে 'অনেক জন্ম' লাগবে রাহুলের: প্রিয়াঙ্ক খাড়্গেকে আক্রমণ গিরিরাজ সিংহের

বেগুসরাই, ১৭ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): কর্ণাটকের মন্ত্রী প্রিয়াঙ্ক খাড়্গে-র আরএসএসের বিরুদ্ধে অর্থপাচারের অভিযোগের জেরে তীব্র পাল্টা আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংহ। তিনি বলেন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস) বুঝতে প্রিয়াঙ্ক খাড়্গে তো দূরের কথা, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী-রও "অনেক জন্ম" লেগে যাবে।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গিরিরাজ সিংহ বলেন, "প্রিয়াঙ্ক খাড়্গের মন্তব্য দুর্ভাগ্যজনক। আরএসএসকে বুঝতে হলে শুধু প্রিয়াঙ্ক নয়, রাহুল গান্ধীরও বহু জন্ম লেগে যাবে। যারা রাহুল গান্ধীকে অনুসরণ করেন, তারা শুধু তাঁর 'চেয়ারম্যানের ছেলে'।"

বিজেপির এই প্রতিক্রিয়া আসে বেঙ্গালুরুতে প্রিয়াঙ্ক খাড়্গের বক্তব্যের পর। তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-এর বিরুদ্ধে "মানি লন্ডারিং"-এ জড়িত থাকার অভিযোগ তোলেন এবং সংগঠনের তহবিলের উৎস নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। আরএসএসকে বিজেপির আদর্শিক পথপ্রদর্শক হিসেবে ধরা হয়।

প্রিয়াঙ্ক খাড়্গে দাবি করেন, আরএসএসের সঙ্গে যুক্ত ২,০০০ থেকে ২,৫০০-র বেশি সংগঠন রয়েছে, যাদের কাছ থেকে 'দক্ষিণা'র নামে অর্থ নেওয়া হয়। তিনি প্রশ্ন তোলেন, কেন আরএসএস নিবন্ধিত নয় এবং তারা কি নিজেদের আইন বা সংবিধানের ঊর্ধে মনে করে?

তিনি আরও বলেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লবিং করার জন্য আরএসএস কোথা থেকে অর্থ পাচ্ছে? ভারতের মানুষের জানা উচিত, এই তথাকথিত সাংস্কৃতিক সংগঠন কীভাবে দেশের সামাজিক কাঠামো নষ্ট করছে।"

এদিকে, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি)-র জাতীয় মুখপাত্র বিনোদ বানসালও প্রিয়াঙ্ক খাড়্গের সমালোচনা করেন। তিনি দাবি করেন, "প্রিয়াঙ্ক খাড়্গে সেই গোষ্ঠীর অংশ, যারা সনাতন ধর্ম, হিন্দুত্ব ও গেরুয়া আদর্শকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে।"এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বাকযুদ্ধ শুরু হয়েছে।

এআই সামিটে 'অরাজকতা ও চরম বিশৃঙ্খলা'র অভিযোগ খাড়্গের, কেন্দ্রকে তীব্র আক্রমণ

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): কংগ্রেসের জাতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে মঙ্গলবার নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপম-এ অনুষ্ঠিত 'ইন্ডিয়া-এআই ইমপ্যাক্ট সামিট'-এ "চরম অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা"র অভিযোগ তুলেছেন। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে 'অদক্ষতা'র অভিযোগও করেন তিনি।

এক্স-এ পোস্ট করে খাড়্গে দাবি করেন, এই সামিট ভারতের ডিজিটাল ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সক্ষমতা বিশ্বদরবারে তুলে ধরার বড় সুযোগ ছিল। কিন্তু তা "পিআর-নির্ভর" সরকারের অপব্যবস্থাপনায় বিশৃঙ্খলায় পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ তাঁর।

খাড়্গের অভিযোগ, অংশগ্রহণকারী, প্রতিষ্ঠাতা ও প্রদর্শকরা নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। ব্যক্তিগত ল্যাপটপ, ইলেকট্রনিক ডিভাইস ও ব্যাগ নিয়ে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা, ডিজিটাল বা ইউপিআই পেমেন্টের বদলে নগদ লেনদেন বাধ্যতামূলক করা, পর্যাপ্ত খাবার ও পানীয় জলের অভাবএসব কারণে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, "প্রথম দিনেই প্রধানমন্ত্রীর ফটো-অপের জন্য আকস্মিক উপস্থিতির জেরে চরম বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে।" প্রদর্শকদের পণ্য চুরি যাওয়া এবং 'ডিজি যাত্রা' পরিষেবার ব্যর্থতার কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

খাড়্গে বলেন, "নিজেদের সরকারের অদক্ষতার জন্য ভারতকে আন্তর্জাতিক স্তরে বিব্রত হতে হচ্ছে, যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।" একই সঙ্গে তিনি পরামর্শ দেন, কেন্দ্রের উচিত বেঙ্গালুরু টেক সামিট-এর মতো অনুষ্ঠান থেকে শিক্ষা নেওয়া, যেখানে বড় আকারের প্রযুক্তি সম্মেলন সুষ্ঠুভাবে আয়োজন করা হয়।

উল্লেখ্য, 'ইন্ডিয়া-এআই ইমপ্যাক্ট সামিট' ১৬ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রকের (এমইএ) জানানো মতে, এই সম্মেলন "মানুষ, গ্রহ এবং অগ্রগতি'এই তিন 'সূত্র'-এর উপর ভিত্তি করে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কাঠামো তুলে ধরছে।

সম্মেলনের লক্ষ্য বিশ্বজুড়ে নেতৃবৃন্দ, নীতিনির্ধারক, উদ্ভাবক ও বিশেষজ্ঞদের একত্রিত করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভবিষ্যৎ দিশা নিয়ে আলোচনা করা। এমইএ সূত্রে জানা গিয়েছে, ৪৫টিরও বেশি দেশের মন্ত্রীস্তরের প্রতিনিধিদল এতে অংশ নিচ্ছেন। এছাড়া রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার শীর্ষ প্রতিনিধিরাও আলোচনায় যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে।

PNIe-T NO:-74/EE-I/2025-26, Dated 12/02/2026

The Executive Engineer, Division No-I, PWD(R&B), Agartala, Tripura (W) invited tender from the eligible bidders up to 15.00 hours on 26-02-2026 for 01 (One) no. Construction / Maintenance works. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 7005317429 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

ICA/C-4375/26

EXECUTIVE ENGINEER
AGARTALA DIVISION NO-I, PWD (R & B),
AGARTALA, WEST TRIPURA

ABRIDGE NOTICE FOR SUBMISSION OF QUOTATIONS FOR HIRING OF 1 (ONE) NO OF MARUTI WAGONR VEHICLE UNDER TRLM.

Sealed quotations are hereby invited from interested lawful owners/ registered agencies/suppliers for 1(one) no of Maruti WagonR vehicle under TRLM. Bids shall be submitted at Office of the CEO, TRLM, Gurkhabasti, Agartala, Tripura, pin- 799006 along with EMD of 10,000/- till 25/02/2026 upto 3.00 P.M. The detailed NIQ may be seen in the websites- www.rural.tripura.gov.in/www.trim.tripura.gov.in/ www.tripura.gov.in

ICA/C-4372/26

Sd/-illegible
(Tarit Kanti Chakma, IAS)
Chief Executive Officer
Tripura Rural Livelihood Mission

Press Notice Inviting e-Tender NO. 06/ EE/NH-DIV/ PWD (NH)/ KGT/2024-25 Dt. 04/02/2026

The Executive Engineer, PWD(NH), NH Division, Kumarghat, Unakoti, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed item rate e-tender (Single bid) from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 15.00 Hrs. on 25.02.2026 for the following work: -

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	DNIeT No:02/EE/ PWD(NH)/NH-DIV/ KGT/2025-26	5,74,080.00	11,482.00	365(Three hundred Sixty Five) days

The last date and time for documents downloading and bidding is on 25.02.2026 up to 03:00 PM.
The bids will be opened on 25.02.2026 from 04:00 PM onwards, if possible.
For details please visit: https://tripuratenders.gov.in
NB: - i) Publication for 4(four) Nos. Local leading Newspapers published daily.

ICA/C-4365/26

(Er. Debasis Das)
Executive Engineer
NH Division, PWD(NH)
Kumarghat, Unakoti, Tripura

PNIe-T No.:- 31/EE/DD/PWD(R&B)/2025-26 Dated. 11-02-2026.

The Executive Engineer, PWD (R&B) Dharmanagar Division, Dharmanagar (N) Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e- tender for the following works:
Email address: eedmr.rnb@gmail.com
1. DNIT No.: 56/CE/PWD(R&B)/ACE (P&DU)/2025-26.
Period of downloading of biding documents from 11-02-2026 to 25-02-2026. Deadline for online bidding :- 25-02-2026 up to 3:00 PM.
Date and Time of opening bid :- 25-02-2026 at 4.00 PM.
Place of opening of bids :- Executive Engineer, PWD (R&B), Dharmanagar Division, Dharmanagar,(N) Tripura.
For details please contact to the office of the undersigned.
For details please visit https://tripuratenders.gov.in

For and behalf of the Governor of Tripura.

ICA/C-4362/26

Executive Engineer PWD (R&B)
Dharmanagar Division
Dharmanagar,(N) Tripura

PNIT NO: ePT28/EE/RD/KCP/DIV/2025-26 DATED-12.02.2026

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, R.D Kanchanpur Division, Kanchanpur, North Tripura, Tripura invites PERCENTAGE e-tender (2 COVER-BID SYSTEM) from the eligible and appropriate Firms/Agencies/Bidders up to 3.00 P.M. on 19.02.2026 for the following works:

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	BLACK TOP ROAD FROM PWD ROAD TO LAVANYAMOY JB SCHOOL AT JURI RF VC UNDER RD DAMCHERRA SUB DIVISION DURING THE YEAR 2025-26. eDT22/SE/RDC-8/EE/RD/ KCP/DIV/2025-26 dated 10.02.2026	4000.00	223452.00	120(one hundred twenty) days

Last Date for Document Downloading is 19.02.2026 up to 3.00 P.M. & Time and Date for Opening of Technical Bid is at 3.30 PM on 19.02.2026. The Document Downloading and Bidding for participation in e-tender please go through website https://tripuratenders.gov.in. The class of bidders has to be appropriate class depending upon the estimated cost of the work.

ICA/C-4356/26

Executive Engineer
RD Kanchanpur Division
Kanchanpur, North Tripura

The Executive Engineer, Samagra Shiksha, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/OtherState PWD for the following work:

Sl No.	DNIT No.	Estimated Cost	Earnest Money	Cost of Tender Form	Last date & time of Receipt Application	Last date & time of dropping with place of droping	Time of Completion	Class of Tenderer
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mtc. of Different M.I Scheme under Water Resource Division No-IV, Belonia/Hiring Maruti EECO latest model on 2022 for the Executive Engineer, Water Resource Division No-Iv, Belonia during the year 2026-27 (For One Year). DNIT NO:- 04/DNIT/EE/WRD-IV/BLN/ 2025-26	3,52,800.00	7,056.00	1,000.00	19/02/2026 Upto 4.00 PM	21/02/2026 Upto 3.00 Pm O/O the EE/WRD-IV/BLN	01(One) Years	Appropriate Class

Note:-
1. All other details are available in the office of the undersigned
For & On Behalf of the Governor of Tripura

ICA/C-4353/26

(Er. Basudeb Das)
Executive Engineer
Water Resource Division No-IV
Belonia, South Tripura

বৃহত্তম এআই সম্মেলন ভারতের যুবসমাজের জন্য প্রযুক্তি বিশ্বে প্রভাব বিস্তারের অনন্য সুযোগ: অশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব মঙ্গলবার বলেন, পাঁচদিনব্যাপী 'এআই ইমপ্যাক্ট সামিট' ভারতের প্রযুক্তি-দক্ষ যুবসমাজের জন্য বিশ্বব্যাপী সমস্যার সমাধান তৈরির এক অনন্য সুযোগ এনে দিয়েছে। তিনি জানান, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নিয়ে প্রযুক্তি নেতাদের এটাই সবচেয়ে বড় সমাবেশ, যা আয়োজন করতে পেরে ভারত গর্বিত।

মন্ত্রীর দাবি, এই এআই সামিট বিশাল বিনিয়োগের সম্ভাবনা তৈরি করেছে এবং আগামী দুই বছরে ভারত ২০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে পারে।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র দূরদর্শী নেতৃত্বে প্রযুক্তিকে "গণতান্ত্রিকীকরণ" করা হয়েছে। পাঁচদিনের এই সম্মেলনের মূল লক্ষ্য হলো ভারতের বৃহৎ জনসংখ্যার সামনে থাকা বহুমুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রযুক্তিনির্ভর সমাধান খোঁজা।

আইএএনএস-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অশ্বিনী বৈষ্ণব জানান, দেশ-বিদেশের শীর্ষ প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ও নীতিনির্ধারকেরা এই সম্মেলনে একত্রিত হয়েছেন। তাঁরা একসঙ্গে আলোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী সমস্যার প্রযুক্তিভিত্তিক সমাধান উদ্ভাবনের চেষ্টা করবেন।

মন্ত্রী বলেন, ভারতের যুবসমাজের সামনে 'অদ্বিতীয় ও সোনালি' সুযোগ রয়েছেডিপ-টেক ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী সমাধান তৈরি করে এবং ডিজিটাল বিশ্ব গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে এআই জগতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার।

তিনি আরও বলেন, দেশের তরুণ প্রজন্ম প্রযুক্তিতে দক্ষ এবং দ্রুত নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে সক্ষম। তাঁদের উচিত এআই ও সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তির সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে সর্বোচ্চ নৈতিক মানদণ্ড বজায় রেখে সমাধান তৈরি করা।

প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধে শক্তিশালী ও কার্যকর নিয়ন্ত্রক কাঠামোর প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোর দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। ডিপফেকের ক্রমবর্ধমান হুমকির কথা উল্লেখ করে তিনি জানান, এ বিষয়ে সরকার ইতিমধ্যেই শিল্পমহলের সঙ্গে সংলাপ শুরু করেছে।

এর আগে এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি চলমান 'এআই ইমপ্যাক্ট এক্সপো'-র বিভিন্ন দিক তুলে ধরে একে "ভাবনা ও লক্ষ্য'র মিলনক্ষেত্র" হিসেবে অভিহিত করেন।

উল্লেখ্য, একাধিক দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও মন্ত্রী পর্যায়ের প্রতিনিধিদল এআই সামিটে অংশ নিতে রাজধানীতে পৌঁছেছেন। বিশ্বনেতা ও প্রযুক্তি সংস্থাগুলির উপস্থিতিতে এই সম্মেলন একাধিক অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার সম্ভাবনা তৈরি করেছে, যা প্রযুক্তি ও সুশাসনের ক্ষেত্রে ভারতের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা আরও সুদৃঢ় করবে।

পানীয় জলের সংযোগ থেকে বঞ্চিত সাত পরিবার, চড়িলাম ব্লকের ননজলা এলাকায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৭ ফেব্রুয়ারি: চড়িলাম ব্লকের বাঁশ তলী এডিসি ভিলেজ কমিটির ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ননজলা এলাকায় পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। এলাকায় জল সরবরাহের জন্য সরকারিভাবে ওয়াটার পাম্প স্থাপন ও পাইপলাইন সম্প্রসারণ করা হলেও সাতটি পরিবার এখনও পর্যন্ত পানীয় জলের সংযোগ থেকে বঞ্চিত বলে অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রায় ৮-৯ মাস আগে বাঁশ তলী এডিসি ভিলেজের জোটতলী এলাকায় একটি ওয়াটার পাম্প স্থাপন করা হয় এবং একজন যুবককে পাম্প পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। পরবর্তীতে সেখান থেকে পাইপলাইন সম্প্রসারণ করে প্রায় প্রতিটি বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়। তবে ননজলা এলাকার ফুল মিয়া, নাসির উদ্দিন, আসব আলী, হাকিম মিয়া, কাবিল মিয়া, হালেম দেববর্মা এবং বীরেন্দ্র দেববর্মাএই সাতটি পরিবারকে সংযোগ দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।

ফলে ওই পরিবারগুলিকে দূর-দূরান্ত থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করতে হচ্ছে। জল সংযোগ দেওয়ার সময় তারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানালেও তাদের বিশ্রামগঞ্জ ডি ডব্লিউ এস দপ্তরে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয় বলে জানান ভুক্তভোগীরা। পরবর্তীতে তারা বিশ্রামগঞ্জ ডি ডব্লিউ এস দপ্তরসহ বাঁশতলী ভিলেজ কর্তৃপক্ষের কাছেও লিখিত আবেদন করেন। কিন্তু এতদিন পরেও পানীয় জলের সংযোগ না পাওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে এলাকায়।

মঙ্গলবার দুপুরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জলবঞ্চিত পরিবারের কয়েকজন মহিলা তাদের দুর্দশার কথা তুলে ধরেন। দ্রুত তাদের বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ প্রদান করার জন্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

এমজিএনআরইজিএ ইস্যুতে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা ঘেরাওয়ের ডাক কংগ্রেসের, একাধিক নেতা-কর্মী আটক

লখনউ, ১৭ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন (এমজিএনআরইজিএ) দুর্বল করা এবং শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি না দেওয়ার অভিযোগে মঙ্গলবার উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা অভিমুখে মিছিল করে 'বিধানসভা ঘেরাও'-এর ডাক দেয় কংগ্রেস। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে একাধিক নেতা-কর্মীকে আটক করে পুলিশ।

বিধানসভা চত্বরে নিরাপত্তা জোরদার করে ব্যারিকেড বসায় পুলিশ। প্রতিবাদকারীদের অগ্রসর হওয়া আটকাতে র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স (আরএএফ) ও রাজ্য পুলিশ মোতায়েন করা হয়। পরে বিক্ষোভ ছত্রভঙ্গ করতে মৃদু বলপ্রয়োগ করা হয় বলে জানা গিয়েছে।

কংগ্রেসের অভিযোগ, বিজেপি-নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন-এর বাস্তবায়নে গাফিলতি করছে এবং প্রকল্পটিকে দুর্বল করে দিচ্ছে।

উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অজয় রাই-এর নেতৃত্বে বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থক বিধানসভা চত্বরে পৌঁছনোর চেষ্টা করেন। উত্তেজনা বাড়লে অজয় রাই-সহ বেশ কয়েকজন নেতাকে আটক করা হয়।

আইএএনএস-কে অজয় রাই বলেন, "আমাদের কর্মীদের উপর লাঠিচার্জ করা হচ্ছে। তাঁদের হেনস্থা করা হচ্ছে। আমরা আমাদের কর্মীদের বিধানসভায় নিয়ে যাব। তাঁদের গায়ে যত লাঠি পড়বে, তার জন্য সরকারকে জবাবদিহি করতে হবে।"

এছাড়াও কংগ্রেস সাংসদ কিশোরীলাল শর্মা পুলিশি পদক্ষেপের সমালোচনা করে একে গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর আঘাত বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, "আমরা শান্তিপূর্ণভাবে বিধানসভা ঘেরাওয়ের কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলাম।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

উন্নয়নের নামে দুর্নীতির অভিযোগ, বালিদুম—বৈঠাংবাড়ি রাস্তায় নিম্নমানের ইট ব্যবহারে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি: আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে পাহাড়ি এলাকায় উন্নয়নের নামে চরম দুর্নীতির অভিযোগ জোরালো হচ্ছে। এবার রাস্তা সংস্কারের কাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ তুলে সরব হলেন বিরোধী দল কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (মার্কসবাদী)-এর বিধায়ক শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথ।

ঘটনাটি উত্তর ত্রিপুরা জেলার যুবরাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বালিদুম এডিসি ভিলেজে। অভিযোগ, বালিদুম এডিসি ভিলেজের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বালিদুম—বৈঠাংবাড়ি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল অবস্থায় পড়ে ছিল। এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি থাকা সত্ত্বেও রাস্তাটি প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা-র আওতাভুক্ত থাকায় প্রশাসনিক জটিলতায় সংস্কারকাজ শুরু করা যায়নি।

পরবর্তীতে ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে রাজ্যের মোট ১০৮টি প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার রাস্তার সঙ্গে এই রাস্তাটিকেও পূর্ত দপ্তরের আওতায় এনে নতুন করে টেন্ডার করা হয়। বহু প্রতীক্ষার পর কাজ শুরু হলেও নিম্নমানের ইট দিয়ে রাস্তার মেডেলিংয়ের কাজ চলছে বলে অভিযোগ ওঠে।

স্থানীয় জনজাতি সম্প্রদায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে যান বিধায়ক শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথ। সরেজমিনে পরিদর্শন করে তিনি নিম্নমানের ইট ব্যবহারের অভিযোগের সত্যতা পান বলে দাবি করেন। এরপর তিনি সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার ও দপ্তরকে নিম্নমানের সামগ্রী সরিয়ে উন্নতমানের ইট ব্যবহার করার নির্দেশ দেন।

বিধায়ক বলেন, এই রাস্তা জনগণের অর্থে তৈরি হচ্ছে এবং জনগণের ব্যবহারের জন্যই। তাই কাজের মান নিয়ে কোনও আপস চলবে না। পূর্ত দপ্তর যদি জনগণের অভিযোগ না শোনে, তাহলে সরাসরি আমাকে জানানো হোক।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, একদিকে দেরিতে কাজ শুরু হয়েছে, তার উপর আবার নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে। তাঁর কথায়, "এডিসি নির্বাচনের আগে পাহাড়ে উন্নয়নের নামে যে চরম দুর্নীতি চলছে, বালিদুম—বৈঠাংবাড়ি রাস্তা তার জ্বলন্ত উদাহরণ।"

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক চর্চা তুঙ্গে উঠেছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বিশালগড় মহকুমাতেও অনুষ্ঠিত সিবিএসই বোর্ডের প্রথম দিনের পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৭ ফেব্রুয়ারি: মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে সিবিএসই বোর্ড পরিচালিত ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক অংক পরীক্ষা। গোটা রাজ্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিশালগড় মহকুমার অন্তর্গত বিশালগড় উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে(বিদ্যাজ্যোতি)কেন্দ্রেও পরীক্ষা শান্তিপূর্ণ ও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে। এদিন ছিল অংক বিষয়ের পরীক্ষা, যা বিভক্ত ছিল স্ট্যান্ডার্ড ও বেসিক এই দুই ভাগে।

বিশালগড় ইংলিশ মিডিয়াম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়,মধুপুর বিদ্যালয়, অফিস টিলা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, ও বক্সনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মোট পরীক্ষার্থী: ২৪৪জন মধ্যে ২২জন ছাত্র-ছাত্রী অনুপস্থিত। স্ট্যান্ডার্ড ও বেসিক তিনটি কেন্দ্রেই পরীক্ষার্থীদের উপস্থিতি ছিল ৯২ শতাংশ। সিবিএসসি বোর্ড এর বিশালগড় ইংলিশ মিডিয়াম এইস এস স্কুলের সেন্টার সুপারিন্ডেন মনিময় ভৌমিক জানান কোথাও কোন বড় ধরনের অনিয়ম বা বিশৃঙ্খলার খবর পাওয়া যায়নি।

প্রশাসনের তৎপরতা ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নজরদারিতে পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে। তবে বিদ্যালয়ে হল সংখ্যা ছিল ১১টি। শিক্ষক ও শিক্ষিকা ছিল মোট ২২জন এমনকি মূল ফটকে ফ্রিসিং এর দায়িত্বে ছিল দুজন। একজন পুরুষ ও একজন মহিলা। সিসিটিভি সেন্টারের দায়িত্বে ছিল একজন।

এই শান্তিপূর্ণ পরীক্ষার পরিবেশে শিক্ষার্থীরা স্বস্তি নিয়ে অংক বিষয়ের পরীক্ষা দিতে পেরেছেন। আগামী দিন গুলিতেও একইভাবে পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হবে বলে আশা ব্যক্ত করে বলেন সেন্টার সুপারিন্ডেন মণিময় ভৌমিক।

উত্তর ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজে দুই দিনব্যাপী বার্ষিক ক্রীড়া উৎসবের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৭ ফেব্রুয়ারি: উত্তর ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ, উত্তর ত্রিপুরা-এ সোমবার দুই দিনব্যাপী বার্ষিক ক্রীড়া উৎসব ২০২৬-এর জাঁকজমকপূর্ণ উদ্বোধন করা হয়। কলেজের শারীরিক শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি কলেজ ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চান্দনী চন্দ্রান, উত্তর জেলার জেলাশাসক। তিনি প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা একজন শিক্ষার্থীর মানসিক ও শারীরিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ক্রীড়াচর্চার মাধ্যমে শৃঙ্খলা, দলগত মনোভাব ও নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশ পায় বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে কলেজের অধ্যক্ষ, বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, আমন্ত্রিত অতিথি এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহব্যঞ্জক অংশগ্রহণে কলেজ প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে ওঠে।

বার্ষিক ক্রীড়া উৎসবে একাধিক ইভেন্টে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। দুই দিনের এই ক্রীড়া উৎসবকে ঘিরে কলেজে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। সমাপনী অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার ও ট্রফি তুলে দেওয়া হবে বলে কলেজ সূত্রে জানা গেছে।

যুবরাজনগরে রামকৃষ্ণ সেবা সমিতিতে আধুনিক আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ইউনিটের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৭ ফেব্রুয়ারি: যুবরাজনগর বিধানসভা এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে দেওয়ানপাশা শ্রী রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি প্রাঙ্গণে মঙ্গলবার একটি আধুনিক আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ইউনিটের শুভ উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন-এর শ্রীভূমি (আসাম) মঠের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী প্রেমঘনানন্দজী মহারাজ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুবরাজনগরের বিধায়ক শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথ।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় উদ্বোধনী সংগীতের মাধ্যমে। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন দেওয়ানপাশা রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি নিতু ভট্টাচার্য্য।

উদ্বোধক স্বামী প্রেমঘনানন্দজী মহারাজ তাঁর বক্তব্যে জানান, যুবরাজনগরের বিধায়ক শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথ পূর্ণ আস্থা রেখে নিজ তহবিল থেকে ২১ লক্ষ টাকা রামকৃষ্ণ মিশনের জন্য বরাদ্দ করেছেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই অর্থের মাধ্যমে জনসেবা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবে এবং এলাকার মানুষ উপকৃত হবেন। পাশাপাশি তিনি বলেন, ধর্মের নামে বিদ্বেষ ছড়ানো কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়; সমাজে সম্প্রীতি বজায় রাখাই সকলের কর্তব্য।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিধায়ক শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথ বলেন, মানুষ সুস্থ থাকলেই সমাজের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব। এলাকার স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও উন্নত করার লক্ষ্যে তিনি এই আল্ট্রাসোনোগ্রাফি মেশিন প্রদান করেছেন। এর ফলে দেওয়ানপাশা, পশ্চিম দেওয়ানপাশা, শ্রীপুর, হাফলং ও রাধাপুরসহ আশপাশের গ্রামের বহু মানুষ উপকৃত হবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ভবিষ্যতেও রামকৃষ্ণ মিশনের উন্নয়নে পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, এই আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবা চালু হওয়ায় যুবরাজনগর এলাকায় চিকিৎসা ব্যবস্থায় নতুন গতি সঞ্চার হবে।

ত্রিপুরা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের উদ্যোগে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে বিশেষ প্রচার গাড়ির সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি: বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে রাজ্যব্যাপী সচেতনতা অভিযান জোরদার করতে ত্রিপুরা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের উদ্যোগে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় বিশেষ প্রচারমূলক গাড়ির আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়েছে। আজ মেলারমাঠস্থিত ত্রিপুরা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের কার্যালয় প্রাঙ্গণে তিনটি প্রচার গাড়ির পতাকা নেড়ে উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়রাপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা। এই কর্মসূচির আওতায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার তিনটি মহকুমার মোট নয়টি ব্লকের প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়, বাজার, হাট ও বিভিন্ন জনসমাগমস্থলে গিয়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সংক্রান্ত সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হবে।

প্রথম দিনে একটি গাড়ি মোহনপুর ব্লকে, দ্বিতীয়টি বামুটিয়া ব্লকে এবং তৃতীয়টি ডুকলি ব্লকে প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করবে। প্রচার অভিযানের অংশ হিসেবে জনগণের মধ্যে লিফলেট ও তথ্যভিত্তিক সামগ্রী বিতরণ করা হবে। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো সাধারণ মানুষকে বাল্যবিবাহের কুফল, প্রযোজ্য আইন এবং শিশু অধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে অবহিত করা। অনুষ্ঠানে কমিশনের চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা জানান, বাল্যবিবাহমুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তুলতে গত ২৯ নভেম্বর ২০২৫ থেকে রাজ্যব্যাপী বিশেষ সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান শুরু হয়েছে। যা আগামী ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পর্যন্ত চলবে।

তিনি জানান, আইন অনুযায়ী মেয়েদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স ১৮ বছর এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ২১ বছর। এর কম বয়সে বিবাহ দেওয়া আইনতঃ দন্ডনীয় অপরাধ। তিনি আরও বলেন, ২০২৯ সালের মধ্যে বাল্যবিবাহের হার ৫ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা এই অভিযানের লক্ষ্য। আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে বিভিন্ন চা-বাগান ও জনবহুল এলাকায় পথ নাটিকার মাধ্যমে সচেতনতা কর্মসূচি শুরু হবে। সামাজিক এই ব্যাধি নির্মূলে সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য বলেও তিনি উল্লেখ করেন। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা তপন কুমার দাস, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের সহ অধিকর্তা অমৃত দেববর্মা সহ অন্যান্য বিশিষ্টজন উপস্থিত ছিলেন।

পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহা অভিযান উপলক্ষে বিজেপি প্রদেশ কার্যালয়ে বৈঠক

আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারী: পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহা অভিযান উপলক্ষে আজ প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে প্রশিক্ষণ যোজনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজ্যজুড়ে দলীয় কর্মীদের সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি ও আদর্শগত প্রশিক্ষণকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যেই এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য, রাজ্য প্রভারী রাজদীপ রায় সহ দলের অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব ও পদাধিকারীরা। রাজীব ভট্টাচার্য্য বলেন, এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য নতুন কর্মীদের দলের দর্শন, আদর্শ ও সাংগঠনিক কার্যক্রম সম্পর্কে পরিচিত করা এবং একই সঙ্গে অভিজ্ঞ কর্মীদের তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। রাজীব ভট্টাচার্য আরও বলেন, আমাদের লক্ষ্য শুধু সরকার গঠন নয়, নিজেদের আদর্শকে সঙ্গে নিয়ে চলা। সমাজ পরিবর্তন সম্ভব একমাত্র নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদের মাধ্যমে। তাই সময় সময় কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া আমাদের সাংগঠনিক কাজের অপরিহার্য অংশ।

ওই বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, রাজ্য স্তর থেকে শুরু করে জেলা ও মণ্ডল স্তর পর্যন্ত প্রশিক্ষণ শিবির সম্প্রসারিত করা হবে, যার আওতায় থাকবে বিধানসভা কেন্দ্রগুলিও।

পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের নামে নামাঙ্কিত এই প্রশিক্ষণ অভিযানে বুথ স্তরে সংগঠনকে আরও সক্রিয় করা, জনকল্যাণমুখী বার্তা জোরদার করা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সাফল্য আরও দৃঢ়ভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে

জনগণের কল্যাণে

● প্রথম পাতার পর

প্লাজায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান।

প্রধানমন্ত্রীর শপথের পর মন্ত্রিসভার অন্য সদস্যরাও শপথ নেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সালাহউদ্দিন আহমেদ, ইকবাল হাসান মাহমুদ, হাফিজ উদ্দিন আহমেদ-সহ আরও অনেকে।

৫০ সদস্যের মন্ত্রিসভায় রয়েছেন ২৫ জন পূর্ণমন্ত্রী, ২৪ জন প্রতিমন্ত্রী এবং তিনজন টেকনোক্র্যাট। নতুন সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লোকসভা স্পিকার ওম বিড়লা।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানায়, এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে স্পিকারের অংশগ্রহণ ভারত ও বাংলাদেশের জনগণের গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বের প্রতিফলন এবং দুই দেশের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি ভারতের অঙ্গীকারকে পুনর্ব্যক্ত করে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, অভিন্ন ইতিহাস, সংস্কৃতি ও পারস্পরিক শ্রদ্ধায় আবদ্ধ দুই প্রতিবেশী দেশ হিসেবে তারেক রহমানের নেতৃত্বে নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরকে ভারত স্বাগত জানায়।

নির্মাণের কয়েক বছরের মধ্যেই

● প্রথম পাতার পর

ক্রমশ খারাপ হতে শুরু করে। বর্ষাকালে পুরো রাস্তা কাদায় পরিণত হয়, আর শুকনো মৌসুমে ধুলোয় ঢেকে যায় চারপাশ। এর ফলে স্কুলপড়ুয়া শিশু, রোগী, প্রবীণ নাগরিকসহ সাধারণ মানুষের চলাচল কার্যত দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

স্থানীয়দের দাবি, একাধিকবার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নজরে আনা হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। জরুরি পরিষেবা, বিশেষ করে অ্যাম্বুলেন্স বা অন্যান্য যানবাহন এলাকায় ঢুকতে গিয়ে চরম সমস্যার মুখে পড়ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

অতিদ্রুত রাস্তাটির সংস্কার ও পাকা করণের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। তাদের স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, দ্রুত ব্যবস্থা না নেওয়া হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন তারা।

কর্পোরেটদের স্বার্থে

● প্রথম পাতার পর

গত ১০ জানুয়ারি থেকে রাজ্যে এই প্রতিবাদ শুরু হয়েছে। বিপুল সংখ্যক প্রান্তিক মানুষ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, কারণ এমজিএনরেগা তাঁদের সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়নের মেরুদণ্ড।

তিনি আরও বলেন, কংগ্রেস সরকারের আমলেই এমজিএনরেগা চালু হয়েছিল। যার মাধ্যমে গ্রামীণ পরিবারগুলিকে বছরে ১০০ দিনের কাজের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। এই প্রকল্প গরিব ও শ্রমজীবী মানুষের জীবিকা সুরক্ষার পাশাপাশি পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থাকেও শক্তিশালী করেছে বলে দাবি করেন তিনি।

তাঁর অভিযোগ, বিজেপি সরকার ধাপে ধাপে এমজিএনরেগাকে দুর্বল করেছে এবং এখন কার্যত তা বাতিল করেছে। তাঁর কথায়, এই সিদ্ধান্ত কর্পোরেটদের স্বার্থে নেওয়া হয়েছে। যার ফলে গ্রামীণ মানুষ অনিশ্চয়তার মুখে পড়ছে। ভিবিগ্রামজি আইনের মাধ্যমে কোন পঞ্চায়েত চলবে, মজুরি কাঠামো কী হবে, সবকিছুর উপর কেন্দ্র নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে চাইছে। এটি গণতন্ত্র ও মৌলিক অধিকারের উপর সরাসরি আঘাত।

তিনি আরও দাবি করেন, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান রাজ্যে এসে ভিবিগ্রামজি প্রকল্পের পক্ষে প্রচার চালালেও ত্রিপুরার মানুষ তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁর কথায়, আজকের এই মিছিল প্রমাণ করছে, ত্রিপুরার মানুষ এমজিএনরেগা চালু রাখতে চান এবং এর মাধ্যমেই গ্রামীণ উন্নয়নকে আরও শক্তিশালী করতে চান। তিনি আবারও অবিলম্বে এমজিএনরেগা পুনর্বহালের দাবি জানান।

সিবিএস'ই পরীক্ষা শুরু

● প্রথম পাতার পর

ফলাফল করবে। অনেক অভিভাবকই সন্তানদের নিয়ে সময়ের আগেই কেন্দ্রে পৌঁছান, যাতে শেষ মুহূর্তে কোনও অসুবিধা না হয়।

ত্রিপুরা মাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছরে রাজ্য সরকারের অন্তর্গত ১২৫টি বিদ্যাজ্যোতি স্কুলে দশম শ্রেণীর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৬ হাজার ৮৭৭ জন এবং দ্বাদশ শ্রেণীতে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫ হাজার ৩৭৮ জন।

ভারত-ফান্স

● প্রথম পাতার পর

সহযোগিতার মাধ্যমেই তা বাস্তবায়িত হয়। লক্ষ্য হল ভারত ও ফ্রান্সের স্টার্টআপ, এমএসএমই এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিকে যুক্ত করে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ও ডিজিটাল স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের সমাধান খোঁজা।" বক্তব্যে 'স্ট্র্যাটেজিক অটোনমি' বা কৌশলগত স্বনির্ভরতার প্রসঙ্গও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। ভারতে এয়ারবাস-এর এইচ১২৫ হেলিকপ্টারের অ্যাসেম্বলি লাইন উদ্বোধনকে তিনি 'মেক ইন ইন্ডিয়া, মেক ফর দ্য ওয়ার্ল্ড' ভাবনার উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেন।

দুই নেতা 'হরাইজন ২০৪৭' রোডম্যাপ পর্যালোচনা করেন। সামরিক সরঞ্জামের যৌথ উৎপাদনযার মধ্যে রয়েছে হ্যামার ক্ষেপণাস্ত্র ক্ষেপণাস্ত্র এবং ১১৪টি রাফাল যুদ্ধবিমান প্রকল্পনিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বৈঠকটি ২০২৬ সালের এআই ইমপ্যাক্ট সামিটের প্রেক্ষাপটে হওয়ায়, প্রধানমন্ত্রী 'সার্বভৌম এআই' গঠনে যৌথ প্রতিশ্রুতির কথাও তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্য, এই এআই হবে নিরাপদ, সুরক্ষিত এবং গ্লোবাল সাউথের জন্য উপকারী। মার্সেই থেকে মুম্বইএই যাত্রাপথে দুই দেশের অংশীদারিত্বের প্রসঙ্গ টেনে মোদী স্মরণ করান, ফ্রান্সে পূর্ববর্তী আলোচনার ভিত্তিতে এখন সেই এআই-দৃষ্টিভঙ্গি শিল্পক্ষেত্রে বাস্তব ফলাফলে রূপ নিচ্ছে। রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত এবং গাজা পরিস্থিতি নিয়েও সংলাপ ও কূটনীতির প্রয়োজনীয়তার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী। এ বিষয়ে ভারত ও ফ্রান্সের মধ্যে 'দার্শনিক সাযুজ্য' রয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

চেয়ারের জোরে

● প্রথম পাতার পর

করা। কিন্তু দুর্নীতি কেলেঙ্কারি ছাড়াও যে দেশ চালানো যায় সেটা করে দেখিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আমাদের ত্রিপুরা সরকারও চেষ্টা করছে কিভাবে স্বচ্ছতার সঙ্গে রাজ্য চালানো যায়। আমরা চাই সব অংশের মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন। আমরা জনজাতি অংশের মানুষকে আরো শক্তিশালী করতে চাই।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন, মানুষকে জাতিগতভাবে সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ি দিয়ে রাজনীতি করা যায় না। এটা কোন সময় কাম্য নয়। মানুষকে বিভ্রান্ত করা বা বোকা বানানোর জন্য অনেক আন্দোলন হয়েছে। তিপ্রাল্যান্ড নিয়েও অনেক রাজনীতি হয়েছে। এখন আবার আরেকটা পার্টি বলছে তিপ্রাল্যান্ড দিয়ে হবে না, তাই গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড লাগবে। কোমলমতি জনজাতি ভাইবোনদের দিয়ে এসব বিভ্রান্তিকর রাজনীতি করা হচ্ছে। আর আমাদের প্রধানমন্ত্রী সবদিকে নজর রেখে মানুষের কল্যাণে কাজ করছেন। দেশকে ক্রমশ সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি। এবারের বাজেটেও জনজাতিদের উন্নয়নে অধিক পরিমাণ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। জনজাতিদের সম্মান প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করছে এই সরকার। আমরা চাই তাদের কৃষ্টি সংস্কৃতি পরম্পরা সংস্কার অটুট থাকুক। জনজাতি সমাজপতিদের সাম্মানিক ভাতা ২ হাজার টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৫ হাজার টাকা করা হয়েছে। জনজাতিদের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করার জন্য জেলা ও মহকুমা স্তরে টিসিএস সমতুল্য আধিকারিক নিয়োগ করা হয়েছে।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, আপনারা ভেবে দেখুন যে রাজ্য সরকার আমরা চালাচ্ছি। কিন্তু রাজ্য সরকারের কয়জন মন্ত্রী বিদেশে গেছেন? অথচ তারা এডিসি চালিয়ে বিদেশ যাচ্ছেন। এই পয়সা কোথা থেকে পায় তারা? যেখানে বিদেশে যাওয়ার ক্ষমতা নেই আমাদের। লুট চলছে এখন চারিদিকে। বিদেশ ভ্রমণের পয়সার কথা বলা হলে উত্তর আসে যে নিজের পয়সা দিয়ে যায়। আর যাদেরকে বিদেশে পাঠানো হচ্ছে তারাই ফ্ল্যাগ ফেস্টুন ফেলে দেওয়ার কাজে লিপ্ত হচ্ছে। মানুষকে হুমকি ধমকি দেওয়া হচ্ছে।

সভায় উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায়, তপশিলি কল্যাণ মন্ত্রী সুধাংশু দাস, বিধায়ক স্বপ্না দাস পাল, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা, উনকোটি জেলার সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, ধলাই জেলা সভাপতি প্রতিরাম ত্রিপুরা সহ দলের জেলা ও মন্ডল স্তরের শীর্ষ নেতৃত্ব। উল্লেখ্য, এই সভা থেকে ৫৭ পরিবারের ২১৫ জন ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা তলে সামিল হন। তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপি দলে বরণ করে নেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। এদিকে, বাংলাদেশের নবনির্বাচিত সরকারের মন্ত্রিসভায় ২৫ জন বিএনপি সাংসদ মন্ত্রী এবং ২৪ জন প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে যাচ্ছেন বলে স্থানীয় গণমাধ্যমে জানা গেছে।

প্রধান মন্ত্রীদের তালিকায় রয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সালাহউদ্দিন আহমেদ, ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু এবং হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বীর বিক্রম প্রমুখ।

এছাড়া বিএনপির দুই নেতা মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ ও খলিলুর রহমান টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন বলে প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

এর আগে বিএনপি সংসদীয় দলের বৈঠকে নবনির্বাচিত সাংসদরা সিদ্ধান্ত নেন, তারা শুল্কমুক্ত গাড়ি বা সরকারি প্লট গ্রহণ করবেন না। স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, নতুন মন্ত্রীদের জন্য ৪৫টি সরকারি গাড়ি প্রস্তুত রাখা হয়েছিল এবং সেগুলো সংসদ সচিবালয়ের সামনে সারিবদ্ধভাবে রাখা হয়।

এদিকে, দিনের শুরুতে বিজয়ী ২০৯ জন বিএনপি প্রার্থী সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নিলেও তারা সংবিধান সংস্কার পরিষদের শপথ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন আহমেদ জানান, দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান-এর নির্দেশে বিএনপির নবনির্বাচিত এমপিদের সংবিধান সংস্কার পরিষদের ফরমে স্বাক্ষর না করতে বলা হয়েছে, কারণ তারা ওই পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হননি।

বিএনপির এ সিদ্ধান্তের পর ১১ দলীয় জোটের শরিক দলগুলো বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এবং ন্যাশনাল সিটিজেনস পার্টি (এনসিপি)প্রাথমিকভাবে সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণে বিরত থাকে। তবে পরে জামায়াত নেতৃত্বাধীন জোট, স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সদস্যরা শপথ নেন। পরবর্তীতে এনসিপির ছয়জন নবনির্বাচিত এমপিও শপথ গ্রহণ করেন।

দেশের সংবিধান অনুযায়ী নবনির্বাচিত এমপিদের শপথ পাঠ করান প্রধান নির্বাচন কমিশনার এএমএম নাসির উদ্দিন। দেশের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো কোনো সিইসি এমপিদের শপথবাক্য পাঠ করালেন। সংসদীয় দলের বৈঠকে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত করা হয়। ফলে তিনি সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার পথে এগিয়ে গেলেন।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ১৩তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২০৯টি আসনে জয়লাভ করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। অন্যদিকে, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ৬৮টি আসন পায়।

১২ ফেব্রুয়ারি দেশের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৯৯টিতে ১৩তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, যা জুলাই ন্যাশনাল চার্টার সংক্রান্ত গণভোটের সঙ্গে একযোগে আয়োজন করা হয়।

তারেক রহমান দুটি আসন থেকে নির্বাচিত হলেও বগুড়া-৬ আসনটি শূন্য ঘোষণা করে তিনি ঢাকা-১৭ আসন থেকে সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নেন।

দীর্ঘ প্রায় ৩৫ বছর পর বাংলাদেশে একজন পুরুষ প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন। তবে বিশ্লেষকদের মতে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ১৮ মাসের শাসনামলে সৃষ্ট অস্থিরতা ও উগ্রবাদী প্রবণতা মোকাবিলা করা নতুন সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1
18-02-2026, 01:05

স্টেট গেমসের ঐতিহাসিক আয়োজন ৩ হাজার ক্রীড়াবিদ, উদ্বোধক মুখ্যমন্ত্রী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। সারা রাজ্যের খেলোয়াড়রা এখন সিলেকশন ট্রায়ালের পর সকাল সন্ধ্যায় প্রশিক্ষণ নিয়ে ব্যস্ত। ত্রিপুরায় আয়োজিত হতে যাচ্ছে 'প্রথম রাজ্য গেমস ২০২৬'; বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ২২শে ফেব্রুয়ারি। ত্রিপুরার ক্রীড়া ইতিহাসে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে যাচ্ছে। আগামী ২২শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে রাজ্যে শুরু হচ্ছে তিন দিনব্যাপী "প্রথম রাজ্য গেমস"। এই মেগা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে আগরতলার বাধারঘাট স্টেডিয়ামে, দুপুর ঠিক ২টোয়। এই মহতী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এবং উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ (অধ্যাপক) মানিক সাহা। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানকে অলঙ্কৃত করবেন রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। এছাড়া, রাজ্য বিধানসভার বেশ কজন সদস্য, জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসনিক ব্যক্তিবর্গ ও কর্মকর্তা প্রমূখ তিন দিনের এই মেগা আয়োজনে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। আজ সকাল সাড়ে দশটায় এনএসআরসিসি-র মিলনায়তনে আয়োজক ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশন আহুত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই স্টেট গেমস ২০২৬ নিয়ে বিস্তারিত তথ্য জানান ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশনের অ্যাডভাইজারি কমিটির চেয়ারম্যান তথা এই গেমসের টুর্নামেন্ট ডিরেক্টর রতন সাহা এবং অর্গানাইজিং সেক্রেটারি তথা ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি সুজিত রায়। সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি স্বপন সাহা, জয়েন্ট কো-অর্ডিনেটর অপু রায়, চিফ কো-অর্ডিনেটর পাইমং মগ সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, এই প্রতিযোগিতায় মোট ১৮টি ডিসিপ্লিনে রাজ্যের তিন হাজারেরও অধিক ক্রীড়াবিদরা অংশগ্রহণ করবেন। খেলার গুরুত্ব এবং পরিকাঠামো বিবেচনা করে রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন ভেন্যুকে নির্বাচন করা হয়েছে: এনএসআরসিসি, আগরতলায় জুডো, টেবিল টেনিস, বক্সিং, বাস্কেটবল, ব্যাডমিন্টন, জিমন্যাস্টিক্স; বাধারঘাট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে হকি, অ্যাথলেটিক্স, হ্যান্ডবল, ভলিবল; কলেজ টিলা, আগরতলায় ট্রায়াথলন; স্টেট টেনিস কমপ্লেক্স, মালঞ্চ নিবাসে টেনিস; আসাম রাইফেলস কমপ্লেক্সে স্কোয়াশ; চন্দ্রপুর, রেশম বাগানে ওয়েট লিফটিং, বিএসএফ শালবাগানে গলফ; উদয়পুরে কাবাডি; বিলোনিয়ায় ফুটবল, ধর্মনগরে খো খো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্যের তৃণমূল স্তরের খেলোয়াড়দের প্রতিভা অন্বেষণ এবং তাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের জন্য প্রস্তুত করাই এই রাজ্য গেমসের মূল লক্ষ্য। তিন দিনের এই ক্রীড়া মহাযজ্ঞ আগামী ২৪শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে। প্রথমবারের মতো আয়োজিত এই স্টেট গেমসকে সামনে রেখে ইতোমধ্যে ১৩ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি তিন দিনব্যাপী ম্যাসকট রেলি রাজ্যের সব ক-টি জেলা প্রদর্শনী করে আগরতলায় ফিরে এসেছে। পাঁচজনের প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য অমিয় দাস তিন দিনব্যাপী এই ম্যাসকট রেলির অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার কথাও উল্লেখ করেন। রাজ্যের সমস্ত ক্রীড়াপ্রেমী মানুষকে রাজ্যের চারটি জেলা জুড়ে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী এই মেগা স্টেট গেমস অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

রাঁচিতে আজ ত্রিপুরা দল জয়ের হ্যাটট্রিকের লক্ষ্যে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শক্তিশালী প্রতিপক্ষ দিল্লি। তৎসত্ত্বেও ত্রিপুরা দলের লক্ষ্য রয়েছে জয়ের হ্যাটট্রিক করার। পূর্ববর্তী দুটি ম্যাচে যথাক্রমে গোয়াকে ১৭ রানে এবং সৌরাষ্ট্রকে সাত উইকেটের ব্যবধানে হারিয়ে ত্রিপুরার সিনিয়র মহিলা ক্রিকেট দলের মনোবল যথেষ্ট তুঙ্গে। প্রথম দিকের চারটি ম্যাচে পরাজয় স্বীকার করলেও ত্রিপুরা দল প্রচন্ড লড়াকু মেজাজে খেলে পঞ্চম ম্যাচের মাথায় গোয়ার বিরুদ্ধে জয় ছিনিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। আগামীকাল বুধবার এলিট সি এর গ্রুপ লীগের সপ্তম তথা অন্তিম রাউন্ডের খেলায় ত্রিপুরা ও দিল্লি পরস্পরের মুখোমুখি হবে। খেলা হবে তোরিয়ান ওয়ার্ল স্পোর্টস গ্রাউন্ডে। প্রথম ম্যাচে ত্রিপুরা দল এই মাঠেই হায়দ্রাবাদের মুখোমুখি হয়েছিল। উল্লেখ্য, দিল্লি এ পর্যন্ত ছয়টি ম্যাচের মধ্যে পাঁচটিতে জয়ী হয়েছে।

নকআউট এলেই কাগুজে বাঘ ! রনজি থেকে বিদায়ের মুখে বাংলা, ব্যাটিং বিপর্যয়ের দায় নেবে কে?

গ্রুপ পর্বে দুরন্ত পারফরম্যান্স। কিন্তু নকআউটে গেলেই কাগুজে বাঘ। গত কয়েকবছর ধরে ঘরোয়া ক্রিকেটে এটাই বাংলার ছবি। রনজি, বিজয় হাজারে, সৈয়দ মুস্তাক আলি-সমস্ত টুর্নামেন্টের শুরুতেই ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে আশা জাগায় বাংলা। কিন্তু নকআউট পর্বে স্বপ্নের সলিল সমাধি। এবার জম্মু-কাশ্মীরের কাছে হেরে রনজি থেকে বিদায়ের মুখে দাঁড়িয়ে বাংলা। প্রশ্ন উঠছে, আর কতদিন এইভাবে খেলা চালিয়ে যাবেন অভিমন্যু ঈশ্বরণরা?

এবছর বাংলার জার্সিতে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলছেন জাতীয় দলের তিন পেসার। মহম্মদ শামি, মুকেশ কুমার, আকাশ দীপদের দাপটে বিপক্ষকে গতির আগুনে সেঁকে ফেলা যাচ্ছিল। এবারের রনজিতে সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট পেয়েছে বাংলা। দাপট দেখিয়ে ঘরের মাঠে নকআউটের ম্যাচগুলো খেলেছে। কিন্তু জাতীয় দলের পেস ত্রয়ীও ব্যর্থ কাশ্মীরের আকিব নবির কাছে। গোটা ম্যাচে কাশ্মীরি পেসার নিজে তুললেন ৯ উইকেট। সেখানে আকাশ-মুকেশরা পাঁচটা করেও উইকেট তুলতে পারেননি। লড়লেন একা শামি।

রনজিতে স্বপ্নভঙ্গ হলে তার দায় ব্যাটারদেরও। বারবার অভিযোগ ওঠে, জাতীয় দলে বঞ্চনার শিকার বঙ্গ অধিনায়ক অভিমন্যু। কিন্তু ক্রিকেটমহল মনে করতে পারছে না, নকআউট ম্যাচে শেষ কবে কার্যকরী ইনিংস খেলেছেন তিনি। পরিসংখ্যান বলছে, গত সাত বছরে নকআউটে ১১টি ইনিংস খেলেছেন অভিমন্যু। একবারও পঞ্চাশ রানের গণ্ডি ছুঁতে পারেননি। তাঁর যাবতীয় রান লিগ পর্বে। ঘরোয়া ক্রিকেটে মধ্যমানের পেসারকে সামলাতে না পারলে দেশের জার্সিতে খেলবেন কী করে? ক্রিকেটমহল বলছে, অভিমন্যুর একটা হাফসেঞ্চুরি থাকলেই এবারের সেমিফাইনাল জিতে যায়। কিন্তু এদিন তিনি মাত্র ৫ রানে আউট। কেবল অভিমন্যু নয়, দায় বর্তায় সুদীপ চট্টোপাধ্যায়দের উপরেও। যে দলটা কোয়ার্টার ফাইনালে ৬০০ রান তোলে, সেমির প্রথম ইনিংসে ৩২৮ রান করে, তারা দ্বিতীয় ইনিংসে একশোর গণ্ডিও পেরবে না কেন? লাল বলের ক্রিকেটে দ্বিতীয় ইনিংসের গুরুত্ব অসীম। ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেয় এই ইনিংস। সেখানে কেন বঙ্গ ব্যাটাররা রান করতে পারবেন না? বিশ্বাস করতে পারছেন না ক্রিকেট বিশ্লেষকরা। জম্মু-কাশ্মীরের মতো দলের বিরুদ্ধে ব্যাটিং বিপর্যয়, মানতে পারছেন না তাঁরা। তৃতীয় দিনের শেষে স্কোরবোর্ড বলছে, ইতিহাস গড়া থেকে মাত্র ৮৩ রান দূরে দাঁড়িয়ে আবদুল সামাদরা। হাতে আট উইকেট। প্রথমবার রনজি ফাইনালে খেলার হাতছানি তাদের সামনে। যদিও ক্রিকেট মহা অনিশ্চয়তার খেলা। শেষ দিনে ফলাফল পালটে গেলেও যেতে পারে। কিন্তু তাতেও কি বাংলা দলের কঙ্কালসার দশাটা ঢাকা পড়বে?

ভারত-রণে হারের জেরে টালমাটাল পাক বাহিনী মরণবাঁচন নামিবিয়া ম্যাচে বাদ বাবর-শাহিন !

ওয়াকার ইউনিস, শাহিদ আফ্রিদিরা বেজায় চটেছেন। অপারেশন সিঁদুরের সময়কালে পাক-প্রাক্তনিদের দেখা গিয়েছে নিয়মিত ভারত বিরোধিতায় সুর চড়াতে। কিন্তু তাঁদের উত্তরসূরিরা বাইশ গজে শেষ চার সাক্ষাতেই অসহায় আত্মসমর্পণ করেছে টিম ইন্ডিয়ার সামনে। যার ফলে পূর্বসূরিদের তোপের মুখে বাবর আজম-শাহিন শাহ আফ্রিদিরা।

ওয়াকার যেমন মনে করছেন, রবিবার কলম্বোয় প্রথম ইনিংসেই ম্যাচটা হেরে গিয়েছিল পাকিস্তান। "ভারত যখন ১৭৫ তুলল, পাকিস্তান তখনই হেরে গিয়েছিল। সবাই জানে আমাদের ব্যাটিং ভালো না। সেক্ষেত্রে ওদের দেড়শোর মধ্যে আটকে রাখলেও একটা সম্ভাবনা থাকত। কিন্তু সেটা হয়নি", বলেছেন প্রাক্তন পাক পেসার। যদিও পাকিস্তান গুটিয়ে গিয়েছে মাত্র ১১৪ রানেই। আফ্রিদি আবার এতটাই ক্ষুব্ধ যে জামাই শাহিনকেই দল থেকে ছেটে ফেলার পক্ষে সওয়াল করেছেন। সটান বলে দিয়েছেন, "শাহিন-বাবর এখনও দলে কেন? আমার ক্ষমতা থাকলে ওদের ছুড়ে ফেলে দিতাম। সঙ্গে সাদাব খানকেও। নামিবিয়ার বিরুদ্ধে নতুনদের খেলার সুযোগ দেওয়া হোক। তাদেরও আত্মবিশ্বাস বাড়বে। পারফর্ম না করতে পারলে সিনিয়াররা দলে থাকবে কেন?"

যা খবর, নামিবিয়া ম্যাচেই পুরণ হতে পারে আফ্রিদির মনোকামনা। এমনিতে গ্রুপের শেষ ম্যাচটা পাকিস্তানের কাছে মরণ-বাঁচন। না জিততে পারলে সুপার এইটের দৌড় থেকে ছিটকে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। পাক শিবির সূত্রে জানা গিয়েছে, সেই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে বাবর-শাহিনদের ছাড়া মাঠে নেমে পড়ার সম্ভাবনাই বেশি। রবিবার হার নিশ্চিত বুঝে ম্যাচ শেষের আগেই মাঠ থেকে চম্পট দেন পিসিবি প্রধান মহসিন নকভি। সোমবার টিম হোটেলে এসে দলের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন তিনি। সেখানে বাবর-শাহিনদের নিয়ে বেশ কড়া আলোচনা হয় বলেই খবর।

উল্টোদিকে, ভারতীয় শিবির বেশ ফুরফুরে মেজাজে। গ্রুপের শেষ ম্যাচ আমেদাবাদে নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে খেলবেন সূর্যকুমার যাদবরা। বাবসেই ম্যাচ খেলতে এদিন কলম্বো থেকে জয় শাহর শহরে এল দল। আগেই সুপার এইটের টিকিট নিশ্চিত হওয়ায় এই ম্যাচ ভারতের জন্য একেবারে নিয়মরক্ষার।

রোমাঞ্চকর ফিনিশিং-এর অপেক্ষায় মোহনপুর - বিসিসি-র ফাইনাল ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ফাইনাল ম্যাচ বলে কথা। রোমাঞ্চকর ফিনিশিং হতে চলেছে মোহনপুর বিসিসি-র ফাইনাল ম্যাচ। খেলা হচ্ছে এমবিবি স্টেডিয়ামে। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেটের খেতাবি লড়াই। এই মুহূর্তে এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে চলেছে। কোনদল জয়ী হয়ে চ্যাম্পিয়ন হবে হলফ করে কেউ এই মুহূর্তে বলতে পারবে না। কেননা জয়ের জন্য মোহনপুরের সামনে যেমন ২০১ রানের টার্গেট, তেমনি বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব তথা বিসিসি ডু অর ডাই কমিটমেন্টকে সামনে রেখে সারাদিনে ৯০ ওভারের মধ্যে ২০০ রানের গণ্ডিতছ অন্তত পক্ষে আটকে রাখা। ১০ উইকেট তুলে নেওয়ার টার্গেট থাকবে তবে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে বিসিসি কিন্তু চ্যাম্পিয়নের লক্ষ্যে এক ধাপ এগিয়ে রয়েছে। মোহনপুর ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। দিনভর সময়ের মধ্যে উইকেট কামড়ে ব্যাট হাতে টিকে থেকে ২০১ রানের টার্গেটে পৌঁছানো এখন তাদের মূল লক্ষ্য। সোমবারের শুরু হওয়া ফাইনাল ম্যাচে টস জিতে বিসিসি অর্থাৎ বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ৫৬ ওভার ৪ বল খেলে ১৪১ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে অধিনায়ক অর্কজিৎ সাহার ৮৪ রান যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। অর্কজিৎ ১৬০ বল খেলে ১৬ টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৮৪ রান সংগ্রহ করে। ওপেনার মৈনাক সাহার ১৭ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। সতীর্থ আর কেউ দুই অঙ্কের রানে পৌঁছুতে পারেনি। মোহনপুরের সপ্তদ্বীপ দত্ত বত্রিশ রানে এবং পান্থর দেববর্মা ৪৬ রানে চারটি করে উইকেট পেয়েছে। পিনাক দেব ও বিশাল সরকার পেয়েছে একটি করে উইকেট। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে মোহনপুর ৩৩ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে চার উইকেট হারিয়ে ৩৭ রান সংগ্রহ করেছিল। আজ মঙ্গলবার দ্বিতীয় দিনে মোহনপুর একত্রিশ ওভার খেলে অবশিষ্ট ৬ উইকেট হারিয়ে ৮২ রান যোগ করে ১১৯ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে অঙ্কিত দাস সর্বাধিক ৪২ রান পেয়েছিল। বিসিসি-র তানিষ্ক চক্রবর্তী ২১ রানে চারটি এবং আকাশ দেবনাথ সাগর সূত্রধর ও সন্দিপন দাস প্রত্যেকে দুটি করে উইকেট পেয়েছে। ২২ রানে লিড নিয়ে বিসিসি দ্বিতীয় ইনিংস এর খেলা শুরু করে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ৫৭ ওভার তিন বল খেলে ১৭৮ রানে দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করে নেয়।। দলের পক্ষে মৈনাক সাহা সর্বাধিক ৫৮ রান পায় ৮২ বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারি সহযোগে।

তানিষ্ক সংগ্রহ করেছে ৩৩ রান। অর্কজিত সাহার ব্যাটে এসেছে ৩১ রান। মোহনপুরের পান্থর দেববর্মা দুর্দান্ত সাতটি উইকেট পেয়েছে ৪৩ রানের বিনিময়ে। এছাড়া, অঙ্কিত দাস পেয়েছে তিনটি উইকেট। আগামীকাল ম্যাচের তৃতীয় তথা অন্তিম দিনে মোহনপুর ২০১ রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নামবে।

ভারতের কাছে হারে ক্ষুব্ধ নকভি, স্টেডিয়াম ছেড়ে পালানোর পরই বার্তা দলকে বাবর-শাহিনকে ছেঁটে ফেলার নির্দেশ, অগ্নিগর্ভ পাক শিবির

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের কাছে ৬১ রানে হারায় সলমন আলি আঘার দলের তীব্র সমালোচনা চলছে। দলকে কড়া বার্তা দিয়েছেন ক্ষুব্ধ মহসিন নকভি। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) সূত্রে খবর, টি-টোয়েন্টি দল থেকে ছেঁটে ফেলা হতে পারে দুই সিনিয়র ক্রিকেটার বাবর আজম এবং শাহিন আফ্রিদিকে। সূর্যকুমার যাদবের দলের কাছে সলমনদের পর্যুদস্ত হওয়া মেনে নিতে পারছেন না পিসিবি চেয়ারম্যান নকভি। পিসিবির এক কর্তা সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে বলেছেন, "দলের পারফরম্যান্সে চেয়ারম্যান অত্যন্ত হতাশ এবং ক্ষুব্ধ। রবিবার খেলা শেষ হওয়ার আগেই স্টেডিয়াম থেকে বেরিয়ে যান। তখন আমাদের পরাজয় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল।" পিসিবির ওই কর্তা জানিয়েছেন, স্টেডিয়াম ছাড়ার পরই দলের ম্যানেজার নাভেদ আক্রম চিমাকে ঘনিষ্ঠ এক কর্তার মাধ্যমে মেসেজ পাঠান ক্ষুব্ধ নকভি। জানিয়ে দেওয়া হয়, "এমন গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে এই ধরনের পারফরম্যান্স বোধগম্য নয়। মেনে নেওয়া যায় না।" ঘনিষ্ঠ মহলে হতাশ নকভি নাকি বলেছেন, সলমনদের পারফরম্যান্স পাকিস্তানের মান ডোবাচ্ছে।

অন্য দিকে, রবিবারের ম্যাচের পর পাকিস্তান শিবিরে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। অসন্তোষের কেন্দ্রে বাবর এবং শাহিন। দলের মধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে, গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে আর কবে দায়িত্ব নিয়ে খেলবেন সিনিয়রেরা। পিসিবি কর্তারাও তাঁদের উপর ক্ষু। উল্লেখ্য, ভারতের বিরুদ্ধে বাবর ৫ রান করে আউট হয়ে যান। শাহিন ২ ওভারে ৩১ রান দিয়ে ১ উইকেট নেন। ব্যাট হাতে তাঁর ১৯ বলে ২৩ রানের ইনিংস গুরুত্ব পাচ্ছে না। কারণ দলের প্রধান বোলার হিসাবেই বিবেচনা করা হয় শাহিনকে।

পাকিস্তান শিবির সূত্রে খবর, নামিবিয়ার বিরুদ্ধেই প্রথম একাদশ থেকে ছেঁটে ফেলা হতে পারে বাবর এবং শাহিনকে। পিসিবির এক কর্তা বলেছেন, "যথেষ্ট হয়েছে। গভীর রাতে টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথা হয়েছে। এ ভাবে চলতে পারে না। বাবর এবং শাহিনকে বসিয়ে দেওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছে। সলমন মির্জা, নাসিম শাহ, ফখর জামানদের খেলানোর কথা বলা হয়েছে নামিবিয়ার বিরুদ্ধে।" সব মিলিয়ে ভারতের কাছে হারের পর অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি পাক শিবিরে। চলতি বিশ্বকাপেই খুব প্রয়োজন না হলে বাবর এবং শাহিনকে আর প্রথম একাদশে চাইছেন না পিসিবি কর্তারা। কোচ মাইক হেসন এবং অধিনায়ক সলমনকে বিষয়টি বলে দেওয়া হয়েছে।

পদ্মজং শিল্ড ফুটবলে টাইব্রেকারে রুদ্ধশ্বাস জয়ে সেরা মণিপুর রেংদাই

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা।ভরা গ্যালারি, গগনবিদারী চিৎকার আর টানটান উত্তেজনাসব মিলিয়ে কৈলাসহরের রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় স্টেডিয়াম মঙ্গলবার হয়ে উঠেছিল এক টুকরো ফুটবল স্বর্গ। দীর্ঘ ১০ বছর পর পুনরুজ্জীবিত পদ্মজং শিল্ড ফুটবল টুর্নামেন্টের মেগা ফাইনালে এদিন মুখোমুখি হয় মণিপুরের দুই হেভিওয়েট দলরেংদাই এফসি ও টিআরএইউ এফসি। নির্ধারিত সময়ের খেলা গোলশূন্য থাকার পর, রোমাঞ্চকর টাইব্রেকারে ৫-৪ ব্যবধানে বাজিমাত করল রেংদাই।হলুদ-সাদা জার্সির রেংদাই এবং লাল জার্সির টিআরএইউ-এর লড়াই শুরু থেকেই ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রথমার্ধে রেংদাই আগ্রাসী ফুটবল খেলে মাঝমাঠের দখল নিলেও টিআরএইউ-এর জমাট রক্ষণ ভাঙতে পারেনি। উল্টো দিকে পাল্টা আক্রমণে উঠে এসে প্রথমার্ধের মাঝামাঝি সময়ে টিআরএইউ-এর একটি জোরালো শট গোলপোস্টে লেগে ফিরে এলে নিশ্চিত গোল থেকে রক্ষা পায় রেংদাই। অফ সাইডের ফাঁদ আর দুই রক্ষণের দৃঢ়তায় প্রথমার্ধ শেষ হয় ০-০ ব্যবধানে।দ্বিতীয়ার্ধেও গোলের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে দুই পক্ষই। ফ্রি-কিক ও কর্নার থেকে সুযোগ তৈরি হলেও গোলের মুখ খোলেনি। শেষ ১৫ মিনিটে আকাশী বল ও দূরপাল্লার শটে আক্রমণের ধার বাড়ালেও গোলকিপারদের তৎপরতায় ম্যাচ অমীমাংসিত থেকে যায়। আলো স্বল্পতার কারণে অতিরিক্ত সময়ের পরিবর্তে ম্যাচ সরাসরি গড়ায় পেনাল্টি শুটআউটে।পেনাল্টিতে রেংদাই এফসি তাদের পাঁচটি শটই জালে জড়াতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে, ট্রউড্ড একটি সুযোগ হাতছাড়া করলে জয়ের উৎসব শুরু হয় রেংদাই শিবিরে। দলের গোলরক্ষকের একটি দুর্দান্ত সেভ ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেয়। বিজয়ী দলের ২৪ নম্বর জার্সিধারী খেলোয়াড় বিক্রম 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ' নির্বাচিত হন।ফাইনাল ম্যাচের সাক্ষী থাকতে গ্যালারিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা। বিরতির সময় দর্শকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ১০ বছর পর এই ঐতিহ্যবাহী টুর্নামেন্ট ফিরে আসা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। ক্রীড়াপ্রেমীদের এই উৎসাহই ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।তাঁর সাথে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী টিঙ্কু রায়, মন্ত্রী সুধাংশু দাস, ঊনকোটি জেলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান মবস্বর আলী, জেলাশাসক ডঃ তমাল মজুমদার, জেলা পুলিশ সুপার সুধাম্বীকা আর, -সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।খেলা শেষে বিজয়ীদের হাতে ট্রফি ও ৫ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। রানার্স-আপ দল টিআরএইউ এফসি-র হাতে ট্রফি ও ৩ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন মন্ত্রী টিঙ্কু রায়।দীর্ঘ বিরতির পর পদ্মজং শিল্ডের এই সফল আয়োজন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ফুটবলে নতুন প্রাণের সঞ্চার করল। আজকের এই রুদ্ধশ্বাস ফাইনাল কৈলাসহরের ফুটবল প্রেমীদের হৃদয়ে দীর্ঘকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

নিসঙ্কার অবিশ্বাস্য শতরানে অসিদের হারিয়ে সুপার এইটে শ্রীলঙ্কা, টানা দু'ম্যাচ হেরে অস্ট্রেলিয়াকে তাকিয়ে থাকতে হবে জিম্বাবোয়ের দিকে

জিম্বাবোয়ের পর শ্রীলঙ্কার কাছেও হেরে গেল অস্ট্রেলিয়া। সোমবার অস্ট্রেলিয়াকে ৮ উইকেটে হারিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইটে পৌঁছে গেল দাসুন শনাকার দল। প্রথমে ব্যাট করে ১৮১ রান করে অস্ট্রেলিয়া। জবাবে ১৮ ওভারে ২ উইকেটে ১৮৪ রান শ্রীলঙ্কার। ৫২ বলে ১০০ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে দলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিলেন পাথুম নিসঙ্কা। ফিল্ডিংয়েও নজর কেড়েছেন তিনি। এ দিনের হারের ফলে মিচেল মার্শের দলকে তাকিয়ে থাকতে হবে জিম্বাবোয়ের দিকে।

পাল্লেকেলের ২২ গজে শ্রীলঙ্কার সামনে দাঁড়াতেই পারলেন না অসিরা। ঘরের মাঠে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি রান তাড়া করে জয় ছিনিয়ে নিল শ্রীলঙ্কা। ১৮২ রান তাড়া করতে নেমে শুরুতেই ধাক্কা খেয়েছিল শ্রীলঙ্কা। দ্বিতীয় ওভারে আউট হয়ে যান ওপেনার কুশল পেরেরা (৩)। তবে অপর ওপেনার নিসঙ্কা এ দিন অন্য পরিকল্পনা নিয়ে ব্যাট করতে নেমে ছিলেন। এখনকার টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ১৮২ রানের লক্ষ্য খুব কঠিন নয়। নিসঙ্কা সম্ভবত সেই লক্ষ্যকে আরও সহজ করে দেওয়ার চেষ্টা করেন।

অস্ট্রেলিয়ার কোনও বোলারকেই রেয়াত করলেন না নিসঙ্কা। মার্কাস স্টোইনিস, নাথান এলিস, অ্যাডাম জাম্পাদের বল অনায়াসে মাঠের বাইরে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের সামনে দিশেহারা দেখাল অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক মার্শকে। ৫২ বলের অপরাজিত ইনিংসে মারলেন ১০টি চার এবং ৫টি ছক্কা। শ্রীলঙ্কার জয়ের রান তাঁর ব্যাট থেকে এলে সেটাই যথাযথ হত। জয়ের রান এল পবন রত্নায়েকের ব্যাট থেকে। তার আগেই ম্যাচের ফলাফল নির্ধারণ করে দেয় নিসঙ্কার ব্যাট। সঙ্গী ওপেনারের কাছ থেকে সাহায্য না পেলেও নিসঙ্কার সঙ্গে ৯৭ রানের জুটি গড়েন তিন নম্বরে নামা কুশল মেন্ডিস। তিনি করেন ৩৮ বলে ৫১। মারেন ৬টি চার এবং ১টি ছয়। এ দিন নিশঙ্কার তাণ্ডবের সামনে তাঁর আগ্রাসনও ফিকে পড়েছে! নিশঙ্কার ব্যাটিং শুধু অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটারদের রক্তচাপই বাড়ায়নি, ক্রিকেটপ্রেমীদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সুখ দিয়েছে। পবন ১৫ বলে ২৮ রানের ইনিংস খেললেও মন ভরছিল না গ্যালারিতে থাকা দর্শকদের। তাঁরা চাইছিলেন, স্ট্রাইকিং এন্ডে থাকুন নিসঙ্কাই। এর আগে ব্যাট টস জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন শনাকা। প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ সে ভাবে কাজে লাগাতে পারলেন না অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটারেরা। মার্শ এবং ট্রেভিস হেড শুরুটা খারাপ করেননি। ওপেনিং জুটিতে ওঠে ১০৪ রান। মার্শ করেন ২৭ বলে ৫৪। মারেন ৮টি চার এবং ২টি ছয়। হেডের ব্যাট থেকে এসেছে ২৯ বলে ৫৬ রানের ইনিংস। ৭টি চার এবং ৩টি ছয় মেরেছেন তিনি। হেমন্তের বলে হেড আউট হওয়ার পর এক রকম ভেঙে পড়ে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং। ধারাবাহিক ব্যবধানে উইকেট পড়তে শুরু করে। জস ইংলিস (২২ বলে ২৭) এবং ম্যাক্সওয়েল (১৫ বলে ২২) কিছুটা লড়াই না করলে অস্ট্রেলিয়ার অবস্থা আরও খারাপ হত।ক্যামেরন গ্রিন (৩), টিম ডেভিড (৬), স্টোইনিস (৪), কুপার কোনোলি (৩), জেভিয়ার ব্র্যাটলেটেরা (০) ২২ গজে দাঁড়াতেই পারেননি। শ্রীলঙ্কার স্পিনারদের সামনে অসহায় দেখিয়েছে তাঁদের। একেক সময় অস্ট্রেলিয়াকে চেনাই যাচ্ছিল না জার্সি ছাড়া।ইনিংসের শেষ ২০ বলে ৭ রানে শেষ ৫ উইকেট হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। সে সময় উচ্ছ্বাসে শিশুর মতো লাফাতে দেখা গিয়েছে শ্রীলঙ্কার কোচ সনৎ জয়সূর্যকেও।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন ভারতের লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা।

জয়পুর থেকে শুরু হল এআই কৃষক বিপ্লব

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের হাত ধরে উদ্বোধন ‘ভারত বিস্তার’

নয়াদিল্লি/জয়পুর, ১৭ ফেব্রুয়ারি: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র দিকনির্দেশনায় দেশের কৃষকদের জন্য এআই-ভিত্তিক ডিজিটাল সহায়ক প্ল্যাটফর্ম ‘ভারত বিস্তার’-এর উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ এবং গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। রাজস্থান সফরে গিয়ে জয়পুরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্ল্যাটফর্ম চালু করেন।

জয়পুরের স্টেট ইনস্টিটিউট অফ এগ্রিকালচার ম্যানেজমেন্ট, দুর্গাপুরায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা, কেন্দ্রীয় কৃষি প্রতিমন্ত্রী ভাগীরথ চৌধুরী ও রামনাথ ঠাকুর, রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী কিরোড়ীলাল মীণা, সাংসদ-বিধায়কসহ একাধিক গণ্যমান্য ব্যক্তি। পাশাপাশি কৃষি মন্ত্রকের সচিব ডা. দেবেশ চতুর্বেদী, রাজ্যের প্রধান সচিব এবং কৃষি বিভাগের ঊর্ধতন আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠানে যুক্ত হন।

‘ভারত বিস্তার’ একটি কৃষক-কেন্দ্রিক, এআই-চালিত ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার (ডিপিআই), যা কৃষকদের জন্য আবহাওয়া, বাজারদর, পোকা ও রোগ ব্যবস্থাপনা, মাটির স্বাস্থ্য, ফসল পরামর্শ এবং কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য একত্রে প্রদান করবে। ফোন কল, চ্যাটবট এবং পরবর্তীতে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপের মাধ্যমে এই পরিষেবা পাওয়া যাবে।

ফেজ-১ পর্যায়ে হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায় পরিষেবা শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মহারাষ্ট্র, বিহার ও গুজরাটের কৃষকরা এই সুবিধা পাবেন। ভবিষ্যতে অন্যান্য রাজ্য ও আরও ভারতীয় ভাষায় পরিষেবা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।

প্ল্যাটফর্মটি ‘ভয়েস-ফার্স্ট এআই’ মডেলে তৈরি, যাতে সাধারণ ফিচার ফোন ব্যবহারকারী কৃষকরাও সহজে সুবিধা নিতে পারেন। কৃষকরা ১৫৫২৬১ হেল্পলাইন নম্বরে কল করে তথ্য ও পরামর্শ পেতে পারবেন। এছাড়া ওয়েবসাইট, মোবাইল সাইট চ্যাটবট এবং অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপের মাধ্যমেও পরিষেবা পাওয়া যাবে। ফেজ-১-এ নিম্নলিখিত পরিষেবাগুলি যুক্ত হয়েছে, ভারতীয় আবহাওয়া দফতর থেকে আবহাওয়ার তথ্য, এজি/ মার্কনেট থেকে বাজারদর

এনপিএসএস-এর মাধ্যমে পোকা ও রোগ ব্যবস্থাপনা, এগ্রিস্ট্যাক ডেটা সংযুক্তিকরণ, অন্তত ১০টি কেন্দ্রীয় সরকারি কৃষি প্রকল্পের তথ্য কৃষকরা আবেদনপত্রের অবস্থা, সুবিধা ট্র্যাকিং এবং অভিযোগ নিবন্ধন ও নিষ্পত্তির অগ্রগতিও জানতে পারবেন। ফলে একাধিক দপ্তরে ঘোরার প্রয়োজন কমবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে “এআই ফর এগ্রিকালচার রোডম্যাপ” প্রকাশ করা হয়। পাশাপাশি “এআই হ্যাকাথন” এবং “এগ্রিকোষ” কর্মসূচির ঘোষণাও করা হয়, যার মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ও তথ্যভান্ডার উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

ভারত বিস্তার প্ল্যাটফর্মে আইসিএআর-এর প্যাকেজ অফ প্র্যাকটিসেস, ফসল ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা এবং সয়েল হেলথ কার্ডভিত্তিক মাটির পরামর্শ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে এটি শুধু তথ্যভিত্তিক পরিষেবা নয়, বরং এক ধরনের ‘ডিজিটাল কৃষি পরামর্শদাতা’ হিসেবেও কাজ করবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিকে আরও আধুনিক ও স্মার্ট করে তোলাই সরকারের লক্ষ্য। ‘ভারত বিস্তার’ সেই লক্ষ্যপূরণের এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেশের কৃষকদের ক্ষমতায়নে বড় ভূমিকা নেবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বিভিন্ন জেলায় পরীক্ষা কেন্দ্রের আশপাশ এলাকায় বিধিনিষেধ জারি

কৈলাসহর/ কাঞ্চনপুর/ কুমারঘাট/তেলিয়ামুড়া, ১৭ ফেব্রুয়ারি: কৈলাসহর মহকুমায় সিবিএসই পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা ২০২৬ শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কৈলাসহরের মহকুমা শাসক মহকুমার অধীন পরীক্ষা কেন্দ্রের সংলগ্ন এলাকায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ২০২৩ এর ১৬৩ ধারা জারি করেছেন। কৈলাসহর মহকুমার পিএমশ্রী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, নেতাজী বিদ্যাপীঠ ইংরেজী মাধ্যম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ভগিনী নিবেদিতা বালিকা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরীক্ষাগুলি অনুষ্ঠিত হবে। ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ১১ এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত পরীক্ষার দিনগুলিতে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা ৩০ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সকল পরীক্ষা কেন্দ্রের ২০০ মিটার বাসার্ধের মধ্যে পরীক্ষার্থী, পর্যবেক্ষক এবং অফিশিয়াল ও পুলিশ কর্মীদের ব্যাতীত সাধারণ জনগণ চলাচল করতে পারবেন না।

পুলিশ কর্মী বা কর্তব্যরত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ব্যাতীত কেউ পরীক্ষা কেন্দ্র বা সংলগ্ন এলাকায় কোন ধরণের অস্ত্র, লাঠি, সুম্মা বাঁশ এবং আগ্নেয়াস্ত্র বহন করতে পারবেন না। পরীক্ষা চলাকালীন কোন ধরণের লাউড স্পিকার ব্যবহার করা যাবে না। এই আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা-২০২৩ এর ২২৩ ধারা অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কাঞ্চনপুরেও পরীক্ষা কেন্দ্রের আশপাশ এলাকায় বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক (২ স্তর) পরীক্ষা-২০২৬ শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কাঞ্চনপুর মহকুমার অধীন পরীক্ষাকেন্দ্র সংলগ্ন এলাকায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ১৬৩ ধারা জারি করা হয়েছে। এই ধারা অনুযায়ী সিবিএসই বোর্ডের পরীক্ষার ক্ষেত্রে ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ১১ এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত এবং টিবিএসই বোর্ডের পরীক্ষার ক্ষেত্রে ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ২৩ মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত পরীক্ষার দিনগুলোতে প্রতিদিন সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সকল পরীক্ষাকেন্দ্রের চারপাশে ৩০০ মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে পাঁচজনের বেশি জমায়েত, মিছিল, সভা, র্যালি, স্লোগান দেওয়া, মাইক বা লাউডস্পিকার ব্যবহার এবং দা, লাঠি বা যেকোনো ধরনের অস্ত্র বহন সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ থাকবে। কাঞ্চনপুর মহকুমায় সিবিএসই বোর্ডের অধীনে কাঞ্চনপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও সাবুয়াল গভর্নমেন্ট ই.এম. উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং টিবিএসই বোর্ডের অধীনে জামপুই দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়, কাঞ্চনপুর কলোনি গার্লস উচ্চ বিদ্যালয়, লালজুড়ি উচ্চ বিদ্যালয় (২ স্তর) ও দুর্গারাম রিয়াং পাড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় পরীক্ষাকেন্দ্র হিসেবে নির্ধারিত রয়েছে। উক্ত নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আজ থেকে সিবিএসই পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। তেলিয়ামুড়া মহকুমার তেলিয়ামুড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় এবং কবি নজরুল বিদ্যাভবন দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পরীক্ষা চলবে আগামী ৪ এপ্রিল পর্যন্ত। পরীক্ষা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে তেলিয়ামুড়া মহকুমার মহকুমা শাসক পরীক্ষাকেন্দ্রগুলির আশপাশ এলাকায় কিছু বিধিনিষেধ জারি করেছেন। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস), ২০২৩-এর ধারা ১৬৩-এর উপধারা (১) ও (২) অনুযায়ী এই নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

একইভাবে কুমারঘাটেও থাকবে বিধিনিষেধ। কুমারঘাট মহকুমার পাবিয়াছড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয় এবং লেদ্রাই দেওয়ান উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখিত পরীক্ষা পর্ব সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পরীক্ষা কেন্দ্রে এবং এর আশপাশ এলাকায় কুমারঘাট মহকুমা শাসক এক আদেশবলে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা আইন, ২০২৩-এর ১৬৩ ধারা জারি করেছেন।

দূরপাল্লার বাসে যাত্রী হেনস্তার অভিযোগ বিধায়কের হস্তক্ষেপে সমাধান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড় , ১৭ ফেব্রুয়ারি: নাগেরজলা বাসস্ট্যান্ডে প্রতিনিয়ত যাত্রী হেনস্তার অভিযোগ উঠে। বিশেষ করে দূরপাল্লার বাসে বিশালগড়ের যাত্রীদের তুলতে অনীহা প্রকাশ করে। এমনকি দুর্ব্যবহারের অভিযোগ উঠে বারবার। এবার এই সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নিয়েছে বিশালগড়ের বিধায়ক সুশান্ত দেব। তিনি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে এ ধরনের অভিযোগ থাকলে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের বার্তা দিয়েছিলেন।

এরপর থেকে যাত্রীরা প্রতিবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব বিদ্যালয়ের দুই ছাত্র চরম অপমানিত হন নাগেরজলায়। পরবর্তী সময়ে দুই ছাত্র বাস গাড়ির নম্বর সহ লিখিত অভিযোগ দায়ের করে বিশালগড় থানায়। মঙ্গলবার বাস গাড়ি বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। আটক করা হয় চালক এবং কন্ডাকটরকে। থানার পক্ষ থেকে অভিযোগকারী ছাত্রদের ডাকা হয়। বাস গাড়িটি আগরতলা সোনামুড়া সড়কের। এর নম্বর টিআর ০৭ ১২১৬।

পরবর্তী সময়ে শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ থানায় যোগাযোগ করেন। গাড়ির চালক কন্ডাকটর ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। কিছুদিনের মধ্যে বাস গাড়ির মালিক চালক স্থানীয় জনতা শ্রমিক সংগঠনকে নিয়ে বৈঠক করবেন বিধায়ক সুশান্ত দেব। বিধায়ক সুশান্ত দেব স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যাত্রীদের সঙ্গে অশোভন আচরণ বরদাস্ত করা হবে না। বিধায়ক সুশান্ত দেবের ভূমিকায় সন্তোষ প্রকাশ করেন অভিযোগকারী ছাত্ররা। শেষে গাড়ির চালক কন্ডাকটরকে সতর্ক করে এবারের মতো ছাড়া হয়েছে।

২২-২৪ ফেব্রুয়ারি প্রথম ত্রিপুরা স্টেট গেমস, ১৮ ইভেন্টে প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি: ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে প্রথম ত্রিপুরা স্টেট গেমস আগামী ২২ থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। তিন দিনব্যাপী এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মোট ১৮টি ইভেন্ট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। রাজ্যের ক্রীড়াবিদদের দক্ষতা বিকাশ ও প্রতিভা অন্বেষণের লক্ষ্যে এই বৃহৎ আয়োজন করা হচ্ছে।

এই উপলক্ষে আগরতলার এন এম আরসিসি মিলনায়তনে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেখানে টুর্নামেন্ট কমিটির ডিরেক্টর রতন সাহা সহ কমিটির অন্যান্য বিশিষ্ট সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে ক্রীড়াবিদরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবেন। সুষ্ঠু ও সফলভাবে গেমস সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে।

শুধু প্রতিশ্রুতি মিলছে না ভাতা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ৮৫ বছরের বৃদ্ধের করুণ আবেদন

আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারী: বিশ্রামগঞ্জ থেকে এক করুণ ছবি সামনে এল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বৃদ্ধ ভাতার আবেদন জানালেন ৮৫ বছরের প্রবীণ হুসেন মিয়া। তিনি বিশ্রামগঞ্জ বড়জলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ডিএম ও এসপি অফিস সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা।

হুসেন মিয়ার দাবি, তিনি বিপিএল রেশন কার্ডধারী হওয়া সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারি ঘর কিংবা বৃদ্ধ ভাতার সুবিধা পাননি। বার্ধক্যের ভারে ন্যুব্জ হয়ে পড়লেও তাঁর জীবিকার কোনও স্থায়ী ব্যবস্থা নেই বলে অভিযোগ।

প্রবীণ হুসেন মিয়া জানান, একাধিকবার স্থানীয় প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও শুধু আশ্বাস ছাড়া বাস্তবে কোনও সমাধান মেলেনি। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সরাসরি হস্তক্ষেপের আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

তাঁর আবেদন, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে বৃদ্ধ ভাতা প্রদান করা হোক এবং সরকারি আবাসন সুবিধার আওতায় তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করা হোক। এখন একটাই আশা, সরকারের সদিচ্ছাতেই হয়তো মিলবে জীবনের শেষ প্রান্তে একটু স্বস্তি।

আগরতলায় তিন দিনের আঞ্চলিক বৈদিক সম্মেলনের সূচনা

আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি: আজ ত্রিপুরার আগরতলায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় ---এর একলব্য ক্যাম্পাসে তিন দিনের আঞ্চলিক বৈদিক সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। মহর্ষি সন্দীপাণী রাষ্ট্রীয় বেদবিদ্যা প্রতিষ্ঠান, কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের একলব্য পরিসর, আগরতলা এবং ভোলানন্দ বেদবিদ্যালয়, আগরতলার যৌথ উদ্যোগে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে।

উদ্বোধনী অধিবেশন সকাল ১১টায় বৈদিক পণ্ডিতদের ঐতিহ্যবাহী বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে শুরু হয়। এরপর জাতীয় সংগীত ও কুলগীত পরিবেশিত হয়।

অনুষ্ঠানের সূচনা করেন একলব্য পরিসরের বেদ কর্মকাণ্ড পুরোহিত বিদ্যাশাখার সমন্বয়কারী ড. প্রকাশ রঞ্জন মিশ্র। স্বাগত ভাষণে তিনি উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথি, পণ্ডিত ও অংশগ্রহণকারীদের অভিনন্দন জানান এবং বৈদিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রসারের গুরুত্ব তুলে ধরেন। সম্মেলনের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় ---এর সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক কামেশ্বর শুক্লা। তাঁর বক্তব্যে তিনি সমসাময়িক সমাজে বৈদিক জ্ঞানের প্রাসঙ্গিকতা এবং সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে দৃঢ় করার ক্ষেত্রে এই ধরনের সম্মেলনের ভূমিকার উপর আলোকপাত করেন। পাশাপাশি বৈদিক অধ্যয়নের জন্য পণ্ডিতদের একটি মঞ্চ গড়ে তোলার উদ্যোগের প্রশংসা করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উজ্জয়নের মহর্ষি সন্দীপাণী রাষ্ট্রীয় বেদবিদ্যা প্রতিষ্ঠানের সচিব অধ্যাপক বিরূপাক্ষ তি. জদ্দিপাল। তিনি দেশব্যাপী বৈদিক শিক্ষার প্রসারে প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা তুলে ধরেন এবং গবেষণা ও প্রচারে আরও সক্রিয় হওয়ার জন্য পণ্ডিত ও শিক্ষার্থীদের আহ্বান জানান।

সভাপতির ভাষণ দেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, একলব্য পরিসর, আগরতলার পরিচালক অধ্যাপক মখলেশ কুমার। তিনি শিক্ষা বিনিময় ও বৈদিক ঐতিহ্যকে আরও সুদৃঢ় করতে এই ধরনের সম্মেলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। অনুষ্ঠান চলাকালীন অতিথিদের সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। উদ্বোধনী অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে বেদ কর্মকাণ্ড পুরোহিত বিদ্যাশাখার সহকারী অধ্যাপক ড. আশীষ মিশ্রের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে।

বাধারঘাট পেট্রোল পাম্প এলাকায় রহস্যজনক গাড়ি আটক, এলাকায় চাঞ্চল্য

আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি: রাজধানীর বাধারঘাট এলাকার পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন স্থানে মঙ্গলবার এক রহস্যজনক গাড়ি আটককে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করে এলাকার কিছু সচেতন বাসিন্দা প্রথমে গাড়িটিকে ঘিরে ধরে আটক করেন। পরে খবর পেয়ে এডিনগর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাড়িটি নিজেদের হেফাজতে নিয়ে যায়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, গাড়িটির চলাফেরা ও আচরণ সন্দেহজনক মনে হওয়ায় তারা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখেন। তবে গাড়ির ভেতরে কী ছিল বা কোনও বেআইনি সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে কিনা, সে বিষয়ে পুলিশ এখনও স্পষ্ট করে কিছু জানায়নি।

একইভাবে, ঠিক কী কারণে গাড়িটি আটক করা হয়েছে, সে বিষয়েও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও বক্তব্য দেয়নি সংশ্লিষ্ট পুলিশ আধিকারিকরা। ঘটনাকে ঘিরে এলাকাবাসীর মধ্যে নানা জল্পনা তৈরি হয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, গাড়িটির সঙ্গে কোনও অবৈধ কার্যকলাপের যোগ থাকতে পারে। যদিও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।

রাজ্যের বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর খেলাধুলার পরিবেশ আমূল পাল্টে গেছে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি: একটা সময় খেলাধুলায় রাজ্য অনেক পিছিয়ে ছিল। রাজ্যের বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর খেলাধুলার পরিবেশ আমূল পাল্টে গেছে। বর্তমান সরকার অ্যাথলেটিক্স, সাঁতার, ফুটবল সহ বিভিন্ন ইভেন্টের পরিকাঠামোর উন্নয়ন ঘটিয়েছে। জনজাতি এলাকাসমূহেও খেলাধুলার পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। আজ কৈলাসহরের আর.কে.এম. ময়দানে পদ্মজং মেমোরিয়াল ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল ম্যাচের প্রধান অতিথি মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, বহু বছর পরে রাজ্যে পদ্মজং ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায়ের বিশেষ উদ্যোগে পদ্মজংয়ের মতো একটি স্মৃতি বিজড়িত ফুটবল প্রতিযোগিতা রাজ্যে আবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই প্রতিযোগিতায় উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রায় সবকটি রাজ্য অংশ নিয়েছে। তিনি বলেন, ফুটবল একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা। খুব কম সময়ের মধ্যে টান টান উত্তেজনার মধ্যে মানুষ এই খেলা উপভোগ করতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের বর্তমান সরকার রাজ্যে অনেকগুলি সিন্থেটিক ফুটবল টার্ফ মাঠ তৈরি করেছে। সরকার খেলাধুলার পরিকাঠামো তৈরির পাশাপাশি তার গুণগতমানও বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট।

ফাইনাল ম্যাচের হাফ টাইমে অনুষ্ঠিত এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, খেলাধুলার মাধ্যমে আমরা নতুন নতুন প্রতিভা তুলে আনতে চাইছি। তিনি বলেন, পরিকাঠামো উন্নয়নের মধ্য দিয়ে রাজ্যে এখন খেলাধুলার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এদিন ফাইনাল ম্যাচে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন তপশিলি জাতি কল্যাণমন্ত্রী সুধাংশু দাস, ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ, ঊনকোটি জিলা পরিষদের সদস্য বিমল কর, কৈলাসহর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা রাণী দেবরায়, ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ড. তমাল মজুমদার, পুলিশ সুপার সুদাম্বিকা আর, ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সচিব অমিত চৌধুরী প্রমুখ।

আর.কে.এম. ময়দানে অনুষ্ঠিত এদিনের ফাইনাল ম্যাচে মণিপুরের রেংদাই এফ.সি. টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে মণিপুরেরই ট্রাও এফ.সি.কে পরাজিত করে প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। চ্যাম্পিয়ন দলের হাতে পুরস্কার হিসেবে ৫ লক্ষ টাকার চেক এবং সুদৃশ্য ট্রফি তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা। রানার্স আপ দলের হাতে ৩ লক্ষ টাকার চেক এবং সুদৃশ্য ট্রফি তুলে দেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায়। উল্লেখ্য, গত ৩১ জানুয়ারি থেকে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল। এতে ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চল, সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গের ১৬টি দল অংশ নেয়।

পুর নিগমের চার বছর পূর্তি উপলক্ষে শীতবস্ত্র বিতরণ, স্বচ্ছ আগরতলার আহ্বান মেয়রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : আগরতলা পুর নিগম-এর চার বছর পূর্তি উপলক্ষে মঙ্গলবার ১ ও ২ নম্বর ওয়ার্ডে দুঃস্থদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এই কর্মসূচির উদ্যোগ নেন ১ নম্বর ওয়ার্ডের কর্পোরেটর মিতা রানী দাস মজুমদার এবং ২ নম্বর ওয়ার্ডের কর্পোরেটর শর্মিষ্ঠা বর্ধন। দুটি পৃথক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এলাকার অসহায় ও দুঃস্থ মানুষদের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুর নিগমের মেয়রসহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেয়র বলেন,“সব কা সাথ, সব কা বিকাশ নীতিকে সামনে রেখে বর্তমান সরকার কাজ করে চলেছে। তিনি দাবি করেন, পূর্ববর্তী সরকারের আমলে সাধারণ মানুষ তাদের চাহিদা ও সমস্যার কথা তুলে ধরার যথাযথ সুযোগ পেতেন না। বর্তমানে প্রতিটি জনপ্রতিনিধি প্রতিদিন মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তাদের সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট থাকেন। গত চার বছরে আগরতলা শহরকে আরও সুন্দর ও আধুনিক করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পুর নিগম ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে বলেও জানান মেয়র। নাগরিক পরিষেবা উন্নত করার পাশাপাশি “স্বচ্ছ আগরতলা” গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখতে রাস্তার ড্রেনে আবর্জনা না ফেলে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার জন্য নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। সকলের সহযোগিতায় স্বচ্ছ আগরতলা গড়ে তোলা সম্ভব হবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন মেয়র।

জন্মগত বাঁকা পা (ক্লাবফুট) নিরাময়ে পদ্মপুর আরবান পিএইচসি-এর সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি: উত্তর জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবায় রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম এবং মিরাক্কেল ফিট স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার যৌথ উদ্যোগে পদ্মপুর আরবান প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে জন্মগত বাঁকা পা বা ''ক্লাবফুট'' আক্রান্ত শিশুদের সফলভাবে শনাক্তকরণ ও আধুনিক চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের এই উদ্যোগে ইতিমধ্যেই তিনটি পরিবার উপকৃত হয়েছে।

শিশুদের জন্মগতভাবে পায়ের পাতা ভিতরের দিকে বা নিচের দিকে বেঁকে থাকাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় ''ক্লাবফুট'' বলা হয়। সময়মতো চিকিৎসা শুরু করলে ''পনসেটি পদ্ধতি''র মাধ্যমে বড় অস্ত্রোপচার ছাড়াই এই ত্রুটি সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব। পদ্মপুর আরবান প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এই আধুনিক চিকিৎসা প্রদান করছেন অস্থি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ রাজা নাগ। সমগ্র প্রক্রিয়াটি তদারকি করছেন রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম এর মেডিকেল অফিসার ডাঃ নীলাদ্রি শেখর চট্টোপাধ্যায় এবং মিরাক্কেল ফিট স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার জেলা কো-অর্ডিনেটর শ্যামশঙ্কর দেব। উত্তর জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তিনজন শিশুকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে।

এর মধ্যে একটি শিশু কন্যার গত ২৭ডিসেম্বর ২০২৫ জন্ম হয়। সে পানিসাগর মহকুমার দক্ষিণ পদ্মবিল এলাকার বাসিন্দা। জন্মের পরই তার বাঁ পায়ে বাঁকাভাব লক্ষ্য করা যায়। সে পদ্মপুর আরবান প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। অপর শিশুর গত ২১ অক্টোবর ২০২৫ জন্ম হয়। সে কদমতলা সংলগ্ন সরসপুর কলোনি এলাকার বাসিন্দা। তার দুটি পা বাঁকা জন্মের মাত্র তিন দিনের মাথায় শনাক্ত করা হয় এবং গত ৫ নভেম্বর, ২০২৫ থেকে তার নিয়মিত চিকিৎসা শুরু হয়েছে। দ্রুত শনাক্তকরণের ফলে তার পায়ের উন্নতির হার অত্যন্ত সন্তোষজনক। এছাড়াও, অপর শিশুর গত ২৪ জানুয়ারি ২০২৬ জন্ম হয়। সে দশদা ব্লকের গছিরাম পাড়া এলাকার বাসিন্দা।

জন্মের অল্প সময়ের মধ্যেই তাকে চিকিৎসার আওতায় আনা হয়েছে এবং চিকিৎসা প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। উত্তর জেলার ডিস্ট্রিক্ট আর্লি ইন্টারভেনশন সেন্টারে পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কোনও নবজাতকের পা জন্মগতভাবে বাঁকা দেখা গেলে দেরি না করে নিকটবর্তী স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম দলের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে। সরকারি এই উদ্যোগের ফলে এখন আর কোনো শিশুকে পঙ্গুত্ব নিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হবে না- এই লক্ষ্যেই নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ।

খোয়াইয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারি রাজ্য ভিত্তিক জাতীয় বিজ্ঞান দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৭ ফেব্রুয়ারি: ত্রিপুরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের উদ্যোগে এবং খোয়াই জেলা প্রশাসন ও শিক্ষা দপ্তরের সহায়তায় আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারী রাজ্য ভিত্তিক ''জাতীয় বিজ্ঞান দিবস ২০২৬'' খোয়াইয়ে অনুষ্ঠিত হবে।

এই বছরের জাতীয় বিজ্ঞান দিবস এর ভাবনা হল 'ওমেন ইন সাইন্স কেটেলাইজিং বিকশিত ভারত'। খোয়াই সুভাষ পার্ক সংলগ্ন চৈত্র মেলা গ্রাউন্ডে (অথবা শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতনে) এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিজ্ঞান মডেল এবং অন্যান্য উদ্ভাবনী প্রজেক্ট প্রদর্শনের জন্য মোট ২০ টি প্রদর্শনী স্টল খোলা হবে।

সমস্ত বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, আইটিআই গুলি এই প্রদর্শনী এবং অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas